



जीनजीयूत महाराजा कृष्ण चन्द्र राय बाहदुर

দুস্রা

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শব্দ ৭২



কৌতুক বিলাস।

অর্থ ৭

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের
জীবনাবস্থার কৌতুক সংগৃহ নামক গৃহ।

শ্রীযুত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিবিধ ছন্দে
বিরচিত।



ইন্দ্রানীঃ

শ্রীযুত রাবু জদুনাথ দাসের যত্নে নুসারে
বণিক প্রকাশিত।

শ্রীনিলাচল দাস ও শ্রীআনন্দচন্দ্র বসু গের

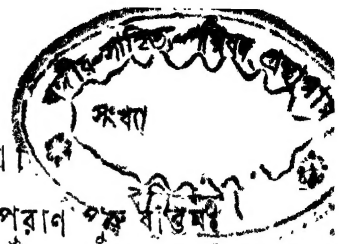
সহায়ত্ব ভূত যত্নে যন্ত্রিত হইল।

এই গৃহ বাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত যন্ত্রা
লয়ে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।

সন ১২৫৪ সাল।

নিম্ন লিখিত পত্র ।

গোপালের মন্ত্রণা	৬৬	লুকায়ের রাখন ও নেতোর	
গোপালের নবাব সাহেবে		প্রাপ্তি	১০২
র নিকট যাত্রা ও দ্বিজের		নেতোর দধিভোজন	১০৩
উদ্ধার	৬৭	মথুরেশ ভট্টাচার্যের উ	
গোপালের রাজার নিকট		পাখ্যান	১০৬
গমন	৭০	মথুরেশের প্রবাস গমন	
রাজার বেহারের সহিত		ও জম্বদ মুনির সহিত মি	
কৌতুক	৭১	লন	১০৮
রাজার বেহানির কৌতুক	৭২	মথুরেশের মন্ত্র সিদ্ধি ও	
রাজার বোধু ও কন্যার		নবদ্বীপ যাত্রা	১১০
কৌতুক	৭৪	রাজার কালিকা পূজন ও	
রাজার নাতিনীর কৌতুক	৭৫	প্রতিমা প্রত্যক্ষ	১১২
রাণীর সহিত কৌতুক	এ	রাজার খেদ ও মন্যাসী	
সদ্যকল চুচড়া মিষ্টি	৭৬	কে স্তব	১১৬
রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণের প		পত্রাবলির উপক্রম	১১৮
রিচয় জিজ্ঞাসা	৭৭	পত্রাবলী ও রাজার আ	
নারীর রূপ বর্ণনা	৭৮	ত্নুতন্ত জ্ঞান	১১৯
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পলায়ন	৭৮	কন্তিবাস বিদ্যা সাগরের	
দশচক্রে ভগবান ভূত	৮৫	দাঁইকা সাধন ও মথুরে	
সোবুরে মেওয়া ফলে	৯১	শের পরিচয়	১২২
যার ধন তার ধন নয় নে		রাজার কম্পতরু হওন ও	
তো মারে দই	৯৭	পুত্রকে রাজ্য দান	১২৪
সমুদ্রে দ্বিজের সকল ধন		রাজার সর্গবাস	১২৫



ঐ শ্রীবিষ্ণু বন্দনা

ত্রিপদী। মাধবায় নমোনমঃ পুরাণ পুঙ্খ বিস্তার

তুমি দেব বেদাদি কারণ। কালীর বরণ ছটাঃ নবীন
 নীরদ ছটাঃ হেরে মুনি মনঃ বিমোহন ॥ সুচাকচরণ
 তল ভিত্ত কোকনদ দল ভ্রুয়র নূপুর কল তায়।
 মোহন মুরলী করে ধারন বিদ্বিকা ধরে সে মাধুরী
 উপমা কোথায় ॥ পরিধান পীতাম্বর গলে বনমালা
 বর শিরে শিখিপুচ্ছ সুশোভন। মেঘে সৌদামিনী
 প্রায় সজল রসিকা তায় শক্র ধনু তনুর গগন ॥
 অধরে মধুর হাসি ঢাছিয়ে সে শুধা রাশি নৃত্য
 অমৃত ভাজন। চন্দন চর্চিত কায় সে শোভা কহিব
 কায় নীলকান্তে হীরক মীলন ॥ কখন বনুনা নার
 কখন পুলিন তীরে কখন বিপিন বৃন্দাবনে। কখন
 কদম্ব মূলে কখন কালিন্দি কুলে কখন বা গিরি
 গোবন্ধনে ॥ কখন নিকুঞ্জবনে লইয়ে গোপিনী
 গনে সদা রাস হাস পরিহাস। বর্ণিব সেসব কত
 পুরাণের মত যত রচিলা দ্বাদশ যাত্রা ব্যাস ॥ শুন
 প্রভু ঐ নিবাস এদিন দাসের আস বৈভব সহস্র নহি
 টাই। 'অহেতে থেকে অন্তরে থেকে'না অন্তরাহরে
 অস্ত্রে যেন ও চরণ পাই ॥

সংখ্যা

ব্রহ্ম বন্দনা ।

চৌপদী ।—এক ব্রহ্ম নিরাকারঃ স্থিতির নাহিক
 আরঃ বিশ্বরূপ মূলাধারঃ ভূত আত্মা । ভূতের বিহীন ।
 যার স্তবে স্তব করঃ নরকদেবী দেবময়ঃ ভুবনজন আশ্রয়ঃ
 গুণময় সদা গুণহীন ॥ বিবৰ্জিত বুদ্ধিহীনঃ সৰ্বত্র সম
 প্রকাশ অজ্ঞান করেন নাশঃ কল্পকাল আশা বিমোচন ।
 চৈতন্য দিব্যশাস্ত্রতঃ কেবল জ্ঞঃ তাহিতঃ নিত্যানন্দ
 সৰ্বগতঃ বেদান্তীত বেদের কথন । সমাধিত জ্ঞানশক্তিঃ
 মুক্তিময় কহে মুক্তিঃ তব পদে যার ভক্তিঃ জীবনমুক্ত হয়
 সেই জন । নিলুনা দ কলাতীতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালিতঃ
 তুয়াই বেদবেদান্তীতঃ চিত্তাহিত জীবনমরণ ॥ নবগু
 গুন নক্ষত্রিঃ নক্ষত্রময়ঃ বুদ্ধি বুদ্ধিঃ অভিপ্রায়ভূতপাংক
 সমাধান অবদান হয় । সৰ্ব বপু রিপু পদেঃ অষ্টম
 প্রকৃতি সঙ্গে পঞ্চদশোক্ত্রয় রঞ্জেঃ বিভঞ্জে লইয়া ব্রহ্ম
 ময় ॥ আপানি যাক্ত হইয়াঃ দেহ যন্ত্রাদি নৃজিয়াঃ নানা
 মত প্রকাশিয়া তাহে সদা বাড়িতে উল্লাস । অধিবক্ত
 অধিভূতঃ তুমি হিত বিপরীতঃ কেবল তবচারিতঃ তো
 মাতেই সকল প্রকাশ ॥ অজ্ঞান মূল হরণ বর্তমান সৰ্ব
 ক্ষণঃ চৈতন্য কর প্রদানঃ সাক্ষিরূপ সকল অন্তরে । তুমি
 ধৰ্মা গুণ কল্পঃ তুমি ত সদব্রহ্মঃ নাহিক মরণজন্যঃ তব

মন্য' কি জ্ঞানিবেন্নরে ॥ তোমা বিনা অন্যজনঃ নিত্য
 নহে কদাচনঃ শবময় ত্রিভুবনঃ তুমি হে জীবন সবা কার।
 হরিহর একাপতিঃ তোমাতে ত্রিগুণোৎপাদিঃ নৃজন
 সংহার স্থিতিঃ নানা জ্যোতি অংশ সে তোমার ॥ বহু
 দেব সাকারঃ যোগী ঋষি সিদ্ধ আরঃ কিবা নর দুর্দার
 কীট পতঙ্গেতে সমতাব। এজগত ছয় অন্যঃ তোমা
 বিনা নাহি অন্যঃ জীবন ভুবন শন্যঃ মান্যমাত্র তব
 আবির্ভাব ॥ ভ্রান্তি আশা অভিসাধেঃ বদ্ধ হয় অনা
 যাদেঃ অহঙ্কার দহদোষেঃ কল্প কালে বত জীবন।
 ক র কন্য' কেবা করেঃ কেবা দুঃখি তোমাতরেঃ সর্পি
 জানে চরাচরেঃ সমরূপ ব্যাপ্ত নিরঞ্জন ॥ আমার এই
 সংসারঃ দেহপাত্র সনাকারঃ এক বস্তু অজ্ঞানঃ পীর
 পূর্ণ এতিন ভুবন। সর্ব্যতে জরাদি যিনিঃ শাশ্বতে শ
 তল তিনিঃ বেদের এইতে। বাণীঃ সেই আত্মা ব্যাপ্ত
 ভূতগণে ॥ অন্তরে বাহির গতি স্থূল নহে সূক্ষ্ম অতি
 দর্শন অন্ধ আকৃতিঃ বদ্ধ নহে সনাতন গুণে। ষ্টমিত
 যে আকাশঃ বায়ুর সর্গত্র বাণীঃ তথা আত্মা সূত্র বাণীঃ
 দীপ্তলিপ্ত নহে তে কারণে ॥ জীবভূতঃ কন্য' কলঃ মন্দ
 কিবা আর ভালঃ বিবাদে ভাল বিখ্যাতঃ অহঙ্কার আত্ম
 অভিমানে। এক বদ্ধ হয় নহেঃ সর্গস্থানে সম রহেঃ তত

জ্ঞানিগণ কহেঃ মোহে দেহে জীবে নাহি জানে ॥ এক
সূর্য গগণেতেঃ দুই নাই এজগতেঃ লক্ষ কূপ সলিলেতেঃ
দেখিলে দেখিবে লক্ষ অর্ক। সকলি অনিত্য তাহাঃ
প্রতিবিম্বময় যাহাঃ হেমরূপে আত্মস্পৃহাঃ ঐতিকহে
নাহি ইতে তর্ক ॥ তিনিত্ত ল মন্দমন্দঃ নির্বন্ধ আদি
অ নন্দঃ যাহার পদারবিন্দঃ বন্দিলে সবার স্তব হয়।
অনি অতি অভাজনঃ তত্ত্বজ্ঞানেতে বঞ্জনঃ সগুণ হয়ে
নিগুণ জনে কৃপাকর কৃপাময় ॥

ব্রহ্মলোক বর্ণন ।

দীর্ঘচোপদী ॥ কিবা নমোহর দেখিতে সুন্দরঃ
শোভে ব্রহ্মপুরঃ সর্বলোকোপরে। কনকরচিতঃ সূক্তি
ক শোভিতঃ পীযুষ পূরিতঃ স্থির সরোবরে ॥ কম্পারু
তারঃ কিবা শোভা পায়ঃ ফলধরে যায়ঃ ধর্ম মোক্ষ
আদিঃ। পত্র পুষ্পতারঃ ভক্তিতত্ত্ব সার কেহ ন হি
আরঃ তাহাতে বিবাদি ॥ সদা স্থির ছায়াঃ স্নিগ্ধ বরে
কায়াঃ দূরে যায় মায়া সেতরু পরশী। চন্দ্রকল ক্ষয়ঃ
তথায় না হয়ঃ সদা পূর্ণ রয়ঃ শরদের শশা ॥ শিত
ঊষুকালঃ বরষার কালঃ তাহাদের কালঃ সে কাল
বৈশ্ব ॥ সত্য সে নগরঃ অজর অনরঃ শোকদি বি

কার. নহে বসবন্ত ॥ তথাজ্ঞাননদীঃ বহে নিরবধি
 হংস গুণনিধি কেলী করে তাতে । সে পরম হংস,
 নাহি তার ধংস জীব যার অংশ সর্বভূতে স্থিতে ॥
 ব্রহ্মাব্রহ্মগুট হেন হংসাবট না জানে নিট গুট
 দুরাচারে । সদাই আনন্দ পারিজাত গন্ধ বহে মন্দ
 মলয় সমীরে ॥ ত্যজি ত্রিভুবন হরির নন্দন রাহ
 সর্বক্ষণ স্থিরভাবে তথা । ধরি ফুলবাণ সেই ফুল
 বাণ করয়ে সন্ধান হানে শক্তি বথা ॥ কোকিল
 কুহরে ভ্রমরগুঞ্জে বিয়োগী শিহরে চমকিত মতি ।
 প্রফুল্ল মুকুল নানাজাতি ফুল দেখি অলিঙ্গল ব্যাকু
 লিত অতি ॥ নাহি দুঃখ শোক সুখ ব্রহ্মলোক
 জিনিয়া গোলক অতি মনোরম । অতুল্য শোভায়
 শোভিছে তথায় রত্নাবদী তায় নিকৃপমক্রম ॥ কমল
 আসন তাহাতে আসন বামে সুশোভন বিদ্যা সর
 স্বতী । ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু আদিক্রম করয়ে বিশু
 হরষিতে অতি ॥ অকুব্জগুণ দুরগুর বলে বিদ্যায়
 সকলে দেবদলে পূৰ্ব । উদ্ধার বিষয় ক্ষরক্ষ অর
 সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্বাদি সর্ব ॥ পশ্চিম দিকতে
 বৈসে আনন্দতে ধ্যানসংস্কৃত ব্রহ্ম ঋষিগণ । করে
 বেদ ধনি সদা স্বাস্থ্যবানী শুনি পদ্মোদয় আনন্দ

মগন ॥ সাধুপুত্রসবে আনন্দে রহিবে ভ্রান্তি শান্তি
 পাবে কহ আরবার। দক্ষিণে পিতরঃ বৈসে নিরস্তর
 বমআদি পর অপর তাহার ॥ স্বধাক্ষেপে তৃপ্ত নাহি
 পর আশ্রয় স্বধা স্বধা ব্যাপ্ত অপৰ্য্যাপ্ত রসে। সকলে
 আনন্দে বিধিপদদ্বন্দ্বেন্দ্র নত শিরে বন্দে ভক্তির আ
 বেশে ॥ নাহি অন্য কথা যাকর বিধাতা তোমা
 বিনা বৃথা সংসার নকল। তব আশ্রাবহ ভুক্তি নিশা
 অহ তবে যে উৎসাহ মায়া মোহ বল ॥ ব্রহ্ম দূতগণ
 করিছে ভূষণ করিতে পালন যে আদেশ হয়। ব্রহ্মার
 সভায় এমত সময় আগমন হয় দেব নৃত্যুপায় ॥ দেখি
 পদ্মযোনি সমুদ্রে তখনি উঠিয়া আপানি সভাতে
 দাণ্ডায়। হরষিত হয়ে বিধি পাদ্য বয়ে পদ স্নান
 লিয়ে আসনে বসায় ॥ করে দূত কান গুরুবাচন
 দেখিতে সুঠাম বিদ্যাধর জাত। বিধি তায়ে বাল
 জাত যাহ চলে আন গিয়ে শুলে পুষ্প পারিজাত ॥
 শুনি সেই কথা নোয়াইয়ে নাথা চলিলেন কথা সেই
 পুষ্পবন। ক্রীশ্যামাচরণ করিছে বারুণ করিলে গমন
 হবে অঘটন ॥

ক্ৰী.ক্ৰী.দু.গা ॥

শরৎ ১

গুহ্যারামঃ ॥

পুরবাচের উপর ব্রহ্মার অভিশাপ ॥

পয়ার ॥ পাইয়া বিধির আজ্ঞা বিদ্যোদর সুত ।
পবন গমনে ধায় হয়ে হর্ষযুত ॥ পথাপথ নাহি
চাহে চলে দ্রুতগতি । দেখে পুঞ্জ পারিজাত গন্ধ
বহে অতি ॥ কিবব কুসুম গোভা আভা জবা জিনি ।
কেশর কনক দাম নেন দিনমণি ॥ মবরন্দ অসমন্ধ নদা
সুধাকরে । ঘ্রাণে তাপ পাপ নাশে বিমল অন্তর ॥
তার ঘ্রাণ লয় যেই সেই ভাগ্যবান । অঙ্গর শরীর
হয় মহা বলবান ॥ মদনের কুলধনু অন্য ফুলে নয় ।
পারিজাতময় হয় এইতো নিশ্চয় ॥ ব্যাপিরা বোধন
চারি যার গন্ধ চলে । যাহার গৌরবে বোধিগণ অর্থা
মেনে ॥ বিরহির বিষম বিনম জ্ঞান । মারে মরে
জরে বপু অবপুঃ বিশাল ॥ রাশিঃ প্রক্ষুটিত তথা
পুঞ্জগণ । বাছিয়ে দূত করিছে চরন ॥ কুলিতে
শকুল ফল সুরে জ্বরে কায়া । নবীন পাতক বৃক্ষ নদা
স্থির ছায়া ॥ কোকিল ভ্রমরগণ নদা নৃত্য করে ।
শুন ধনি পুরবাচ নদনে শিহরে ॥ নলর নদীর

স্থির বহে সদা কাল। ভাব দত্ত বিপরীত বুঝি
 হয় কাল॥ হইল অধৈর্য্যবপু রিপু বলবন্ত। হারা
 হৈল জ্ঞান কামে হইয়া উন্মাদ॥ পুষ্প সাজি ফেলি
 ভূমে চৌদিগে নিহারে। দেখে এক নারী স্নান করে
 সরোবরে॥ বদন শরদ শশি হাসি জ্যেৎস্না সম।
 গগন গগন আঁখি অপাঙ্গ বিষম॥ মাক্তি তাহার
 নাম উৎকলী সূতা। তারে নীরে ধরে গিয়ে কামে
 ব্যাঙ্গলিতা॥ পুরবাচে দেখি রামা বাস্তলের প্রায়।
 কুল মান রক্ষা হেতু পলাইয়া যায়॥ দূত বলে তুমি
 গেলে না বাঁচিব আমি। আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা
 কর তুমি॥ বিলম্ব না সহ্যে হয় সংশয় জীবন। এত
 বলি বলে ধরি করে আলিঙ্গন॥ অধরে অধর দিয়া
 করয়ে চুম্বন। লাজে অধোমুখী ধনী মলিন বদন॥
 পুরবাচ এক মনে করিছে রমণ। ক্ষণে বিলম্ব
 কল্প হৈল সম্পূর্ণ॥ যান্ত্রিক হইয়া কন্ঠে দিলেন
 আছতি। তবেতো মদন বাণে পাইল নিষ্কৃতি॥
 চেতন পাইয়া তবে মাক্তিরে কর। তোমার কারণ
 মম প্রাণ রক্ষা হয়॥ অভিমান ত্যজ ধনী ন হও
 উদাস। আমি এজন্যের মত হৈনু তব দাস॥ তব
 আজ্ঞাবহ অহর্নিশ আমি রব। যে আজ্ঞা করিবে যবে
 তখনি পালিব॥ এত বলি কহিঁহেতে মাণিকের হার।
 অতুল্য অমূল্য ধন গলে দিল তার॥ হার পেয়ে

তুচ্ছ হয়ে সে করে গমন। তার পর পুরবাচ ভাবে
মনেমন ॥ কি কন্ম করিনু বালকর হায় ২। কেমনে
দেখাব মুখ ব্রহ্মার সভায় ॥ সকল অন্মর যামি চিত্র
গামি বিধি। কহিতে নারিব মিথ্যা। হব অপরাধি ॥
ইইল গ্রহর দুই আসিয়াছি বান। কি ইইবে কি
করিব ভাবে মনে ২ ॥ এখানে বিরুদ্ধি তার আসার
আশায়। এহর পর্য্য সদাশিবেরে বসায় ॥ পরে
না পাইয়া ফুল শোকাবুল হয়ে। আপনি আনিলা
ব্রহ্মা কুমুম তুলিয়ার ॥ দেখিল নয়নে কন্ম পাপি
দুরাচার। থর ২ কাঁপে অহু ক্রোধেতে ব্রহ্মার ॥ আ
সিয়া শিবের পূজা করি সম্প্রাণ তবু কথা শিব
সঙ্গে হয় কতক্ষণ ॥ তার পরে নিজ স্থান গেল দেব
গণে। নিজ গণ লয়ে ব্রহ্মা ভাবে মনে ২ ॥ হেনকালে
পুষ্প লয়ে আইল সেজন। দেখে ক্রোধে কহি বিধি
নির্দর বচন ॥ ব্রহ্মলোকে থাকি কর পশু ব্যবহার।
এস্থান থাকিতে তুমি যোগ্য নহ আর ॥ মর্ত্য
মত্ত হয়ে গিয়ে কর এব্যভার। দেব দেহ ছাড়ি
হও নরের আকার ॥ শুনিয়া পুনঃ পুনঃ পেয়ে দত্ত
কয়। লঘুদোষে গুরুদণ্ড কেন মহাশর ॥ কি করে কে
মনে কালে কর সম্প্রাণ। দয়া নাহি চিন্তে বলে
করয়ে রোদন ॥ নানাবিধ তুতি করে ধর রাজা
পায়। কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম বর্ণেরা ভাষায় ॥

পুরবাচের স্তব ও দেহ পতন।

লঘুত্রিশদী ॥—বিধাতার বাণীঃ পুরবাচ শুনিঃ
 প্রমাদ গণিছে মনে। অথগু কখনঃ বিধির বচনঃ
 জানে জনে ত্রিভুবনে ॥ কিকপে উদ্ধারঃ হইবে আমর
 আরবার কত দিনে। যেতে মত্যালোকঃ হয় বহু
 শোকঃ এ আজ্ঞা কর কেননে ॥ তুমি বিশ্বপিতাঃ
 আখ্যাতি বিধাতাঃ সন্তান তব সংসার। নীচ উচ্চ
 জীবঃ তোমাতে প্রভবঃ তুমি বিশ্ব মূলাধার ॥ অকূতি
 সন্তানঃ আমি হতজ্ঞানঃ কুপা মরি কর দান। হরিষে
 বিবাদঃ একি পরমাদঃ শুনিয়া কাঁপিছে প্রাণ ॥ ত্যজ
 পিতা রোষঃ তনয়ের দোষঃ জনক নাহিক ধরে।
 তাহাতে বিধাতাঃ ভুক্তি তব কথাঃ বৃথা নোব দেহ
 মোরে ॥ তোমার বচনঃ লল্লাট লিখনঃ প্রারদ্ধ বাহারে
 বলে। প্রাথনের যোগেঃ ভাল মন্দ ভোগেঃ স্বর্গ মর্ত্য
 রসাতলে ॥ বৃথা অভিমানঃ সকলে অজ্ঞানঃ নার বা
 প্রভুত আছে। ভালমন্দ যতঃ তোমার কহতঃ ফলাফল
 আগে পিছে ॥ কার শক্তি নাইঃ শুন হে গোপাইঃ
 সব তব আজ্ঞা বহে। তোমার লিখনঃ হবে এ ঘটনঃ
 কান্দিতেই কহে ॥ যে কন্ম যে করেঃ তব লিপি
 বারেঃ কিবা ভাল আর মন্দ। যজ্ঞ দান ঋণঃ আর
 পাপকন্মঃ সে সব তব নির্দ্বন্দ্ব ॥ তোমা ছাড়া গতিঃ
 নাহি প্রজ্ঞাপতিঃ তুমি গতি মতি জীবে। অভিমান

আরঃ কামাদি বিকারঃ তোমার আজ্ঞা সমুত্তবে ॥ তাহে
 মহামারেঃ কে রহিতে পারেঃ জান হে আপনি তনু ।
 সুর পুরঃ গুরুজনা হরেঃ সুরে হইয়ে মত্ত ॥ গিব
 কোপাশুনেঃ দহিল মদনেঃ তবু মনে কামেবাস্ত ॥
 হের শশধরেঃ গুরুপত্নী হরেঃ আছেন কলঙ্ক গুহ ॥
 মদনের গুণঃ তুমি ভাল জানঃ কন্যায় আসক্তমন ।
 দেখে সেইদোষেঃ ত্রিলোচন রোষেঃ ছিগিল তব বদন ॥
 কামের আগুনেঃ পোড়ে ঋষিগণেঃ এড়াইতে কেবা
 পারে । আমি ক্ষুদ্রতায়ঃ কি করিব হায়ঃ কেন কোপ
 কর মোরে ॥ শুনিয়া স্তবনঃ সরোজ নন্দনঃ বলে ত্রাজ
 সুত ভয় । আমার বচনঃ না হবে লঙ্ঘনঃ বদপ এই
 নিশ্চয় ॥ গিয়া মত্য়পুরঃ হবে রাজেশ্বরঃ করিবে
 আমার পূজা । পণ্ডিত ভাজনঃ পাবে সভাজনঃ ক্ষিত
 মধ্যে মহাতেজা ॥ কিছু কালান্তরেঃ পুন ব্রহ্মপুরেঃ
 আনিব শাপাত্ত পরে । না করো রোদনঃ শুনর
 নন্দনঃ দৈবেতে সকল করে ॥ আমার বচনঃ অখণ্ড
 কথনঃ যাও বাছা ভূমিতলে । করিব করুণাঃ পূরিবে
 বাগনাঃ আনন্দে না রও ভুলে ॥ কহিতেঃ পড়ে
 আচম্বিতেঃ ব্রহ্মার সাক্ষাতে কায় । দেখি নিধি পুনঃ
 হন মৌন মনঃ বাড়িল মায়া মায়া ॥ করে সে জীবনঃ
 ভুবন ভ্রমণঃ অশ্বেষণ ভল স্থান । ভূ মতেঃ পূর্ণ নিধি
 . বেতেঃ নবদীপে বাচ যান ॥ শ্যামল চরনঃ করিবা

ধারণঃ কুদিপায় শতদলে । করিল রচনঃ ক্রীশ্যামাচরণঃ
কৌন্তুক বিলাস ছলে ॥

রাজা বৃষ্ণচন্দ্রর জন্ম ।

পয়ার । দক্ষত্রে তাহার জ্যোতি করিয়ে ভ্রমণ ।
নদীয়া নারে গিয়া উত্তর তখন ॥ দেখে রাজা
ভাষ্যের পুণ্যবান অতি । কুল শীলে ধনে মানে
নে প্রজাপতি ॥ জাতিতে ব্রাহ্মণ নৃপ তাহ গোষ্ঠী
পতি । সুবর্ণে সোহাগা যেন একত্রে বসতি ॥ ধনদ
সদা ধন রাজ্য বহু দর । হয় হস্ত গাতি উষ্ণচর
প্রভু ॥ এক মি বেরান বুটুয় জাতিজন । বহু
পরিবর ভূপ কারন পালন ॥ ইন্দ্ৰদেব নৃত্য সেবা
নিষ্ঠ ভক্তি যুক্ত । সদা সত্যবাদী ধীর দেবঅনুরক্ত ॥
অপেষ গুণের ধাম নাম রঘুরাম । যথাযোগ্য রাণী
তার আসুমনী নাম ॥ না ছিল সন্ততি আর বিহীন
সন্তান । সেই দিন রাজরাণী করে ঋতুমান ॥ পূরবাচ
মনে জানি উত্তম আশার । বায়ুৰূপে গন্তে তার হইল
সঞ্চার ॥ দিনে বৃদ্ধি পায় শুক শশী যেন । প্রথম
কলল গন্তে রহে এক দিন ॥ দ্বিতীয় দিবসাবধি পঞ্চম
বাসর । বুদ্ধদ আকার গন্তে বাস নিরন্তর ॥ জরায়ু
জননী গন্তে হইয়ে বেষ্ঠন । কুলাল চক্রে ন্যায় ক
রেন ভ্রমণ ॥ সপ্তম দিবস পর এক পক্ষ আর ।

মাংসপিণ্ড নামে গর্ভে বাস হয় তার ॥ পরে পঞ্চ
 বিংশতি বার্ষিক মাস বিধি । অঙ্গুর গর্ভেতে বাস করে
 গুণনিধি ॥ সেইকালে পঞ্চ অঙ্গ হয়তো গঠন । শি
 রুদ্ধক গলা পৃষ্ঠ উদর গণন ॥ এক মাসাবধি দুই
 মাস গণনার । ইন্দ্রপদ পান্থ আদি বিধি দেন তার ॥
 কিন্তু অসঙ্কিত রহে প্রাণের বিহীনে । অবয়ব অষ্ট
 অঙ্গ হয় মাস তিনে ॥ চতুর্থ মাসেতে হয় সকল
 অঙ্গুলী । জীবের স্কার দেহে সঙ্কিত সকলি ॥ নাশানন
 গুহ্যশৈলী চক্ষুশ্রোত্র আদি । পঞ্চম মাসেতে তাহা
 কলে গঠে বিধি ॥ ছয় মাসে নাভি লিঙ্গ কর্ণের গহ্বর ।
 বিরলে গড়িল বিধি অতি মনোহর । সপ্তম মাসেতে
 কেশ গঠে প্রজাপতি । আট মাসে লেখে রোম হইল
 আকৃতি । নয় মাসে চেত হয় সুখ দুঃখ জ্ঞান । মাতৃ
 ভক্ষ্য অন্নরস করে আন্বাদন ॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণ
 যবে হয় । আনিল সূতিকা বায়ু সেই যে সময় ॥ সেই
 যে সূতিকা বায়ু অতি দরাবান । প্রসব বেদনে রাণী
 করে আন চান ॥ হরি পদ সুরিনান বিদ্যাধর সূত ।
 ভূমিষ্ঠ হইল অঙ্গে শোণিত বেতি ॥ হল হলী
 কুলচালী হয় মহোৎসব । গ্রামবাসি আসি করে
 জয় রব ॥ দ্বিজ শ্যাম বলে পরে শুনহ রণ ।
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম করিল ধারণ ॥

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্য লীলা ।

ত্রিপদী ॥—ভূমিষ্ঠ হইল সুতঃ সর্ব সুলক্ষণযুতঃ শশী
 নম অঙ্গের কিরণ । বদন সরোজ যিনিঃ দিব্য পাণি
 দুই খানিঃ অঁমি তাহে খঞ্জন গঞ্জন ॥ কপোল চিবুক
 তলঃ বিধাতা গড়িল ভালঃ ঐষ্ঠাধর হিন্দুর সমান ।
 খগণ্ডাসমনাশাঃ আধঃ মিষ্ট ভাষাঃ কর্ণগুণ কুমদ
 বাখান ॥ মনোহর কটা তারঃ ডম্বুক সম আকারঃ
 নাভিসূধা কূপ অনুমানি । রঘাতক সম উক্লঃ সকল
 গঠনচাক্রঃ বালকের কতবা বাখানি ॥ কেশ বেশ হীন
 দন্তেঃ ভুআদি হয় অস্তেঃ সেশব বিহীন মহীপালে ।
 বর্ণনা না করি আরঃ শিশুবাধে রক্তাকার । নাংসপিণ্ড
 সম শিশুকালে ॥ বাসরে কপ বর্ণনা পতিনিন্দা
 আগে জানা যাবে ইথে হইল স্বকিৎ । দেখিয়া
 পুত্রেরকপ পুলকে পরিত ভূপ আনন্দেতে পূর
 নিজচিৎ ॥ মদন জিনিয়া কপ তাহার কারণ নূপ
 নাম তাঁর রাখে কৃষ্ণচন্দ্র । যে হেরেছে সে মাধুরি
 তাঁর যাই বলিহারি সে নাহি দেখিতে চাহে চন্দ্র ॥
 নানাধন নানাজনে দান করে ছটমনে শিশুর কল্যেণে
 দ্বিজরায় । ছলাছলী জররব যেই প্রথা আছে সব
 মহাজনগণের পন্থায় ॥ যেটেরা ষষ্ঠীর পূজা আট
 কৌড়ে করে রাজা খই কড়ি মোহর ছড়ায় । গুহ
 সুপ্রসন্নজানি ছয়মাসে নূপমণি অন্ন সুতের বদনে

ছোয়ায় ॥ শুক্লচন্দ্র সম কার কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধি পায়
 পঞ্চম বৎসরাক্রম করে। হরবিত রাজা হয় শুভ
 লনু যোগ পেয়ে খড়ি দান করে তার করে ॥ বালক
 চতুর হয় সামান্য বালক নয় শাপভুষ্ট মহীতে
 মোহিত। নানাবিদ্যা অধ্যয়ন বেদে হইল পরায়ণ
 কাব্যশাস্ত্রে পরম পাণ্ডিত ॥ দুধাসন মিষ্টভাষি সুম
 ধুর মৃদুহাসি ধর্মো মতি অতি বিচক্ষণ। উপনয়
 নাদি করণ চূড়াআদি প্রকরণ সমাধিল সেনব রাজন ॥
 উপযুক্ত দেখিকাল চিত্তাযুক্ত মহীপাল নিজ পুত্র
 বিবাহ কারণ। রাজনাট রাজপাট দেশে যার ভাট
 করিতে কন্যার অন্বেষণ ॥ নানাস্থানে দূতগণ করিয়ে
 বহু ভ্রমণ পরে কন্যা মিলাইলা বিধি। বাদুলে
 গুণমেতে ধাম রামকৃষ্ণ দ্বিজ নাম পদ্মানামে তাঁর
 কন্যা নিধি। রতি জিনি কপবতী ঐরাবতী সমজ্যেতি
 নাভি অতি রতি নিষ্ঠামন। বয়স অতীত দশ নাহি
 যোগ ভক্ত দশ মিত্র বেধ তাহাতে ঘটন ॥ সপ্তশত
 নাহি পায় রাজবাটক মিলে তাঁর অরি যড় অন্ধ
 বিহীন। পুত্রের বিবাহ লাগি হয়ে রাজা অনুরাগী
 দেশে করে নিমন্ত্রণ ॥ বিবাহ সুসাজ্য বত করে
 রাজা নানামত রোষনাই নাই পরিমাণ। ক্রটি
 পক্ষত করে কাগজেতে রঙ্গ ভরে আর করে বিবিধ
 উদ্যান ॥ ময়ূর পংক্তি তক্তানামা কতবা কহিব নাম

অনেক লইল চতুর্দোল। বাদ্যকর' আনাজাতি সহস
 সেকাই সাথি কত শত চলে রাজদল॥ অমাত্য
 সুহৃদগণ সঙ্কেলয়ে দ্বিজগণ চলিলেন বাদুলে নগরে।
 ডঙ্কা বাজে সারিঃ আশা সোঁটা চলে দারি নকিব
 কুকরে উচ্চৈঃস্বরে॥ ক্রমেঃ অতিক্রয় পথ তাহাদের
 হয় শেষে দেখা কন্যাকর্তৃসনে। অত্যাচার না করে দ্বিজ
 আইস হে মহারাজ চল আমার সদনে॥ ত্রিশ্যামাচরণ
 দ্বিজ শ্যামাপদ সরসিজ হৃদিপথে করিয়া ধারণ।
 রসিকরঞ্জন আসে নবরস পরকাশে ত্রিপদীতে ক
 রিল রচন॥

রাজার বিবাহ।

পয়ার॥ রাজারে দেখিয়া দ্বিজ হয়ে হরষিত।
 আপনভবনে লয়ে চলিল ত্বরিত॥ বসায় সকল জন
 যথা যোগ্য স্থানে। জামতারে লয়ে যায় পরে
 সম্প্রদানে॥ বেদের বিহিত নীতি যে রীতি চলন॥
 অজ্ঞভঙ্গ নহে তাহা করিল পূরণ॥ পরে স্ত্রী আচার
 তরে কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়ে। যায় সবে অঙ্গপুরে ছলাছলি
 দিয়ে॥ গোমুতে ঢাকিয়া পীড়া আলিখনা তায়।
 বরপাত্র রায় গিয়া তাহাতে দাঁড়ায়॥ মহৌষধি ঐ
 ছলে অঙ্কেতে ছোঁয়ায়। ধূস্তরে জুলিয়া দীপ বরেবরে
 দেখায়॥ মোনামুনি বেঁধে দিল কন্যার গলায়।

মানাশুন অব্য, রাখি বরণ ডালায় ॥ আপাদ মন্তক
 মাপি সূত্র পরিমাণ। ব্রাহ্মণী বরণ করি সপ্তপাক যান
 পরে গাঁটি টছড়া বান্দি বসিল বাসরে। নারীগণ আসি
 তথা পরিহাস করে ॥ কেহ কহে কোথা থাক আগর
 নাগর। কেহ বলে চায়ে দেখ এই যেন চোর ॥ কেহ বলে
 ভূপতি পদ্মারে কোলে কর। কেহ বলে রাজাটির
 কঠিন অন্তর ॥ কোন জন বলে গীত গাহ হে রাজন।
 কেহ হাসি কর্ণে কর দিতেছে তখন ॥ এইমতে কত
 কহে কি কহিব আর। কহিতে না পারি পুখি বাড়িছে
 আমার ॥ পরে গ্রামবাসি আসি পড়ি নাগরী। অন্ন
 জ্ঞে অবশ হয় কৃষ্ণচন্দ্র হেরি ॥ অপক্লপ রাজক্লপ কাগ
 ক্লপ প্রায়। হেরিয়া রমণীগণ ধৈর্য হারায় ॥ বিরহ
 বিভোর হয়ে যত নারীগণ। খেদ ছাল করে তারাক্লপের
 বর্ণন ॥ সেইতো বিরহ সিন্ধু কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ
 কহিছে শ্যাম সাধ্যানুসারে ॥

স্ত্রীগণের বিরহ ও রাজার ক্লপ বর্ণন।

চৌপদী। যত নারীগণঃ হস্তে-হৃষ্টমনঃ করিছে গমনঃ
 বাসরে রাজদর্শনে। নগরনাগরীঃ চলে সারিঃ কৌন্তক
 প্রচারিঃ প্রেমরস আলাপনে ॥ করে মুখে হাসিঃ কেহ
 মৃদুভাষিঃ কেহ করে আসিঃ কথা কহে সংগোপনে।
 পথে যেতেঃ কহে কত মতেঃ যার যেই চিতেঃ উদয়

হয় যে মনে ॥ কেহ বলে আইঃ আর বাঁচে নাইঃ বিষম
 বালাইঃ শাশুড়ি ননদী মোর। সদাই গঞ্জনাঃ করয়ে
 লাঞ্ছনঃ সাহেনাঃ যাতনা আমার পোর ॥ এমত প্রকারঃ
 কত কহে আরঃ মনে হয় যারঃ যেমত উদয় খেদ। করয়ে
 প্রকাশঃ কাহার উল্লাসঃ কেহ উপহাসঃ করে পরে ভাবি
 ভেদ ॥ কথোপকথনেঃ চলে রামাগণেঃ দ্বিজের সদনেঃ
 যথা বসি মহারাজ। ভুবনমোহনঃ সেইতো রাজনঃ করে
 নিরীক্ষণঃ যত যুবতী সমাজ ॥ কেহ কলে সহঃ কি দেখি
 লাম ঐঃ শ্মরে মরে রইঃ না দেখি জন্মিয়া হেন। কেহ
 বলে আইঃ রূপের বালাইঃ লয়ে মরে যাইঃ না দেখি
 জন্মো এমন ॥ কিবা চন্দ্র নিরেঃ প্রেম রস দিয়েঃ মদনে
 মিশায়েঃ ইহায়ে গড়িল বিধি। কিকুপ মাধুরিঃ আহা
 মরিঃ শুন সহচরিঃ ইহায়ে মিলয়ে যদি ॥ ত্যজে গৃহ
 বাসিঃ হব এর দাসিঃ হেরি মুখ শশী যুড়াব তাপিত
 মতি। কামে জ্বরঃ হইয়ে অন্তরঃ করয়ে উত্তরঃ অন্য
 এক রসবতী ॥ এই মহাশয়ঃ হয় ফুলময় আমারে মি
 লয়ঃ দয়া করি যদি বিধি। বেণী বিনাইয়েঃ কবরী বা
 ক্রিয়েঃ তাহাতে বসায়ঃ প্রেম রজু দিয়ে বাঁধি ॥ অন্য
 রামা কনঃ হরিদ্রা সমানঃ ইহ মহাজনঃ আমার মনেতে
 হয়ে। বিরহে বাঁটি টয়েঃ আশা তৈল দিয়েঃ সোহাগে
 ছানিয়েঃ মাখিব সকল গায়ে ॥ অন্য নারী কনঃ এজন
 কাঞ্চনঃ যদ্যপি মিলনঃ হয় সন্নেতে আমার। বিরহে

গালিয়াঃ সোহাগে গালিয়াঃ এমরস দিয়াঃ ইহার গড়িব
 হার ॥ কোন রামা কয়ঃ এই দৃষ্ট ধনঃ যদ্যপি মিলনঃ
 হয় সজেতে আমার । হৃদয়ে বসায়ঃ প্রেম ভক্তি দিয়েঃ
 মত্ত উপক্ষিয়েঃ হেরিব মাধুরি তার ॥ নাহি যাব ধরেঃ
 মত কহি তোরেঃ যদি দয়া করেঃ রহিনু উহার আশে ।
 চিত্রের পুতলঃ রমণীর দলঃ অঁখি ছিলঃ অঁজলে সবে
 ভাসে । এক রামা কয়ঃ মানব এনয়ঃ হেনমান হয়ঃ মদন
 হবে এজন । যার দরশনেঃ মন নাহি মনেঃ বিনে পঞ্চ
 বাণে আর কি আছে এমন ॥ কোন রামা বলেঃ মদন
 হইলেঃ অঙ্গহীন বলেঃ এজন নাহয় নুর । এইতো নিচয়
 অসুরের ভয়ঃ হয়ে পরাজয়ঃ আসিয়াছে পুরন্দর ॥ অন্য
 নারা কয়ঃ ইন্দ্র এই নয়ঃ হেন বোধ হয়ঃ এজন হইবে
 শশী । রাহুর ভয়েতেঃ আসিয়া মর্ত্যতেঃ বাসর ধরে
 তেঃ লুকায়ে রহেছে বসি ॥ অন্য রসবতীঃ কহিছে ভার
 তীঃ নহে নিশাপতীঃ কলঙ্ক বিহীন জন । চন্দ্রেতে কলঙ্ক
 অখ্যাতি শশাঙ্কঃ সে হলে মৃগাঙ্কঃ অঙ্ক থাকিত ভষন ॥
 হেন জ্ঞান হয়ঃ হরের তনয়, এই রসময় শুন প্রাণ সহ
 চরি । অন্য এক সতী কহিছে ভারতী মিথ্যাভব মতি
 অন্যায় সহিতে নারি । হৈলে বড়ানন শুনলো কারণ
 ময়ুর ব্যহন অবশ্য থাকিত তার । এই মোর মতি
 বিরহিঁ দুর্গতি দেখি প্রজাপতি করিবারে প্রতিকার ॥
 • দেখ কাম জ্বরে বিরহিণী মরে বুঝি তার ভরে দয়া

হৈল বিধাতার। অশ্বিনী নন্দন অবশ্য এজন ভুবন মো।
 হন কেবা হেন রূপ বান ॥ দেখিয়া মাধুর্য্য ভলে গৃহ
 কায্য সুরেতে অধৈর্য্য দেহে মোহে কম্পবান। কেহ
 বলে আর ঘরে গিয়া ছার হেরিব অঙ্গার সমান অভা
 গ। পতি ॥ গৃহে কেবা যায় ধরি এর পায় যদি লয়ে
 যায় করি আশ্রয় সংহতি। পরিধান বাস পাইয়া ছ
 তাস উল্লাস বিলাস প্রকাশ শরীর ময় ॥ মন্তক অঞ্চল
 কাচলি বঞ্চল সদাই চঞ্চল করি টর বসন হয়। করিতে
 বহন করয়ে যতন অমনি কমন খসন হয় কি জ্বালা ॥
 ঘরে যেতে চায় মন নাহি যায় ভাবে একি দায় যতেক
 কুলের বাল। ॥ মদনে মাতিয়া কান্দিয়া পতিকে নি
 ন্দিয়া সকলেতে খেদ করে ॥ মনোমত পতি নহিলে
 সুবতী বিমরিশ অতি বিষাদ সদা অন্তরে। এমন পুরুষ
 সে রসে সরস নহিলে পরশ না বাঁচে পরাণ আর ॥
 দ্বিজ শ্যাম কহে কামানলে দহে নারীগণ কহে পতি
 নিন্দা যে যাহার ॥

নারীদিগের পতি নিন্দা।

পয়ার। মাতিয়া মারের শরে যতেক যুবতী। চল
 গৃহে যাই কহিছে ভারতী ॥ চলিতে চরণ চাহে মন
 নাহি চলে। বিচ্ছেদ বিকার ছলে পতি নিন্দা বলে ॥
 এক রামা বলে ধরে কিবা প্রয়োজন। মনোমত নহে

পতি অতি অভাজন ॥ আমি হেন রসবতী ত্যজিয়া
 আন্মায়। পর সঙ্গে রঙ্গরস তার সর্বদায় ॥ আমারে
 কখন প্রিয় বাক্য নাহি কয়। নিশীতে বিচ্ছেদ সহি কই
 লো কোথায় ॥ কেবল ধর্ম্মের ভয় ভাবি পরিণাম। মনে
 তে বাসনা হয় লিখাইতে নাম ॥ অন্য রসবতী কহে
 দহে কালানলে। কহিতে আপন দুঃখ ভাসে অশ্রুজলে ॥
 নবীনা যুবতী আমি তাহে রসবতী। আমারে মিলানে
 বিধি অতি বৃদ্ধ পতি ॥ দূষ্মতে ফাটয়ে বুক মুখ দেখে
 তার। লোল চর্ম্ম তিন মাথা বর্ত্তুল আকার ॥ সঙ্কল
 কলসীকানা ডাবার বৈঠক। পাকাটীর নল মুখে কাশে
 থক ॥ অহনিশী বিমরিশ নেত্রে বহে জল। শোননুড়া
 সম বুড়ার মাথার কুণ্ডল ॥ দেখিয়া পতির রঙ্গ মরিলো
 জুলিয়া। লোক লাজে থাকি মাত্র একত্রে শুইয়া ॥
 শয়ন কলঙ্ক মাত্র লোকে ভাল বলে। রতি রঙ্গ পতিসঙ্গ
 নহে কোনকালে ॥ আমার বাসনা নাই তার যদি হয়।
 হরিষে বিষাদ তাতে প্রমাদ নিশ্চয়। চুম্বন করিতে যদি
 তার হয় সাধ। সুখে উপজয়ে দুঃখ বিষম বিষাদ ॥
 দংশিতে অধর তার দশন নড়য়। আহা উছ মরি বো
 দাঁতের জ্বালায়। আসক মাসক হকু তারে কে থেকায়।
 আমার কপালে একি হয় ॥ মরি মনোদুঃখে দেখি
 রতিহীন পতি। কি দোষ তাহার দিব সেই ভীমরতি ॥
 . আছে গুরু কিন্তু সহি নাহি বহে হাল। অভাগির দুঃখ

ভোগ সম চিরকাল ॥ তাহার শুনিয়া দুঃখ অন্য এক
নারী । কহিতে আপন দুঃখ চক্ষে বহে বারি ॥ বলে
আমি রসবতী কত কাব্য জানি । আমারে মিলিল পতি
শুদ্ধ কাষ্ঠ জিনি ॥ গণ্ডমুখ হস্তী সম মস্তি অনিবার ।
হিতে করে বিপরীত পীরিতে তাহার ॥ ভাল মন্দ নাহি
বুঝে হৃদ সदा করে । মুখের অশেষ দোষ বিদিত
সংসারে ॥ স্বর্ণ বর্ণ আছিল ভাবিয়া হৈল কাল । বিধির
বদনে ছাই কি পোড়া কপাল ॥ অরসিকের প্রেম নই
অরণ্য রোদন । অন্ধ জন প্রতি যেন দেখান দর্পণ ॥
অন্য নারী বলে মুখ বরঞ্চতো ভাল । ভুজঙ্গ সমান পতি
বুদ্ধি অতি খল ॥ ঈর্ষা ঘেষ বেঁকা মুখ চোক কথা কয় ।
হিষাহিষি ঠেশাঠেশী সকল সময় ॥ কামিনী হইয়ে
সাধি তবু সাধ নহে । তুবানল সম খল মম অঙ্গ দহে ॥
বিষ যদি পাই তাই করিয়ে ভোজন । ইচ্ছা হয় শূন
আই ত্যজিলে জীবন ॥ খলের পীরিতি নই বালি
যেন বাঁধ । ক্ষণেকেতে হাতে দড়ি ক্ষণে ধরে চাঁদ ॥
আর এক নারী কহে করে হাহা কার । বল কেবা দুঃখি
আছে সমান আমার ॥ অহরে অহর পতি শঠতা দুর্জনা
কথায় চাতুরী কাষে কে করে গণন ॥ তাহার অধীনা
আমি নাহি ভাবে মনে । অপার পরের ভাব তার দক্ষ
ক্ষণে ॥ কি করিব কি হইবে সদাই ছতাস । রসিক
সুজন পোলে ত্যজি গৃহ বাস ॥ শত্রুর পীরিত নই

জলের লিখনঃ কখন চেতন থাকিকখন মরণ ॥ অন্য
 রূপবতি তাহা করিয়ে শুবণ । রোদন করিয়া বলে নিজ
 বিবরণ ॥ কহিবার কথানহে নাকহিলে নয় । তক্ষর দুক্ষর
 পতি সদা মনে ভয় ॥ রজনীতে তার সঙ্গে নাহিক মিলন
 বোন পোড়া মৃগী সম থাকি সর্বক্ষণ ॥ তাহার যেমন
 মন আমার তা নয় । সদাভাবি কোনদায় কখন কি হয় ॥
 পদ্মপত্রে জল হেন প্রাণ কাঁপে ধড়ে । চোরণীর মন
 থাকে পুঁই আঁদারেপড়ে ॥ তার কথা শুনে কহে অন্য
 রসবতী । শুনলো আমার দুঃখ যতক যুবতী ॥ চির
 বিরহিণী আমি নহে পতি নঙ্গ । কি দোষ তাহার দিব
 সেই ধ্বজ ভঙ্গ ॥ কথায় কুলানী করে রসিকতা বড়া ভুবনে
 বিখ্যাত হেগো রোগী মুখে দড় ॥ স্বাকনী কাঁপনী সার
 করে জ্বলাতন । এমন পতির কেন না হয় মরণ ॥ শরদ
 নীরদ পতি রতিতে বঞ্জন । মনঃ গরজন নহে বরিষণ ।
 কেবল আমার গুণে বাড়িয়াছে বংশ । নহিল এতেক
 দিনে হইত নির্বংশ ॥ অন্য রূপবতী কহে নিজ বিবরণ
 মাতাল দাঁতাল পতি অতি অভাজন ॥ বিষম বেছঁন
 সেটা বাঙলের সম । অনাচার দুরাচার সদা তার তম ।
 চলিতে চরণ টলে পড়য়ে খানিয়ার শূণ্য কুক্কুর মুখে
 মূতে দিয়া যায় ॥ কটুভাষে কভু মোরে করয়ে তাড়ন ।
 কখন বা পায়ে ধরে যবে দাড়া মন ॥ দেখিয়া তাহার
 ভঙ্গি হই মম্মভেদী । হাসি পায় ক্ষণেক ক্ষণেক বসি

কাঁদি ॥ তাহার পীরিত দেখে মরি লো লজ্জায় । দিনে
ভাগ রাত্রে ঠিকা এ বিষম দায় ॥ অন্য রামা কহে পরে
আপনার দুঃখ । নয়নের নীরে ভাসে হয়ে অধোমুখ ॥
বলে আমি দশাষই পতিতো বায়ন । খেদেতে বিদরে
বুক অরণ্যে রোদন ॥ পতি সঙ্গে যদি করি একত্রে
শয়ন । অঞ্চলে লুকায়ে থাকে হয়ে অদর্শন ॥ দেখিয়া
তাহারে সখি মরিলো লজ্জায় । হাত ছোট বাঁধা বড়
এবিষম দায় ॥ অন্য রামা বলে সই ত্যজলো বিষাদ ।
একেতে পুরিল তব উভয়ের সাধ ॥ তোমার সমান সুখি
না দেখি কাহার । কে ল শোভা মনোলোভা হেন কেবা
পায় ॥ আমি অতি দুঃখিনী যে আমার সমান । কাহা
রে নাহিক হেরি এমন নাতান । পতির পৃষ্ঠে কুজ
অতি সুবিস্তার । বসিয়া থাকিলে হয় মুরদ আকার ।
চিত হয়ে শয়নেতে সাধ সে সর্বদা । শটান না হৈতে
পারে কুঁজে আছে বাঁদা ॥ ঘোড়া কড়ি মত রহে উবুড়
হইয়া । দেখিয়া পতির রূপ মরিলো জ্বলিয়া ॥ অন্য
রূপবর্তী বলে কুঁজা সই ভাল । আমি হেন রসিকা আ
মার পতি কাল । ঢাক ঢোল বাজাইলে না পায় শনি
তে । আঁধারে প্রমাদ বড় কৌতুক আলোতে ॥ হাসিলে
তাহার কাছে আর রক্ষা নাই । ঠারে ঠারে কর্ম ধর্ম
বিষম বলাই ॥ আর এক রামা কহে কাল মনোহর ।
কটু ভাষে গাল দিলে না করে উত্তর ॥ আমার সমান

কেবা আছে নিরানন্দ । আমি হেন কপবতী মম পতি
 অন্ধ ॥ বিধাতা বঞ্চিল মোরে সদাই অসুখ । লজ্জায়
 কাহারে গই না দেখাই মুখ ॥ বেশভূষা আভরণে হয়ে
 ছি বজ্জন । নলেন দর্শনে অন্ধে কোন্ প্রয়োজন । অন্য
 রামা বলে অন্ধ বিধির লিখন । আমার সমান দুঃখি না
 দেখি কখন ॥ কুরুণ্ডে কুরুণ্ডে পতি মুরত মুরতি ।
 দেখিয়া আকার তার অঙ্গ দহে অতি ॥ হেলে দুলে চলে
 পথে হেরে হাসি পায় । কোঁচরে তবিল করি সঞ্চদা
 বেড়ায় ॥ বসন আচ্ছাদি যদি ভাটে বৈসে থাকে । তর
 মুচ ব্যাপারি তাকে বোধ করে লোকে ॥ রতিরঙ্গ সে
 প্রসঙ্গ ভঙ্গ সেই কাজে । মরি মোন দুঃখে কথা নাহি
 কহি লাজে ॥ বিধির বদনে ছাই কি বালাই আই ।
 রসিক সূজন পেলে তার সঙ্গে যাই ॥ এই কপ গোদা
 খোড়া হাবা বোবা আদি । সকলের নারী খেদ করে মরে
 কান্দে ॥ তাহাদের খেদ শুনি এক রামা বলে । কান্দিলে
 কি হবে সই যা আছে কপালে ॥ তোমা সবা হৈতে
 তবে আমি সুখিনানি । যুবক আমার কান্ত নুখে মিষ্ট
 বাণী ॥ পরম পণ্ডিত কবি বিদ্যার সাগর । ধনে মানে
 কূলে শীলে আমার নাগর । আদ্যরস কাব্য রস রসরতি
 আর । এসকল রঙ্গরস মুখাগ্রে তাহার ॥ কতমত কথা
 কহে করিলে শ্রবণ । সধুদুঃখ দূরে ধায় হয় হৃষ্টমন
 তাহার শুনিয়া বাণী যত নারীগণ । ক্রোধিত হইয়া ঘরে

যায় সর্বজন ॥ যায় ফিরে চায় ভাসে অশ্রুজলে। মন
চুরি কৈল রায় অপাঙ্গের ছলে ॥ রাজকৃষ্ণচন্দ্রের কথা
অপূর্ব প্রকাশ। ক্রীশ্যাম কহিল কাব্য কৌতুক বিলাস।

রাজার আপন বাটীতে গমন।

পয়ার। এইরূপে নানারঙ্গে প্রেম আলাপনে। রজনী
ধক্ষিল রায় নারীগণ মনে ॥ প্রাতঃকালে উঠি বর বাসর
হইতে। চলিলন বৃদ্ধ রাজ। বৈসে যে স্থানেতে ॥ পিতা
রে শ্রদ্ধা করি ডাঙাইল রায়। হেনকালে নারীগণ
সম্মাদ পাঠায় ॥ শয্যা তোলানীর টাকা দেও এইক্ষণে।
নহিলে হইবে দুঃখ সবাকার মনে ॥ শুনি রাজ। রঘুরাম
হাস্য করি কয়। ইহার কারণ কেন করিতেছ ভয় ॥
রাজা জিজ্ঞাসিল পরে জানিতে কারণ। বাসরে জাগিয়া
ছিল নারী কয় জন। কৃষ্ণচন্দ্র বলে আমি বরি অনুমান।
এক শত নারী ছিল মন বিদ্যমান ॥ শুনি হরষিত
রাজ। মুদ্রা করে দান। জনৈশ শতৈশ স্বর্ণ মুদ্রা পান ॥
কল্যাণ করিয়া পরে ঘরে সবে যায়। হেনকালে রঘুরাম
মাগিছে বিদায় ॥ কহে কুসুমিকা আদি হইবে করিতে
বিদায় করহে ভাই মোরে অচিরাতে ॥ হাসি দ্বিজ বলে
বল এ আর কেমন। দরিদ্র পাইলে নিধি না করে বর্জন
এই স্থানে কুসুমিকা করিয়া পূরণ। পরেতে গৃহেতে
মাতৃ শুনহে রাজন। রাজা বলে একথা অপ্রথা মনে হয়।
গৃহে গিয়া কুসুমিকা হইবে নিশ্চয় ॥ দ্বিজ বলে মহারাজ

যে আঁজা তোমারি । আনিল মেলানি ভার আর নমকা
রি ॥ কন্যারে জামতাসনে লইয়া ব্রহ্মণী । অরণ বরণ
করে চক্ষে বহে পানি ॥ যথা শক্তি অনুসারে রাখিল
সম্মান । কি করে ধনেতে যার প্রিয় বাক্য দান ॥ রাজার
ছকুম পেয়ে যত খানেজাদ । উঠিল বাজায়ে ভেরী করি
ঘোর নাদ । পূর্বমত শতং নহবত চলে । জয় ডঙ্কা রায়.
বাঁশ বাজে আগুদলে ॥ দামামা দগড়া তুরি কাড়া ঝাড়া
টোল । বাঁশি কাঁশি শতং সুমধুর বোল ॥ সানাই ভো
ড়ঙ্গ বিনা রামসিঙ্গা বাজে । নকিব ফুকারে সদা জয়
মহারাজে ॥ চতুর্দোলে কৃষ্ণচন্দ্র করি আরোহণ । মহা
পায়াপরে পদ্মা বসিল তখন ॥ রেসেলা চলিল সবে
বাহিয়া বাহিনী । কতক্ষণে নিকটেতনে গেল নৃপমনি ॥
ঘরে গিয়া ছলাছলি জয় রব করে । রানী আসি পুত্র
বধু উভয়েরে বরে ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ণ
প্রকাশ । শ্রীশ্যাম কহিছে কাব্য কৌতুক বিলাস ॥

রানীর পুত্র ও বধুর বরণ ।

পর্যায় । হরষিতে রাজরানী লয়ে এয়োগণ । পুত্র বধু
উভয়েরে করেন বরণ ॥ পরেধান্য খুঁচি রাখি পদ্মার
মাথায় । জাঁতিতে কাঁচিছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ॥
দুন্ধেতে অলক্ত গুলি রাখিয়া পাতরে । ডাঙাইল পদ্মা
বতী চেং মৎস্য করে ॥ পরে জয় রব দিয়ে মঞ্জলাচরণ
বর কন্যা এক ঠাই বসিল দুজন ॥ কড়ি লয়ে হাতাহাতি

খেল দুইজনে । যেমত আচার করে পূর্বে নারীগণে ॥
 তদন্তেতে কালরাত্রি পোহায় অন্য স্থানে । অষ্টবাসরে
 ঘোড়ে যার সবে জানে ॥ ফুলসজ্জা অগ্রে সজ্জা পাঠায়
 লাক্ষণ । ভারে মিস্ত্রিয় নানা আয়োজন ॥ কোন
 নারী রাজারে দিতেছে যৌতুক । কেহবা করয়ে আসি
 পদ্মারে কৌতুক ॥ ক্রমেতে পদ্মারসনে রাজার হৈল
 প্রেম । তিল অদর্শনে মনে হয় রার ভ্রম ॥ কাদা খেড়ো
 খুদ মাগা নারিনু রচিত । কি করি বাড়িছে পুথি বি
 যাদ তাহাতে ॥ কালীর চরণ রজ মাখি সর্ব অঙ্গে ।
 কৌতুক বিলাস শ্যাম রচে মনোরঙ্গে ॥

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য ভার ।

পর্যায় । হেনমতে কত কাল হয় অবসান । পরে রাজা
 রঘুরাম হইল নিদান । বিবন বিকার জ্বর নাড়ী সন্ধি
 হীন । দাহ আদি দোষ তাহে প্রকাশিল তিন ॥ কত
 কবিরাজে রাজা দিল বহুধন । যে যা চাহে তাই পায়
 প্রাণের কারণ ॥ আসন্ন হইলে কাল বল কে রাখিবে ।
 সকলে কালের বস এভাবে জানিবে ॥ মরিল রাজন হয়
 মহা হাহাকার । কৃষ্ণচন্দ্র করে তাঁর বিহিত সংকার ॥
 চন্দন কাণ্ডেতে চিতা জ্বালাইয়া তার । পরে শুদ্ধশাস্তি
 করে যেকপ ব্যবহার । সোণার সোরঙ্গ সহস্র প্রমাণ ।
 ষোড়শ সরশ কত কে করে বাখান ॥ কাজলো বিদায়
 করে পিটাইয়া ঢোল । নগরে হৈল মহা জনরোল ॥

ব্রাহ্মণে মোহরুদান শূদ্রে মুদ্রা পান। ছোট বড় সর্ব
 জনে করয়ে কল্যাণ ॥ অঙ্গবস্ত্র কলিঙ্গ ডাবিড় কাঞ্চি
 কাশী। সর্বত্রের অধ্যাপক পত্র পায়ে আসি ॥ মনো
 রম তা সবার করিয়া বিদায়। পরেতে কৌলিক করে
 বৃক্ষচন্দ্র রায়। ভৃগু যজ্ঞ সম রাজা করে আয়োজন।
 মাসাবধি জ্ঞাতিজনে করান ভোজন। পরেতে আপনি
 কৃষ্ণ উৎকৃষ্ণ ভাবিয়া। রাজা হয়ে বৈশে পিতৃ সিংহাস
 নে গিয়া। পুত্রসম পালে প্রজা বিচারে পণ্ডিত। আপ
 নি পণ্ডিত পণ্ডিত সম্ভাষিত ॥ বর্ষের সহিত রাজা না
 কহে কখন। শিষ্টের পালক ভূষণ দুষ্কের শমন ॥ গুণ
 বোদ্ধা অদ্বিতীয় এই বসুন্ধরে। যজ্ঞ দান পূজা রাজা
 অবিরত করে ॥ শাসনে গো ব্যাঘ্র জল পিয়ে এক ঠাই
 গুণের সাগর রাজা হেন আর নাই ॥ পাত্র মিত্র ভৃত্য
 গণে সবে বুদ্ধিমান। নিরোধ হইলে তার দণ্ড হয় প্রাণ।
 কালিদাস বাণেশ্বর কবিচন্দ্র আর। ভারত অগিতনাথ
 পঞ্চরত্ন যার ॥ পূর্বে বিক্রমাদিত্য নবরত্ন মেন। বৃক্ষ
 চন্দ্রের পঞ্চরত্ন তাহার সমান ॥ মহাসুখে মহারাজ সदा
 করে বাস। পণ্ডিত হইলে পাশ্ব সদাই উল্লাস। নানা
 শাস্ত্র অধ্যয়ন হয় সর্বক্ষণ। শাস্ত্র উক্তি বিনা কথা না
 কহে রাজন। গ্রামবাসি লোকে যশ সदा কাল গায়।
 বলয়ে এমন রাজা না দেখি কোথায়। এইরূপে কত
 কাল গত হয় পরে। আসিল পণ্ডিত এক নদীয়া নারে।

জিনিয়া অনেক দেশ শেষ রাজ পাঠে ॥ আসিয়া সম্বাদ
 করে রাজার নিকটে ॥ শুনি তারে আসিবারে দিলেন
 আদেশ । কি হেতু আইলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন শেষ ॥
 পশ্চিমত কহিছে আমি ড্রাবিড় নিবাসী । বিচারের
 আশা করি তব স্থানে আসি ॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র
 কাঞ্চিগারা । মগদ মথুরা মুরা কাশী ব্রজ আরা ॥ হরি
 দ্বার কাঞ্চল হেংলাজ জ্বালামুখী । নীলগিরি বিষ্ণুগিরি
 কেতরী কেসখী ॥ বত্রিকা কেরার আর নানা গুণি স্থানে
 জয়ী হয় । আসিয়াছি তোমার সদনে ॥ শুনি রাজা
 সমাদর করেন বিস্তর । নিরব হইল সব শুনি তাঁব স্বর ॥
 গভীর সাগর সম বচন প্রকাশ । রাজার সভাস্থ গণে মনে
 পায় ত্রাস ॥ প্রকারে জিনিল সভা আর সভাজন । অপ
 রুদ্ধ হয়ে ভূপ ভাবে মনে মন ॥ কহিলেন পণ্ডিতে
 বাসায় যাইতে । বিচার হইবে কল্য তোমার সহিতে ॥
 এতেক কহিল যদি রাজ্যের ঈশ্বর । তুচ্ছ হয়ে বাসায় চলি
 ল দ্বিজবর । পারিষদ লয়ে রাজা ভাবে অনিবার ॥ কি
 ক্রমে হইব জয়ী করিয়া বিচার । জীবের সমান জীব
 দ্বিজের নন্দন । কারসাধ্য জিনে আর না দেখি এমন ।
 ক্রীশ্যামাচরণ বলে শুনহে ভূপতি । গোপাল নহিলে
 ইথে নাহি অব্যাহতি ।

গোপাল ভাডের রাজসভায় গমন ।

পয়ার । বাঁসায় আসিয়া দ্বিজ বসিল তখন । এখানে
তে নরপতি অতি মৌন মন ॥ কেমনে রহিবে মাম কে
করিবে ত্রাণ । বলে এত দিনে নষ্ট হইল গুমান ॥ এই
রূপে সে দিবস রজনী প্রভাতে । পুনশ্চ আসিল দ্বিজ
রাজার সভাতে ॥ দেখিয়া তাহারে সবে হয় মৌন মন ।
খগপতি দেখিয়া যেমন নাগ গণ ॥ পণ্ডিত কহিছে
হাসি ওহে মহিপাল । বিচার করিতে এই উপযুক্ত কাল
রাজা বলে অদ্য কিরে যাও হে বাসায় । কল্য হইবে
বিচার আমার সভায় ॥ পণ্ডিত কহিছে ভাল কল্য
জানাযাবে । হারিলে হইব দাস হারালে কি হবে ॥
রাজা বলে অর্দ্ধ রাজ্য দিব আমি দান । শুনি হরগিতে
কবি বাস স্থানে যান ॥ এখানে বিষাদ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র
রায় । কি রূপেতে এইবার মান রক্ষা পায় ॥ হেনকালে
গোপাল আগিল সে সভায় । গললগ্নীকৃতবাসে সন্মুখে
দাঁড়ায় ॥ চরণে শরণ লয় অকোজে প্রণতি । ভলমন্দ
কোন কথা না কহে ভূপতি ॥ গোপাল কহিছে রাজা ।
একেমন পারা । আজি কেন স্বদানন্দ নিরানন্দ পারা ॥
রায় বলে কি আর বালব আজি বাণী । এতদিনে নষ্ট
হইল যাছিল গুমানি ॥ কহিল গোপাল কহ সে আর
কেমন । ভূপতি কহিল তারে সব বিবরণ ॥ হাসিয়া
গোপাল বলে এই সে কারণ । অতি অল্প দায়ে কেন

বিষাদ রাজন ॥ আজ্ঞা দেহ এইক্ষণে জিনিব তাহারে ।
 তোমার দাসের দাস আমারে কে পারে ॥ রাজা বলে
 পাগলের প্রায় कह কথা । কিসে তুমি জরী হবে খেয়ে
 মোর মাথা । গোপাল कहিছে রাজা বুদ্ধি বলবান ।
 কি করে পণ্ডিতে বুদ্ধি সারদা সমান । শুনিয়া প্রশংসা
 রাজা করেন তাহার । তোমার সমান বন্ধ কে আছে
 আমার ॥ সুখের সকলে ভোগী দুঃখ মাত্র তুমি । বিনা
 মূল্যে তব স্থানে ত্রীত হই আমি ॥ গোপাল कहিছে
 ভূপে ফিঙ্করে এমন । कहিছ বচন তুমি কিসের
 কারণ ॥ এই আমি চলিলাম জিনিতে পণ্ডিত । এখীন
 সংবাদ পাবে আসিব ত্বরিত ॥ এতবলি গোপাল চলিল
 নিজবাস । দ্বিজ শ্যাম कहে পরে কৌতুক বিলাস ॥

গোপালের পণ্ডিতের বাসায় গমন ।

ঘরেগিয়া চিত্তাকরি মনেতে রসাল । ধরিল দ্বিজের
 বেশ সুবেশ গোপাল ॥ গলে উপবীত মোটা দীর্ঘ
 ফেঁটা ভালে । পরিধান পটবাস করে কুমণ্ডলে ॥ আর
 এক দাস ভাঁড় সংহতি লইয়া । চলিল তাহার মাথে
 তাম্বী চাপাইয়া ॥ আপনি খাটের খুরা ভাজনিজ করে
 শত বস্ত্র জড়াইল সেই গুহ্মঘরে ॥ খটাজ পুরাণ কক্ষে
 করিয়ে যতনে । বাইল গোপাল ভাঁড় দ্বিজ বিদ্যমানে ।
 বসিয়া পণ্ডিত করেন তৈলমর্দন । হেনকলে গোপাল
 দিলেন দরশন ॥ कहিল ভূপাল দিল মোরে পাঠাইয়ে ।

ভ্রতগতি যেতে হবে তোমারে জিনিয়ৈ ॥ সৰ্ব শাস্ত্রে বি
 ষারদ শুনিহি আপনি । কেমন বিচার কর যাব তাহা
 শুনি ॥ বিলম্ব নাহিক সয় আছে ছাত্রগণ । চাতকের
 প্রায় করে পথ নিরীক্ষণ ॥ আমি গিয়া বেদ আদি
 দরশন ছয় । পড়াইলে তবে তাহাদের তৃপ্তি হয় ॥
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য পাঠ চাই । বেদান্ত করিল অন্তঃ
 এমনি পড়াই ॥ পণ্ডিত কহিছে তুমি কোন শাস্ত্র
 জান । গোপাল কহিছে আমি সকলে প্রধান ॥ চারি
 বেদ ভেদ ষড় দরশন আর । চতুর্দশ শাস্ত্র ধর্ম মুখাগ্রে
 আমার ॥ অষ্টাদশ পুরাণোপ পুরাণ কে ধরে । চতুঃ
 ষষ্টি তন্ত্র মন্ত্র জিহা মন্ত্র পরে ॥ বড়াই না করি দ্বিজ না
 ভাবিহ দ্বৈত । বিচার হইলে পরে জানিবে বিশেষ ॥
 শুনিয়া ভাবিছে দ্বিজ এই সে কারণ । বড়াই পণ্ডিত
 বলে পাঠালো রাজন ॥ গোপাল কহিছে দ্বিজ করহে
 বিচার । দ্বিজ কহে ক্ষণেক বিলম্ব কর আর ॥ মদন
 করেহি তৈল নাহি করি স্নান । কেমনে বিচারে বল
 পাইব কল্যাণ ॥ গোপাল কহিছে তৈল তিলকো
 সম্বরে । নতৈলং সানপং তৈলং ক্রটিতে প্রভবে ॥ শুনি
 দ্বিজ বলে প্রশ্ন অগ্রে কহ তুমি । পূরিব অবশ্য যাহা
 জ্ঞানে পাই আমি ॥ ক্রীশ্যাম কহিছে দ্বিজ এইবার
 দায় । কহিলে তাহার প্রশ্ন উত্তর কে পায় ॥

গোপালের প্রশ্ন কখন ।

কমল কুন্তয়োদ্ধন্দঃ উভয়োশ্চ পরম্পরং । শুচাশুচা
বভৎ ভেদং নিশ্চিতং ব্রুহি মে বুধ ॥

ত্রিপদী । গোপাল কহিছে শুনঃ হয়ে অতি বিচক্ষণ
আমার প্রশ্নের বিবরণ । বারি বৃন্ত পরম্পরঃ উভয়েতে
দ্ধন্দ করেঃ শুন বলি তাহার কারণ ॥ কলসী জলে কয়,
তুই অতি দুরাশয়ঃ তোরতরে মোর অপমান । আনি
ভূমি কাটি মোরেঃ কুমারে মস্তকে করে, আনে ধরে
হয়ে সাবধান ॥ এটো হাঁড়ি সমিভারেঃ পনে মোরে
দধক করেঃ শেষে এসে বাজারে সাজায় । কি হিন্দু কি
মুসলমানঃ যেজন কিনিতে যানঃ আগে গিয়া আমারে
বাজায় ॥ মনস্থ না হৈলে পরেঃ রাখি যায় পুন ফিরেঃ
দ্বিজ পরে আনে কড়ি দিয়া । তখন হৈলে পরশঃ কেহ
নাহি ধরে দোষঃ অপমান তোমার লাগিয়া ॥ তুই যেই
সঙ্গী হলিঃ শূদ্রে ছুঁলে দেয় ফেলি, বড় অপবিত্র তুই
বারি । জল কহে দূরঃ তুই মাটি মৃতাসুরঃ তোর তরে
এদুঃখ আমারি ॥ আমি আপোনারায়ণঃ জীবের হই
জীবনঃ আমি বিনা তৃপ্ত কোনজন । দেখ এক সরোবরেঃ
স্নান করে পরম্পরঃ নানাজাতি অভেদ্য যবন ॥ আমি
তে উচ্ছ্রিত ফেলঃ পুন দেখ সেই জলেঃ দ্বিজ কুলে
করিছে তপণ । হেন শুদ্ধ সত্ত্ব আমিঃ মহা অপবিত্র
তুমিঃ সঙ্গদোষে গুমান ভঞ্জন ॥ অপবিত্র যদি থাকেঃ

জলে খোত কয়ে তাকেঃ আমাবিনা কে আছে এমন ।
 তুইতো অধম মাটি টঃ পোড়ালে না ইস খাঁটি টঃ দিক
 তোরে ওরে অভাজন ॥ এইক্রপ দুইজনেঃ বাড়ে হৃন্দ,
 সর্বক্ষণেঃ কেবা শুদ্ধ কেবা অপবিত্র । ভ্রতগতি কহ
 তুমিঃ শুনিয়া যাইব আমিঃ পড়াইতে আপনার ছাত্র ।
 শুনে হয় চমৎকারঃ হিতে বিপরীত তারঃ কারে ভাল
 মন্দ কহে কারে । যদি পাত্র মন্দ হয়ঃ পূর্বকথা মিথ্যা ।
 নয়ঃ বারি বিষু জ্ঞানে এসংসারে ॥ ইহা ভাবি চিন্তা
 কুলেঃ গোপালের প্রতি বলেঃ এইক্ষণে যাও নিকেতন ।
 এখন সময় নয়ঃ স্নান পূজা নাহি হয়ঃ বৈকালেতে করিয়া
 পূরণ ॥ গোপাল হাসিয়া মনেঃ রুহিলেন সংগোপনেঃ
 হেতা দ্বিজ ভাবে মনেমন । কেন শাস্ত্রে নাহি পায়ঃ
 এযুক্তি ঘটন । দায়ঃ কিসে আমি করিব পূরণ ॥ পরেতে
 পাইব লাজঃ এই স্থানে নাহি কারঃ চল ভাই যাই নিজ
 দেশে । এত বলি নিজগণঃ লইয়া চলে ব্রাহ্মণঃ গোপাল
 দেখিয়া তাহা হাঁসে ॥ আসিয়া রাজারে কয়ঃ ভয় ত্যজ
 মহাশয়ঃ পরাজয় হইল সেজন । ছাড়িয়া নদীয়া পুরঃ
 গেলু সে অনেক দূরঃরাজ । বলে কিসের কারণ । গোপাল
 বিশেষ বলেঃ শুনে প্রশংসে সকলেঃ রাজা দিল মুকুতার
 হার । দ্বিজ শ্যাম কহে ভূপেঃ যেন তেন কোনরূপেঃ
 মান রক্ষা হইল এবার ॥

রাজার সহিত জহরির মিলন ।

পয়ার । এক দিন মহারাজ। বসিয়া সভায় । পাত্র
মিত্র ভৃত্য বর্গ রয়েছে তথায় ॥ হেনকালে তথা এক
জহরি সুজন । আসিরা রাজার স্থানে দিল দরশন ॥
কাথীর নিবাসি তার নাম মহোরাম ॥ বহু মূল্য লোষ্ট্র
বিকি কিনি তার কাম ॥ গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ভালে
অর্দ্ধচন্দ্র । দেখিয়া হরিষ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ॥ কহে রাজা
বল দেখি কিবা সমাচার । কি কারণ আগমন সভাতে
আমার ॥ জহরি বলয়ে জামি করি জহরির । বিক্রী
আশে এসে দাস হুজুরে হাজির ॥ রাজা বলে যদি তব
লোষ্ট্র থাকে ভাল । তবেতো লইব লাল হীরার প্রবাল ।
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সেজন ত্বরিত । বাহির করয়ে হী
রা অতি সচকিত ॥ নৃপতি কহেন মূল্য যথার্থ ইহার ।
যাহয় নিশ্চয় কহ অগ্রেতে আমার ॥ জহরি বলিল মূল্য
পঞ্চাশ হাজার । শুনিয়া হইল ক্রোধ সুবোধ রাজার ॥
রাজা বলে ব্যাপারির মিথ্যা কথা ধর্ম্ম । যথার্থ কহি
লে তাহে হয় কি অধর্ম্ম ॥ জহরি বলিছে কেন হেন আজ্ঞা
প্রভু । রাজা বলে অসঙ্গত সহ্য নহে কভু ॥ তোমার পা
থর হইতে সওয়া অনুভব । দশ সহস্রে লইয়াছি আর
কিবা কব ॥ তাহাতে এতেক তোমার এখানে চান্তরি ।
তোমা হেন কত ঠক দেখেছি জহরি । রাজার বচন শুনি
জহরি তখন । গলে বস্ত্র দিয়া কহে বিনয় বচন ॥ শুন

ঠাকুর দাসের নিবেদন। কেমন তোমার হীরা করিব
 দর্শন ॥ হাসি রাজা আপনার হীরা বারি করে। দেখ
 দেখি বলে দিল জহরির করে ॥ জহরি প্রস্তর দেখে করে
 নিরীক্ষণ। মনে২ দোষ তার ভাবে অনুক্ষণ ॥ ক্ষণেক বি
 লম্বে কহে শুন মহারাজ। সহস্র মুদ্রায় এ হীরার নাহি
 কাজ ॥ হাসি রাজা বলে কেন ইহার কি দোষ। তোমার
 প্রস্তর নাকি এহতে স্বরস ॥ জহরি বলেন রাজা ঘড়া
 তাজা সম। কখন না হয় তুল্য সত্ত আর তম ॥ রাজা
 বলে সে কেমন কই বিবরণ। শুন কর যোড়ে ভূপে করে
 নিবেদন ॥ আমার জহর পাকা নিদর্শ প্রস্তর। তো
 মার হীরায় আছে কীটের গহ্বর ॥ ভিতরে ফাঁকর আছে
 উপরে উত্তম ॥ এইতো প্রস্তর তব কিবল কৃত্রিম ॥ তবে
 হয় প্রত্যয় যদ্যপি ভাঙ্গা যায়। শুন রাজা আজ্ঞা দিল
 ভাঙ্গিতে তাহার ॥ লাইর উপরে রাখে উভয় জহর।
 লোহার মুদ্রার মারে তাহার উপর ॥ ফাঁপা ছিল রাজার
 প্রস্তর চূর্ণ হয়। নীরট পাথর লাইর ভিতরেতে যায় ॥
 হাস্যমুখে জহরি তো বলিছে বচন। নয়নে দেখিলে
 লোষ্ট্র চিনি ততক্ষণ ॥ রাজা বলে ভুল্ট হই তব গুণপনে
 চিরদিন রহ ভূমি মম সন্নিধানে ॥ যখন যে প্রয়োজন
 হইবে যে ধনে ॥ ইঙ্গিতে কহিবে ভূমি আমারে গোপনে
 জহরির বহু বিদ্যা ছিল আগমেতে। মজিল দোহার
 মন দোহার সহিতে ॥ এক স্থানে সান পূজা আহার

শয়ন। গোপনে দুজনে হয় কথোপকথন ॥ এইমত
 ছয় মাস হয় বহির্গত। তিল অদর্শনে মনে রাজা বিষা
 দত ॥ বাড়িল অধিক প্রেম মহারাজ সনে। গুণবোদ্ধা
 সেই জন মানে গুণিজনে। ক্রীশ্যাম কহিছে প্রেম অধি
 ক যে খানে। দাক্ষণ বিচ্ছেদ ভাই বটে সেই স্থানে ॥

রাজা কর্তৃক জহরির শাসন।

পয়ার। একদিন মহারাজ স্নান করি পারি। ইচ্ছদেবৈ
 পূজা করে বসিয়া মন্দিরে ॥ উপহার লয়ে বৈসে দ্বারে
 জহরির। অর্চনা করিছে তেঁহ খণ্ড পরশুর ॥ এক কুশা
 সনে বসি ধ্যান করে হরে। আর এক কুশাসন রাখে
 তথাকারে ॥ কি জানে কখন যদি আসে কোন জন।
 বসিবার তরে তার রাখিল আসন ॥ হেনকালে বাণেশ্বর
 তথা উপনীত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ তেঁহ কহিছে ত্বরিত ॥
 ইদং কুশাসনং বলে অঙ্কুলী হেলায়। বৈস এই অনুভব
 তাহাতে জানায় ॥ শুনিয়া পণ্ডিত তারে কহেন বচন।
 ইদং কুশাসনং বলে করিল গমন ॥ রাজার সহিত নাহি
 করে সম্ভাষণ। ক্রোধ মনে নিকেতনে গেলেন ব্রাহ্মণ ॥
 ইহার ভাবাথ তিনি বুঝিতে নারেন। গুণবোদ্ধা মহা
 রাজ ইঞ্জিতে বুঝেন। ইদং কুশাসনং মন মিথ্যা ইহা
 নয়। সুশাসন থাকিলে এমন নাকি হয় ॥ ব্রাহ্মণ বর্ণের
 গুরু জানে জগজ্জন। না কৈল প্রণাম বেটা কিসের পূজন
 উঠিয়া না অভ্যর্থনা দ্বিগবরে করে। তে কারণ কুশাসন

গালি দিল মোরে ॥ এতোভাবি ক্রোধেরাজা হৈল হুতাশন । ইঞ্জিত করিয়া দূতে কহেন বচন ॥ বুঝিয়ারাজার ভাব আসি জমাদ্দার । ঢেকামেরে লয়ে জায় গলধরে তার ॥ মুড়িয়ে মস্তক তারে গাধাতে চড়ায় । ভ্রমণ করান দেশে পাদু কল গলায় ॥ দেখে বাণেশ্বর হয় অতি হৃষ্টমন । রাজারে প্রশংসা করে আসিয়া তখন ॥ লুঠে নিল জহরির যাজিল সকল । ক্রীশ্যাম কহিছে কথ্য অনুযায়ি ফল ॥

হরিষোষের কথা ।

পয়ার । গুণবোদ্ধা দোষ বোদ্ধা রসময় রসে । কহিতে পারিলে কথা ঋদ্ধি পায় দোষে ॥ জহরি উত্তর কিছু নাকরিল আর । তাহাতে বাড়িল ক্রোধ সুবেধ রাজার ॥ যদি সমোত্তর করে কিয়া গালি দেয় । উত্তর পাইলে রাজা সন্তোষ তাহায় ॥ যেইনর নিরুত্তর হয়তো হজুরে । বারেক বদন তার ভূপতি নাহেরে ॥ দানেতে অতুল রাজা দধিচি সমান । সুছন্দ কহিলে কথা সে পায় কল্যাণ ॥ হয় হস্তি অভরণ শিরোপা তাহারে । কথায় উত্তর যেন ভাল দিতে পারে ॥ দুইয়ের দমন করে শিষ্টের পালন । নীচের নাহিক রাখে রাজা বহু ধন ॥ সকল গুণের সিদ্ধু বিজ দ্বিজরাজ । কর্ণভারি কলঙ্কতা নিদাক্ষণ কায ॥ যদ্যপি শুবণ করে রাজা গুণা কর । অসূকের গারি ধান্য জমাই বিস্তর ॥ কোন মতে

শরকারে দাখিল করিতে । সর্বক্ষণ অন্ত্রেষণ করে রাজা
 চিতে ॥ ছলঅন্ত্রেষণ করে তিলে পাড়ে তাল । দেয়ান
 নায়েব তারা বাড়ায় জঞ্জাল ॥ কিন্তু যদি সেইজন কথা
 কহে ভাল । আরে তারে রাজ্য দান করেন ভূপাল ॥
 তাহার প্রমাণ গুন বাস সেই গ্রাম ৬ জাতিতে গোয়াল
 তার হরিঘোষ নাম ॥ হইবে হাজার গাভি বলদ বিস্তর
 কোন জন কহিয়াছে রাজার গোচর ॥ শুনি রাজা এক
 দিন কহিলন তারে । ভাল দধি কাল্য বিছু দিবিরে
 আমারে ॥ শুনিয়া গোপের সুত হয়ে হরষিত । দুগ্ধ
 অশ্বেষণে যান পাঠায় ত্বরিত ॥ যে গাভির পঞ্চসের অগ্রে
 দুগ্ধ ছিল । খেড়ো হয়ে ক্রমে তার এক পোয়া হৈল ॥
 এহেন দুগ্ধের দুগ্ধ করি অশ্বেষণ । সাজামিশাইয়া দধি
 পাতিল সেজন ॥ পরে সেই দধি লয়ে দেয় রাজ্যেশ্বরে
 ভোজন সময় দধি আহরণ করে ॥ কোন দোষ দুধির
 ভ পতি নাহি পায় । কহিতে অকথ্য কথা কখন বৃথায়
 রাজা বলে ওরে বেটা গোয়ালার সুত । তোর দধি খেয়ে
 আমি হয়েছি বিস্মৃত ॥ কিজানি কি মিণাইয়ে দধি
 দিলি মোরে । চুস্কাই বদন সদা কি কহিব তোরে ॥
 ওল কচু কিবা দধি বিশ্বের ভাবনী । স্মারিতে আমারে
 বেটা দধি দিলি আমি ॥ কিজানি কি দিলি ইথে কেমন
 হইল । খাইয়া তোমার দধি বুঝি প্রাণ গেল ॥ আরে
 দুগ্ধ দুরাচার এমন করম । ব্রহ্মবধ হেতু তোর নাহিক

ধরম ! শুনরে কোটালগণ আমার কথায় ॥ ঘরবটী এবে
 টার লুঠ লয়ে 'আয় । শুন করযোড়ে ঘোষ করে নিবে
 দন ॥ নিশ্চয় জানিল ছল করেন রাজন ॥ কোন বেটা
 কানভারি করেছে রাজার । তাহার কারণ মোরে হেন
 ব্যবহার ॥ হরি বলে শুন রাজা করি নিবেদন । মুখের
 দুর্গতি নহে দধির কারণ ॥ রাজা বলে দুষ্ক বেটা তথা
 পি না মানে । দধিতে চুল্কাবে মুখ আগে কেবা জানে ।
 রাজারে কহিছে গোপ শুনহে কারণ । আমার গৃহেতে
 আছে অনেক গোধন ॥ কোন দিন মহারাজ দেখে শুনে
 ছিলে । সেই সে কারণ প্রভু মুখ চুল্কাইলে ॥ অধিক দে
 খিয়া গাভি বলদেরগণ । তে কারণ টাকুরের চুল্কাছে
 বদন ॥ শুনে সভাসদ করে মহা হাস্য রব । ছুট হয়ে
 রাজা তারে দিলেন বিভব ॥ রাজার কথায় যেবা দেয়
 প্রত্যুত্তর । মহা ছুট হয় নৃপ তাহার উপর ॥ কটুভাবে
 গালি যদি উত্তর সে হয় । তাহাতে অধিক ভুট রাজা
 মহাশয় ॥ এইরূপ এক জনে নহে অনেকে । কটুভাবে
 পরিতোষে সেই নৃপবরে ॥ তাহার বিশেষ বিছু কহি
 বিবরণ । দেবলে যেকপে কৃপা করিল রাজন । রাজা
 কৃষ্ণচন্দ্রর কথা অপূর্ণ প্রকাশ । কৌতুকে কহিছে শ্যাম
 কৌতুক বিলাস ॥

দেবল ব্রহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন ।

পয়ার ॥ অশ্বপুষ্ঠে নগরেতে ভ্রমেন রাজন । দেখেন

প্রজার নীতি সুরিতি কেমন ॥ বহুকপে গুণবেশে ভ্রাম
 মহীপাল । ধরিতে ছেচর চোর ডাকাতি ছেনালা ॥ নয়নে
 না দেখে লোকে নাহি দণ্ড করে । একারণ দোষ গুণ সর্ব
 জনে হেরে ॥ নিজ রাজধানী সীমা করি পর্য্যটন । আপন
 বাটীতে পুনঃ করেন গমন । হেনকালে রাজার দেবল
 পুরাহিত । শালগুম্মশিলা লয়ে যাইছে ত্বরিত ॥ যাই
 তে দৈবের দোষে দিশা তার পায় । ঠাকুর বাঙ্কিয়া
 পৃষ্ঠে বসিল তথায় ॥ নামাবলী কোসাকুশী সহ নারায়ণ
 পৃষ্ঠে রাখি দ্বিজ করে স্বমল বর্জন । এহেন সময় তারে
 হের নৃপবরে । অরুণ জিনিয়া আঁখি তারে দৃষ্টি করে
 কোপ দৃষ্টি চাহি ভূপ করেন গমন । দেখিয়া দ্বিজের
 পোর সুখায় জীবন ॥ আকাশ পাতাল দ্বিজ ভাবিছে
 সাগর উঠিল গুহের মল মাথার উপর । হয় প্রাণ নাবে
 নহে সর্বস্ব হরণ । বিধাতার বাজি আজি কে করে
 মোচন ॥ সাতপাঁচ দ্বিজ কত ভাবে মনে । হেনকালে
 রাজদূত আইল সন্নিধানে ॥ হাত পা বন্ধিয়া তারে
 লয় চারি বীর । মহাশয়ের পড়ে যেন হাজির হজীর ।
 লইয়া রাজার স্থানে করে সমর্পণ । ক্রীশ্যাম কহি ছ
 রজ শুন সর্বজন ॥

দেবলকে ভূশতির ভৎসনা ।

ত্রিপদী । রাজা বলে ওরে বেটাঃ হেন বুদ্ধি তোরে
 কেটাঃ দিয়াছেরে দুষ্ক দুরাচার । হইয়ে দ্বিজের সুতঃ

কন্না চণ্ডালের মতঃ আজি তার দিব প্রতিকার ॥ ধন্য
শাস্ত্রে বিজ্ঞ জানিঃ করিলাম তোরে আনিঃ আপনার
দেবল পূজারি । ছিঃ শিক ভুই হেনঃ না দেখি নহে শুবণ
হারে ওরে নষ্ট ভুষ্কাচারি ॥ বিনা স্নানে নারায়ণঃ নাহি
করে পরশনঃ তুই একি করিলি কুকৰ্ম । দেখে তোরা
পাপ মুখঃ ক্রোধেতে কাঁপিছে বুকঃ শুনিয়া জল্লাদে
বুঝে মৰ্ম্ম ॥ ধরে তার দুই করেঃ তখনি বন্ধন করেঃ ল'য়
যায় যে দিগে মশান । ক্রীশ্যামাচরন ভণেঃ কথা যে
কহিতে জানেঃ তার কে বধিতে পারে প্রাণ ॥

পূজারির রাজার প্রতি প্রত্যাশ্রয় ।

পর্যায় । ঘোড় করে দ্বিজবর করে নিবেদন । দোহাই
ঠাকুর কিছু করুন শুবণ ॥ রাজা বলে কুলঙ্গার কি বলি
বি আর । তোরে দেখে ক্রোধ মম বাড়িছে অপার ॥
দ্বিজ কর মহাশয় অশ্বের উপর । আশোয়ার হয়ে যবে
ভ্রমেন সহর ॥ অশ্ব পৃষ্ঠে নানাস্থানে করেন ভ্রমণ । সদাই
তাহার পরে আপন আসন ॥ ঐকালে দিশা যদি তেজে
তব হয় । সে কালে কি পৃষ্ঠে হতে নায় মহাশয় । রাজা
বলে অশ্বের তুলনা কিবা ইথে । দ্বিজ বলে মহারাজ বুঝ
নিজ চিতে ॥ ব্রহ্মণ দেবের ঘোড়া বিশেষ দেবল । এহয়
বিহীনে হয় শিলাতো অচল ॥ স্থানান্তর বাইতে হইলে
শিলা চাহে । এই তুরঙ্গমে দেবে সৰ্ব্বদেশে বাহে । অত
এব দেবতার ঘোড়া তো ব্রাহ্মণ । বিচর করিয়া দেখ

পণ্ডিত রাজন ॥ ইথে যদি কোন মতে রাহে মোর ত্রুটি
তবেতো পাইব দণ্ড নহিলে না ঘাটি ॥ অশ্ব কভু আ
শোয়ার না নাশ্বায়ে নাদে । দেব অশ্ব নেদে কেন পড়িল
প্রমাদে ॥ হাসিয়া কহেন রাজা শুন সভা জন । কি বোল
বলিল এই বিটলে ব্রাহ্মণ ॥ শুনিয়া সভাস্থ জনে করে
হাস্যধনি । রাজা তারে দান করে তখনি অবনি । খুসি
হয়ে দ্বিজবর যায় নিজবাস । দ্বিজ শ্যাম বলে এই বি
ষাদে উল্লাস ॥

রাজা দ্বিজগণকে নবাবের নিকট প্রেরণ

ও মনেতে বিষাদ ।

পর্যায় । একদিন নবাব কহিল নূপবরে । পাঠাবে
পণ্ডিত গণ আমার ছজুরে ॥ বিদ্যাবান ধীরবুদ্ধি জেগে
তিষে পারক । অবশ্য পাঠায়ে দিবে সেই সব লোক ॥
শুন রাজা স্মৃতি হয় না জানে কারণ । দেখে দ্বিজগণ
করে নিমন্ত্ৰণ ॥ পাঠান মুরশিদাবাদে পণ্ডিতের গণ ।
নবাব সম্বাদ পায়ে পুলকিত মন । আপনি আসিয়া
লয়ে যার দ্বিজগণে । বাসায় বসায় সবে করিয়া যতনে ।
দ্বিজগণ বলে কি হেতুক যাঁহা পনা । এখানে আসিতে
আজ্ঞা করিলে আপনা ॥ নবাব কহিছে সবে পণ্ডিত
তোমরা । কহ হে জেগেতিষে কেবা আছ তৎপর ॥
ভূমিবম্প কবে হবে কররে গণন । নহিলে বঞ্চিলে দলে
করিব বন্ধন । শুনিয়াছি গুহণাদি বৃষ্টি বন্যাগণ ॥ এ

সকল জ্যোতিষে তোমরা সবে গণ । আমার এই প্রশ্ন
করিলে পূরণ ॥ নিষ্কারতে দিব রাজ্য আর বহুধন ।
যদি নাহি পার কেহ ইহা গুণিবারে । খায়াইব ধান্য
সবে রাখি কারাগারে । শুনিয়া পণ্ডিত গণের উড়িল
পরাণ ॥ হরিষে দিষাদ হৈল ধড়ে নড়ে প্রাণ । কার সাধ্য
ভূমিকম্প করিবে গণন ॥ জ্যোতিষে সন্ধান নাই পাবে
কোনজন । নিশ্চয় জানিল সবে নিকট মরণ ॥ প্রাণের
কারণ তারা করিছে রোদন । নবাব কহিছে দ্বিজ ভাবহ
উপায় । পার কিনা পার তাহা কহতো আমার ॥ দ্বিজ
গণ বলে স্বর্গ বর্গ মোরা গুণি । পাতাল বর্গের কথা কি
ছুই নাজানি ॥ শুনি ক্রোধে জাঁহাগির কাঁপয়ে শরীর ।
ইঞ্জিতেতে জমাদার ছজুরে হাজির ॥ ধরে লয়ে দ্বিজ
গণে রাখে কারাগারে । হাতে পায় বেড়ি দড়ি নেন
বান্ধে চোর ॥ কয়েদ রাখিয়া ধান্য করান ভোজন । দুই
দিনে দ্বিজগণে অর্দ্ধেক নিধন ॥ এখানে সহ্যদ পার
সুবোধ রাজন । ভাবে ব্রহ্মবধ হইল আমার কারণ ॥

গোপালকে পরিচয় দেওন ।

পয়ার । আমি যদি নাপাঠাই এতেক পণ্ডিত । তবে
তোনা হইত হেন বিপরীত ॥ নিশ্চয় আমার লাগি ব্রহ্ম
হত্যা হয় । আমার জীবনে আর নাহি ফলোদয় ॥ এত
বলি অবেশনে রহে নৃপবর । সদাই বিরস মন বদনে
নিঃস্বর ॥ কি করিব কি হইবে কে রাখে এদায় । হেন

কালে গোপাল সে সভায় যায় ॥ দেখিয়া কৌতুকি
রাজা হয় অধোমুখ । গোপাল কহিছে রায় আজি কিবা
দৃঃখ ॥ কত মত রঞ্জভঞ্জন করে নৃপসঙ্গে । তুষানল সে
সকল দহে তার অঙ্গে ॥ খেদে রাজা বলে মোর ভাল
নাহি লাগে । এর পর যেতে হবে শমনের আগে ॥ হেন
নিদাক্ষণ কথা শুনিয়া গোপাল । কর যোড়ে কহে কথা
যা হয় রসাল ॥ কহে সদানন্দ স্তমি বুদ্ধে বৃহস্পতি । বল
কি ভাবনা তব হয়েছে উৎপতি ॥ শুনি রাজা সবিশেষ
বলেন তখন । পায়ার প্রবন্ধে শ্যাম কহেন কারণ ॥

দ্বিজের বিশেষ ভূপতিবলে । অমনিভাসিছে নয়ন জলে
বলে কি কহিব তোমারে আর । ব্রহ্মঘাতির নাহিক
নিস্তার ॥ নবাব দুরন্ত যবন জাতি । সেই সেদিলেক এত
দুঃগতি ॥ দ্বিজের চাহিনু করিতে হিত । দৈবেতে ঘটি
ল যে বিপর্যাস ॥ গোপাল কহিছে রাজন ধীর । কি
হবে হইলে বল অস্থির ॥ সততচাক্ষুঃ মেধাকে নাশে ।
অস্থিরে কখন যুক্তি না আসে ॥ মস্তিকে লইয়ে বিচার
কর । মস্তি গুণে দুঃখেতে হয় পার ॥ এইতো সামান্য
কিবা এদায় । যুক্তিতে বিগুণ সকল যায় ॥ প্রতাপকুন্দ্র
নামে নরপতি । মস্তির গুণেতে জিনিলা ক্ষতি ॥ মস্তির
মস্ত্রণা সমান আর । জগতে তুলনা নাহিক তার ॥ হইলে
যুক্তি তরয়ে ভবে । মস্ত্রণা করহে উদ্ধার হবে ॥ রাজা
বলে হে কহ আরবার । কিরূপে মস্ত্রী করিল উদ্ধার । শুনি

রা গোপাল কহিছে বাণী। এক মনে শুনিছে নৃপমণি ।

রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা ।

ত্রিপতী ॥ দক্ষিণ দেশেতে স্থিতিঃ প্রতাপরুদ্র আ
খ্যাতিঃ নরপতি অতি দয়াবান । পুত্রসম প্রজাপালেঃ
রাজা রহে কুন্তলেঃ পাত্র মিত্র সবে জ্ঞানবান ॥ দুই
পাটরনী তারঃ একের এক কুমারঃ অন্য জনে একটি
সন্ততি । নিরাপদ সে নগরেঃ কেহ নাহি আটে তারেঃ
মন্ত্রী তার বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ তাহার মন্ত্রণা তারেঃ সদা
সুখ রাজ্যেশ্বরেঃ রাজা মন্ত্ৰিগণ বশীভূত । রাজা তার
আজ্ঞা বিনেঃ কার কথা নাহি শুনঃ মন্ত্রী তার তেমন
সুহৃৎ ॥ এক দিন দৈব দোষেঃ বর্গিগিয়া সেই দেশেঃ
মহামার করিল বিস্তর । রাজার সামন্ত যতঃ সকল করি
ল হতঃ সে সে পলাইল নৃপবর ॥ মন্ত্ৰি লয়ে সন্নিভারেঃ
যাইল সে স্থানান্তরেঃ রাজ্য শোকে রাজার বিষাদ ।
রাজা বলে মন্ত্ৰি বলঃ কেমনে হবে কুশলঃ না বহিলে
হৈল প্রমাদ ॥ শুনি মন্ত্রী তারে কয়ঃ মহারাজেঁ মল্লশয়
চল যাই যথা রিপুরয় । আগে দিয়া দৈন্য ভাবেঃ বিছু
ভূমি মাগি লবে শেষে দিব প্রতীফল তায় ॥ করিয়ে
স্থির মন্ত্রণাঃ দ্রুত চলে দুই জনাঃ উপনিত বীরি প্রদে
শে । যাইয়া রাজার দ্বারেঃ এরাজা খবর করেঃ যাই
বারে আজ্ঞা হয় শেষে ॥ শুনি আনন্দিত হয়েঃ নিজ
মন্ত্ৰি সঙ্গে লয়েঃ মহারাজ হাজির সভায় । দেখে দেবরাজ

র সভাঃ বিশ্বজন মনো লোভাঃ বুঝি হেন না আছে কো
 থায় ॥ দেখিয়া প্রশংসা করেঃ বলে ধন্য সে রাজারেঃ
 ভাল নীতি চরিত্র তাহার । অমর ভুবন হেনঃ সুজনে
 আছে সাজনঃ চারি মন্ত্রি বসিয়া রাজার ॥ বুদ্ধিতে
 সাগর প্রায়ঃ সভাস্থ যত সভায়ঃ ডাড়াইরে নায়েব দেয়া
 ন । কত চেল। চোপদারঃ সংগৃহ করিতে ভারঃ হাজার
 ভৃত্যগণ ॥ আজ্ঞা বহু সবে রহেঃ ইচ্ছিতে বচন কহেঃ
 নাহি সহে রাজা উদ্ধৃনি । প্রতাপরুদ্রে হেরেঃ কহে
 পাত্র মৃদুস্বরেঃ কি হেতুক আইলে আপনি ॥ না কহি
 তে নৃপবরেঃ মন্ত্রি নিবেদন করেঃ যেকপেতে রাজত্ব
 বিনাশ । বলে প্রভু তব আজ্ঞাঃ হইল বিগুণ ভাগ্যঃ
 শেষে মনে পাইরা তরাস ॥ তোমার কিঙ্কর জনঃ লুটি
 ল রাজত্ব ধনঃ তুমি নাহি দিলে কোথা পাই । যে জন
 ভক্ষকঃ সেবিনা নাহি রক্ষকঃ কালে দয়ালেতে ভেদ নাই
 অন্য স্থানে যথা যাবঃ সর্বত্রোতে উপদ্রবঃ একারণ তেজি
 য়া সকল । শরণ লইনু আমিঃ দেহ কিছু মাল জমিঃ
 অন্যএ বসতে নাহি ফল ॥ চিরকাল এই দেশেঃ রহিব
 অতি হরিষেঃ যদি দয়া হয় দীনজনে । শুনিয়া নৃপতি
 কয়ঃ দিলাম অভয় জয়ঃ চিরদিন রহ এই খানে ॥
 ক্রীশ্যমাচরণ বিজঃ শ্যামার চরণ রজঃ হৃদয় সরোজে
 করি আশ । ত্রিপদীর ছন্দমতেঃ রচিলেন ভাষাগীতেঃ
 নাম দিয়ে কৌতুক বিলাস ॥

প্রজাপরুন্দের মহারাজের রাজত্ব ।

লঘুত্রিপদী । কহেছে রাজনঃ কহ বিবরণঃ কিকারণ
 আগমন । শুনি নমস্কারঃ করি পদে তারঃ মন্ত্রী কহিছে
 কারণ ॥ কি কহিব আরঃ সকলি তোমারঃ আজ্ঞায় হয়
 হে প্রভু । গিয়ে তব জনঃ করেছে দাহনঃ আমার যতেক
 হবু ॥ আর ধন জনঃ কে করে গণনঃ যতেক নাশিল তারা
 করে উপদ্রবঃ কেমনে রহিবঃ তে কারণ করি ত্রুণ ॥ অ
 সিয়া শরণঃ লইনু এখনঃ যাহা কর এনফরে । তোমার
 ছকুমঃ করে তারা জুমঃ ধুম ধাম সে নগরে ॥ যে করে
 বিনাশঃ হৈল তার দাসঃ সে হয় দয়াল তারে । রাখিলে
 রহিবঃ মারিলে মরিবঃ কি ছকুম এদাসেরে ॥ শুনি দয়া
 চিতেঃ হইল উদিতেঃ আশা দিল সে রাজার । বলে
 দক্ষিণেতেঃ থাক আনন্দেতেঃ জমাই দিব তোমায় ॥
 অর্দ্ধ কোর্ট করঃ দিবে বরাবরঃ হরিষে কর বাস । এত
 বলি লিখেঃ দিল সেই দিকেঃ রাজার বাড়ে উল্লাস ॥
 জরিপ জবাণীঃ আমীনেরে আনীঃ পাঠাইল মাপ তরে
 হৈল রাজ্য ভারঃ অতি সুবিস্তারঃ পূর্বের অধিক পরে ।
 মন্ত্রী রাজা আরঃ আনি পরিবারঃ মনোহর পুরী করে ।
 আর নানামতঃ লইয়া জমাতঃ প্রফুল্লিত রাজ্যেশ্বরে ॥
 প্রজার বসতিঃ দৃষ্টিতা অতিঃ কর পায় বহুতর । মন্ত্রী
 নানাক্রমেঃ বাড়াইছে ভপেঃ মন্ত্রিরাজ গুণাকর ॥ লয়ে
 মুদ্রাগণঃ মন্ত্রী বিচক্ষণঃ করেন সৃজন গড় । কিবা পরি

পাটীঃ মাটি ঢাকা বাটীঃ খিলান প্রভুরে দূঢ় । রাখে
 গড়ভরেঃ বাকুদ প্রচুরেঃ গোলা গোলা কামান । লক্ষ্য
 ফৌজঃ নিত্য ভোজঃ কারাজ করে নিশানা ॥ যত টাকা
 পায়ঃ সৈন্যেরে খাওয়ায়ঃ দেখিয়া কহে রাজন । শুন
 মন্ত্রিরাজঃ একি তব কাযঃ এতেক সামন্ত কেন ॥ হাসি
 মন্ত্রি কয়ঃ তোমার কি ভয়ঃ সুখে তুমি রাজ্যভুঞ্জ । খাও
 পর আরঃ নানাসুখ কর, দান দেয় পুঞ্জ ॥ যাহা ইচ্ছা
 ইবে আমারে কহিবে সুখেতে রহ ভূপাল । মম বাঞ্ছা
 যাহা দেখ করি তাহা তোমার কি মন্দ ভাল । শুনে
 রাজা কয় কর মহাশয় যাহা ইচ্ছা হয় তব ॥ যেন দুঃখ
 আর নাহয় আমার বুঝে কর অনুভব । একপে দুজনে
 রহে ছুট মনে পরে কর চাহে ভূপে । শুনি রাজা বলে
 মন্ত্রি কোথা গেলে দেও আসি কর নূপে । শুনিয়া তখন
 আপনি গমন করে মন্ত্রি তথাকারে ॥ যাইয়া প্রণাম
 কহে পরিণাম পড়েছি বিষম ফেরে । প্রজা অজানিত
 নাহয় শাসিত লহ হে কিঞ্চিৎ কর ॥ এতেক কহিয়া
 দিলেক ধরিয়া চৌথ অংশ বরাবর । সিকি ভাগ জমা
 দিলে বলে ক্ষমা এসন রাজন কর ॥ আগামি বৎসরে
 সকল তোমারে পরিশোধ দিব কর । এতবলি তথা
 চলিলেন যথা বসিয়া আছে নৃপতি । রাজারে সকল
 কহিল কুশল আমি মুক্তি কি অভাব । এতবলি পুন
 রাখে সৈন্যগণ আগমন অনুভাব ॥ করে তারা দক্ষ

ভূমি হয় কম্প, গোলাগোলী ঝনঝনী। সৈন্য মালসাটে
মাটি উঠে কেটে চমকে সকলে শুনি ॥ হয় হস্তি যত
না হয় বিদিত দেখে বিপরীত হয়। বর্গির দেয়ান ছিল
চারিজন সকলে গুণের ময় ॥ পায় তারা টের বলে হবে
ফের রাজারে দ্রুত জানায়। শুনহে রাজন কি কর এখন
ঘটিল বিষম দায় ॥ কহি বিবরণ নাহি হয় জ্ঞান কি
কর্ম করিলে তুমি। বিদেশী রাজন নহে ভাল জন অ
গ্রেতে কহেচি আমি ॥ রিপু যেইজন সৈ পাইলে দিন
অবশ্য স্বকায় সাধে। আগে কার ক্রোধ আছে দিবে
শোধ কি করিবে উপরোধে ॥ তার সন্যগণ হয় অগণন
মত্তি তাহে মহাদুষ্ট। কর নাহি দিবে পরেতে করিবে
রাজ্য সমুদয় নষ্ট ॥ বুঝিয়া বিচার যেইচ্ছ। তোমার
করহ এখন দ্রুত। আপনার দোষে হইনু খালাসে শুনি
রাজা চিন্তা যুত ॥ দ্বিজশ্যাম কর পাইবে প্রত্যয় পা
ঠাও করের তরে। হবে ঘোররণ নাপাইবে ধন অপমান
পারে করে।

প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ।

পন্নায়। শুনিয়া রাজন দ্রুত করেন প্রেরণ। যথায়
প্রতাপরুদ্র করেছে আসন ॥ দ্রুত গিয়া রাজনিপি দিল
তার করে। দেখা মাত্র ছিণ্ডে মত্তি রাজার হৃজুরে ॥
ক্রোধে কটুভাবে দাসে করেন ভৎসন। এখানে আইল
বেটা দিসের কারণ ॥ যাহ গিয়া নূপে কহ হুকুম আমার

করের তাহার আর নাহি অধিকার ॥ বর্ষের ডাকাত
 বেটা কেবা রাজাবলে। চোরের মতন ধন লয় বলে ছলে
 যথা শক্তি সেবেটার করুক আসিয়া। আমরা সকলে
 আছি এখানে বসিয়া ॥ এতবলি দূতেরে বিদায় করিল
 রোষে। রাজারে জানায় দূত গিয়া সবিশেষে ॥ শুনি
 ক্রোধে রাজা বলে মার গিয়া তারে। কিম্বা বন্ধি করে
 আন আমার হুজুরে ॥ আজ্ঞা মাত্র চলে সব রাজ সেনা
 গণ। প্রতাপরুদ্রের গড়ে দিল দরশন ॥ বাজায় রণের
 বাদ্য কাড়া জরতাক। দাগড়া দামামা ডকা রায়বাঁশে
 পাক ॥ শুনিয়া সমর সদ স্তব্ধ হয় রায়। হেন কালে
 মুক্তি আসি ডাড়ায় তথায় ॥ আজ্ঞা দিল গোলন্দাজে
 দাগরে কামান। বাজিল তুমুল যুদ্ধ হেরে হেরে জ্ঞান ॥
 অশ্বৈঃ গজৈঃ পদাতিঃ। আপনি করিছে যুদ্ধ মুক্তি মহা
 রথি ॥ ছর দণ্ড যুদ্ধ হয় মরে অগণন। পূর্বের রাগের
 রাগ সাধিছে এখন। হস্ত পদ কাটা কার রহিত বদন।
 কেহ ধড়ফর করে ধূলায় শয়ন ॥ কেহ তোপে উড়ে যায়
 দেখিতে নাপায়। কেহ বলে বাপঃ মরি জ্ঞান যায় ॥
 পরেতে পরাস্ত হয় বর্গির গণ। ভগ্ন দূত গিয়া বর্ডা
 জানায় তখন ॥ অপমান শুনি রাজা মলিন বদন। পাত্র
 গণ প্রতি তবে বলয়ে বচন ॥ কি করিব কি হইবে কিসে
 রবে মান। তোমরা আমারে কহ তাহার সন্ধান ॥ পাত্র
 গণ বলে রাজা এখন এমন। অগ্রেতে করিতে যদি যুক্তি

বিচক্ষণ ॥ তবৈকি হইতে পারে হেন ঘোর দায় । হির
হওঁ মহারাজা করিব উপায় ॥ বড়ই কঠিন তারে কেবা
করে জয় । দেখহ সাক্ষাতে সৈন্য হৈল পরাজয় ॥ হির
জলে শিলা পচে হির কর মন । অবশ্য করিব তারে
একারে বন্ধন ॥ কিন্তু এক কথা বলি করহে ঘোষণা ।
এই কথা তব যেন জানে সর্বজন ॥ প্রচারিবে সর্বঠাই
শুনহে রাজন । কহিবে আমার মন্ত্রী ছিল চারিজন ।
কোন কয়ে বিজ্ঞ নহে কেবল জঞ্জাল । সুবোধ হইলে
মন্ত্রী একজন ভাল ॥ আমার এচারি বেটা কি করিতে
পারে । এক মন্ত্রী রাজার ফেলিল মোরে করে ॥ এ
মন্ত্রী সম তন্ত্রি যন্ত্রি যদি মিলে । তবেতো দেয়ানী তারি
রহিবে দখলো ॥ অদ্যাবধি নাহে রিব ওদের বদন । আজি
হৈতে চারিজন হইনু গোপন ॥ করিয়া কন্ঠের সিদ্ধ
বদ্ধ করি তারে । পুনশ্চ আসিব রাজা তোমার হজুরে ।
শুনিয়া আদেশ রাজা করে চারিজনে । কতদিন রহে
তারা লুকায়ে গোপনে ॥ পরে এই কথা ব্যাপ্ত হয় সর্ব
ঠাই । বলয়ে রাজার আর মন্ত্রী কেহ নাই ॥ প্রতাপরুদ্রের
কাছে এই কথা যায় । শুনিয়া হাসয়ে রাজা বলে একি
দায় ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ণ প্রকাশ । ত্রিশ্যাম
কৌন্তকে কহে কৌন্তক বিলাস ।

প্রতাপরুদ্রের সহিত চারিজন মন্ত্রির মিলন ।

ত্রিপদী । এখানেতে চারিজনঃ যুক্তি করি মনে মনেঃ

উপনীত প্রতাপ হজুরে । যাইয়া রাজার দ্বারেঃ হজুরে
 খবর করেঃ আজ্ঞা শেষ হইল যাইবারে ॥ এতেক হকুম
 শুনঃ চলিল আনন্দ মনেঃ চারি জনে রাজার সাক্ষাতে ।
 গিয়া তারা দণ্ডবৎঃ করে করে প্রনিপাতঃ যোড় করে
 রাজার সাক্ষাতে ॥ বলিছে শুন রাজনঃ যে কারণ আগ
 মনঃ কহি শুন তার বিবরণ । এত বলি পূর্ব উক্তঃ করিল
 সকল ব্যক্তঃ শুনি ভূপ হাসে মমে মন ॥ আর কহে কুলে
 শীলেঃ তোমারে প্রধান মিলেঃ আসিয়াছি তাই আশা
 করি । যদি রাখ দয়াকরেঃ তবেতো দুর্গতি হরেঃ নইলে
 হইব দণ্ডধারি ॥ স্তব করি বহুতরঃ বলে দেও আশাবর
 আশয় পাইলে তবে বসি । শুনি রাজা সত্য করেঃ কহে
 রহ মম পুরেঃ আনন্দে থাকহ অহর্নিশি ॥ পরে সেই
 চারি জনঃ করযোড়ে নিবেদনঃ করি ভাষে তোষে নূপ
 বরে । বলেতুমি দয়াময়ঃ নিরাশে দিলে আশ্রয়ঃ মজ্জী
 পাছে বিপরীত করে ॥ শুনি রাজা ক্রোধে কয়ঃ এনাছি
 সম্ভব হয়ঃ দাসহেত্তু প্রভু আজ্ঞা লোপ । তোমরা সম্ভাব
 মনেঃ থাক মম নিকেতনেঃ ত্যাগকর মনোগত ক্রোধ ।
 কহিতে কথ্যঃ যোগেন্দ্র যাইল তথাঃ গিয়া দেখে আর
 চারি জন । শেষে পরিচয় নিয়েঃ মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েঃ
 ভূপতিরে করেন ভৎসন ॥ যোগেন্দ্র ক্রোধেতে কয়ঃ এ
 তব উচিত নয়ঃ শুন ওহে রাজার তনয় । শত্রু সঙ্কে রঞ্জে
 দ্বাসঃ কিছুকালে সর্বনাশঃ দরকারি দেয়তো সভায় ॥

রাজাবলে অঙ্গীকারঃ মিথ্যা না হবে আমারঃ বলইতে
যেবোল উচিত । মন্ত্রী কথা নাহি করঃ মনেতে বিবাদে
রয়ঃ ভাবে বিধি হৈল রিপরীত ॥ দ্বিজশ্যাম তারেবলে
এঘটনা গৃহকলেঃ রাজার জন্মস্থ বৃহস্পতি । দৈবেতে
করয়ে সর্বঃ যাবে গর্ব হবে খর্বঃ বন্ধনে রুহিবে নরপতি

প্রতাপকুন্দের মন্ত্রির সহিত মনোভঙ্গ ।

পয়ার । এইরূপে চারি জনে রাহুল তথায় । নানা
কাব্যরসে তোষে সতত রাজায় ॥ ক্রমে ছয় মাস রুহে
সেইস্থানে । বাড়িল অধিক প্রেম নৃপতির মনো ॥ রাজার
সহিত সদা রুহে চারি জন । একত্র আহার নিদ্রা বসন
শয়ন ॥ দিবানিশি মনোভঙ্গ করয়ে রাজার । যাহাতে
মন্ত্রির মুখ নাহি দেখে আর ॥ কেবল গেলানি বাণী
কহে অবিরত । দশজন চক্র ভাবান ভূতগত ॥ মনো
ভঙ্গ হয় পরে মন্ত্রির সহিত । সুহৃদ হইল রিপু রিপু যে
সুহৃদ ॥ আপনারা করে কর্ম মন্ত্রী দোষ দেয় । ছিন্ন
ভিন্ন ভাব তাহে হইল রাজার ॥ দ্বারিকে অনুজ্ঞা দেয়
পরে মহিপাল । মন্ত্রির আসিতে মানা শুনরে কোর্টাল
এখানে সম্বাদ নাহি জানেন যোগেন্দ্র । শিবিকারোহণে
যেন আইল মহেন্দ্র ॥ যাইতে দ্বারেতে মানা করে দ্বারি
গণ । শুনরা বিস্ময় হয় মন্ত্রী বিচক্ষণ ॥ আমারে যাই
তে মানা একি শুনি আর । এতদিনে রাজ্যব্যক্তি গেল
ছারখার ॥ মনোভঙ্গ করিয়াছে কুসঙ্গি রাজার । নহিলে

আমারে কেন হেন ব্যবহার ॥ নাছিল রাজত্ব হবে নাহি
 ছিল ধন । সেকালে আমার বশ আছিল রাজনা ॥ নিশ্চয়
 বুঝিল মন্ত্রী দৈবদোষ ধরে । নহিলে এমন বুদ্ধি কেবা
 লোপকরে ॥ এতবলি ক্রোধে মন্ত্রী কহে হারপালে । কহি
 বে আমার কথা অবোধ ভূপালে ॥ বিপদে বিষমঘোরে
 যে করিল পার । তাহাকে আসিতে মানা করিলে এবার
 পুন রাজ্যভুক্ত হবে রবে কারাগারে । সেকালে অবশ্য
 রাজা শ্রাবিবে আমারে ॥ আমাহইতে হৈলে রাজা পুন
 ত্যজ তুমি । তব সম কত রাজা করে লব আমি ॥ এই
 কথা কহ গিয়া রাজার গোচরে । এতবলি চলে মন্ত্রী
 আপনার পুরে ॥ ত্রিশ্যাম কহিছে রাজা অবোধের
 প্রায় । ফেলিলে হরিণে ফান্দে আর কোথা যায় ।

প্রতাপরুদ্রের বন্ধন দশা ।

এিপদী । নিজ গৃহে মন্ত্রী যায়ঃ মনে বলে হায়ঃ ঘো
 রদায় ঘটিল রাজায় । একি বুদ্ধি বিপরীতঃ রিপুসনে
 হৈল মিতঃ অনুচিত দৈবেতে ঘটায় ॥ রাজার কি দিব
 দোষঃ সকল গৃহের বশ মৃত্যুকালে বুদ্ধি লোপ পায় ।
 ডাকছিল মহাজ্ঞানি জগতে যাহার বাণী বেদের সমান
 লোকে গায় ॥ তাহার মরণ কালে বিপরীত গৃহজালে
 ঘটে বুদ্ধি না রহিল তার । সেইরূপ গৃহতরে বুদ্ধি লোপ
 নৃপবরে নহে কেন হেন ব্যবহার ॥ কল্প গতি পাবে ফল
 হাসিবে রিপু সকল অবশ্য বন্ধন করি লবে । শেষে হব

অপমানঃ দ্রুত করিব প্রস্থানঃ নিজগণ লয়ে কাশীস্থর!!
 এত বলি কাশীদেশেঃ অমাত্য যোগেন্দ্র শেষেঃ বাস
 করে হয়ে কুত্ হলি। এখানেতে চারিজনঃ রাজারে কহে
 বচনঃ বলে শুন এক কথা বলি ॥ বহুদিন আসি হেথাঃ
 না দেখি মৃগয়া প্রথাঃ বৃথা দিন করিহে যাপন। রাজা
 হয়ে রাজ্য করেঃ মৃগয়া না কৈলে পরেঃ রাজ্য মধ্যে
 নহে সে গণন ॥ চল যাই মৃগয়ায়ঃ শুনি ভূপ দিল সায়ঃ
 আনি হয় সহিস যোগায়। রাজাবলে সেনাগণঃ সঙ্কেযাবে
 কত জনঃ তারা বলে কি কায তাহার ॥ একারজা অশ্বো
 পরেঃ তাহাদের সমিভারেঃ আপনার দেশ ছাড়াইল।
 ক্রমে২ নানা দেশঃ ছাড়াইয়া হৈল কেশঃ অবশেষ
 তাহারা কহিল ॥ তুরঙ্গ উপরে রায়ঃ বহু দূর যাওয়া
 দায়ঃ শিবিকা বাহনে এবেচল। শুনি রাজা বলে ভাল
 তথনি শিবিকা এলোঃ পূর্বের সঙ্কেতগড়া ছিল ॥ যথায়
 বর্গি জশ্বরঃ লয়ে যার সে নগরঃ ক্রমে২ যাইল তথায়।
 না দেখি আপন জনঃ কিবা হিন্দুগুম্মানঃ পরে রাজা
 তাদের সুধায় ॥ কোথা লয়ে যাও মোরেঃ কভু নাহি এ
 নগরেঃ আসিয়াছি হেন অভ্যুপ্রায়। শুনি সেই চারিজন
 ব্যক্তিতে কহে বচনঃ কোথা যাও নাহি জান মনে ॥ উদা
 সীন হয়ে এলেঃ রাজা হলে যার বোলেঃ লয়ে যাই তার
 সন্নিধানে। নাহি কর অনুযোগঃ কার রাজ্য কর ভোঃ
 • নিহুরেতে হা দুরাচার ॥ লইয়ে রাজার পাশেঃ শান্তি

দিব অবশেষেঃ হেসে বলে বারেবার্ । শুন রাজা ভয়
 পায়ঃ চৌদিকে নেহালে চায়ঃ নাহি দেখে আপনার
 লোক ॥ করে খেদ কহু তরঃ আঁখি ঝারে ঝরঃ মনে
 বাড়িতেছে শোক । বলে বিশ্বাস ঘাতকিঃ এরা তো মহা
 পাতকিঃ তও করে ডঙ দিল মোরে ॥ করিল সুন্দর ভেদ
 মন্ত্রি মঞ্জিতে বিচ্ছেদঃ শেষে একি ফেলে ঘোর ফেরে ।
 কি দোষ কাহার দিবঃ দৈবেতে করয়ে সবঃ নিশ্চয় বো
 ধিবে সে রাজন ॥ হায় মন্ত্রি কোথাকারে গেলে ত্যজি
 য়া আগারেঃ এই দায় কেকরে মোচন । কহিতে কথ্যঃ
 সে রাজা বসিয়া যথাঃ তথা লয়ে গেল এরা জারে । দেখা
 মাত্র কোপ ভরঃ কহিল যে নৃপবশ্বেঃ বন্দি করি রাখ
 কারাগারে ॥ শেষেতে জানে রাজনঃ দোষীনহে এই জনঃ
 মন্ত্রির মন্ত্রণা কুচাতুরি । সন্ধান করিয়ে তারেঃ যে জন
 ধরিতে পারেঃ সেই রাজ্য হইবে তাহারি ॥ মগধ মথুরা
 ঢাকাঃ শতিনদী একচাকাঃ অটক কটক অরাসন । রাজ
 অঞ্জা জানি মনেঃ নানা স্থানে অশ্বেষণেঃ ভ্রমণ করয়ে
 দূতগণ ॥ শেষে তন্তু না পাইয়াঃ রহিল মোনি হইয়াঃ
 এখানেতে মন্ত্রি অহরহ । আনন্দে কাশীসহরেঃ মনে হর
 পুরী করেঃ নিত্য মহামহোৎসাহ ॥ পরেতে জানিল
 মন্ত্রিঃ রাজা হৈল হিন তন্ত্রি বন্দী হয়ে আছে কারাগারে
 শোকে চিত বিষাদিতঃ বলে হবে বিপ্লবীতঃ আগে অ
 মি কহিলাম তারে ॥ শুনে রাজা কুণ্ঠাঃ আগারে

যাইতে মানাঃ ভাল ফল ফলিল তাহারে । আমি যদি
মনে করিঃ এখনি আনিতে পারিঃ বন্ধ করি পুন সে
রাজারে ॥ শুনি তারনারী কয়ঃ পার যদি গুণময়ঃ তবে
তো করহ প্রতীকার । তোমা বিনা কেবা তারেঃ এমন
বিপদে তারেঃ তব সম বুদ্ধি সাধ্য কার ॥ হেন যদি
সাধ্য থাকেঃ অবশ্য আনহে তাকেঃ দেখ যেন নাহয়
বিপদ । পুনশ্চ যেন তোমারেঃ নাহি রাখে কারাগারেঃ
শুনি মন্ত্রী হাসয়ে ঈষদ ॥ আমাকে বন্ধন করেঃ হেন নাহি
এসংসারেঃ অদ্যাবধি জন্মনহে তার । আমি যদি করি
ফন্দিঃ দেব রাজ হয় বন্ধিঃ মানুষ তাহাতে কোন ছার ।
এক মাস পরে সবেঃ রাজারে দেখিতে পাবেঃ বর্গিণে
আনিব বন্ধ করি । এত বলি মন্ত্রী রাজঃ করিছে গমন
সাজঃ মনেঃ সুরিয়া ক্রীহরি ॥ দ্বিজরাজ রাজঃ তাহ র
অরি অঙ্গজঃ তার অরি বৈরিকাল হীনে । পক্ষ হেতু
পূজিপক্ষঃ নাশিল নিজ বিপক্ষঃ শ্যাম তার পদ
ভাবে মনে ॥

মন্ত্রির মহারাষ্ট্রে গমন ।

পয়ার । যাইবারে সে নগরে মন্ত্রী করে সাজ । ভাবে
কতকাল বন্ধ করে মহারাজ ॥ বড়ই নিরোধ বেটা মনে
হয় খেদ । এত দুঃখ হৈল মম সঙ্গে করে ভেদ ॥ যাইউক
দিনের গৃহ ফল পূর্ণরূপ । অবশ্য উদ্ধার আমি করিব
সে ভূপ ॥ আমি পূর্য্য ক্রোধ মনে রাখি যদি তায় । তবে

তো কখন আর নাহবে উপায় ॥ আনিজে উদ্ধার করি
 অবোধ রাজারে । ঘুমিবে আমার যশ সকল সংসারে ॥
 সঙ্গে চল সাত ডিঙ্গা মুকুতা প্রবল । মণি চুনি মোনহর
 পান্না আর লাল ॥ একত ডিঙ্গা সহ দশ মহাজন । সেপা
 ই শতেক রহে যেগম শমন ॥ একত তরিতে কামান
 দ্বাদশ । জাহাজ ভরিয়া রাখে বারুদ বাকস ॥ দামামা
 দগড়া কাড়া নাগরা নিশান । সকল ডিঙ্গায় রহে প্রত্যে
 ক সমান ॥ সকলর এই কথা কহে মন্ত্রিবর । আমার
 ছকুম সবে শুন নিরহর ॥ যাইয়া বর্গির দেশে দামামা
 বাজবে । সদাগরী করি মোরা জিত্তাসিলে কবে ॥ এসে
 ছি বাণিজ্য আশে দিবে পরিচয় । আসিবে অনেক
 লোক খরিদ আশয় ॥ যে বস্তু যেই দরে জান আছে
 কেনা । কহিবে তাহার দর দরে অষ্টগুণা ॥ কেহ যেন
 কোন কিছু লইতে না পারে । আসিবে ব্যাপারি কত
 শত যাবে ফিরে ॥ তোমরা সকলে এই বাক্য মাত্র কবে
 এসকল বস্তুর মূল্য অন্য কে জানিবে ॥ যদিপি থাকিত
 হে প্রতাপরুদ্র রায় । তবেতো চিনিত দ্রব্য নহিলে ত্র
 থায় ॥ এই গজমতি কিম্বা এই লাল চুনি । দৃষ্টিমা ত্র
 দর এর কহিত এখনি ॥ এই রূপ ঘোষণা করিবে সর্ব
 জন । যদবধি পুন মম না হয় গমন ॥ কহিতে কথা
 যাইল তথায় । ডঙ্কা করি সমাচার সহরে জানায় ॥
 আইল ব্যাপারি কত খরিদের তরে । বনিত নাহয় দরে

সবে যায় ফিরে ॥ সকলেরে কহে হেন না দেখ নয়নে ।
বলিবে ইহার দর তোমরা কেমনে ॥ যদি রাজা প্রতাপ
রুদ্র থাকিত হেথা । নিশ্চয় কহিত মূল্য যথা আছে
প্রথা ॥ এই কথা সর্বজনে শুন ফিরে যায় । কোন
জন গিয়া জানায় রাজার ॥ এখানে যোগেন্দ্র মন্ত্রী তারি
ত্যাগ করি । উপরেতে উঠিলেন সুরি ত্রিপুরারি ॥
কেমনে রাজারে মুক্তি করি যুক্তি তার । কূলে বসি মনে
ভাবে আপনার ॥ নাগলতা ঋণসুতা তার পতি যার ।
গুণগায় শ্যামচয় পদদ্বয় তাঁর ॥

২. ত্রির ছদ্মবেশ ধারণ ।

মনে চিন্তাকরি মন্ত্রি বুদ্ধিমান । সম্বরিতে নিজরূপ
চিন্তে চেষ্টা পান ॥ ত্যজিয়া বসন পরে চট্টের কোপীন
সর্বাজ্ঞে বিভূতি মাটি যেন দীনহীন ॥ কড়ু চলে কড়ু
বলে কড়ু ধরাতলে । শয়ন করিয়া কত সত্ত কথা বলে ॥
পাগলের প্রায় গায় হাশে নাচে কত । কখন রোদন
করে যেন উন্মাদিত ॥ কেবল আছিল সঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রাশত
গচ্ছিত রাখিল তাহা দেখি লোক শত ॥ বৃদ্ধ এক দো
কানি দোকান রম্য তার । আপনি করয়ে কর্য কেহ
নাহি আর ॥ তাহারে কহিল বাপা শত মুদ্রা লও ।
কাহারে নাহিক করে মোর মাথা খাও ॥ নিশাতে যথ
ন আমি ডাকিব সঙ্কেতে । খাদ্যদ্রব্য আয়োজন দিবে
মোর হাতে ॥ হাঁড়ি কাষ্ঠ চালুঘূত আর যাহা হয় । গো

পনে আমারে দিবে শুন মহাশয় ॥ ধনৈতে সন্তোষ হয়
 সেই দোকান দার । সদাকাল রহিল নিযুক্ত কর্ত্তে তার
 পরেতে পাগল বেশে ভ্রমে মন্ত্রীবর । তন্নকরিয়া নগর
 ঘরং ॥ বদনে সদাই তার একথা প্রকাশ । প্রতাপকৃষ্ণ
 বাঁধা আছে শুনি রাজবাস ॥ চারিজন রাজমন্ত্রী সমান
 রাজার । দাস হয়ে চরণ সেবিয়ে যে তাহার ॥ ছয় মাস
 দাস্য করি করিয়া চাতুরি । তবেতো রাজায় তারা আ
 নিয়াছে ধরি ॥ এবার তাহার মন্ত্রী একেলা আসিয়া ।
 ধরে লয়ে বাইবে এরাজারে বন্ধিয়া ॥ আর এই কথা
 কহে নেবা হবে তার । রাখিতে রাজার মান চিন্তুক
 এবার ॥ ইহা শুনি লোকগণে করে কানাকানি । পাগল
 নহিলে বলে অসম্ভব বাণী ॥ নৃপতি শ্রবণ করে আপন
 শ্রবণে । কহিল এমত কথা কহ কিকারণে ॥ মন্ত্রী কহে
 তোমার আমাত্য চারিজন । ছয় মাস করে তার চরণ
 সেবন ॥ পরে মৈত্রভেদ করি করিয়া চাতুরি আনিয়াছে
 মহারাজে ছলকরি ধরি ॥ সেসময় মন্ত্রিরাজ না ছিল
 সেখানে । তাহার সমীপে ভূপে কেবা ধরে আনে ॥
 এখন তাহারা সবে আছে বর্ত্তমান । সচেষ্ট রত্নক তব
 করিতে কল্যাণ ॥ যাহয় উচিত কর এই সমাচার । পরি
 বর্ত্ত হবে বন্ধ বিরুদ্ধে তোমার ॥ শুনি বাণী নৃপমণি
 হাসে খলং । নিতান্ত যানিল মনে এবড় পাগল ॥
 রাজা বলে খান পিনা ছই সাঁইজী । শুনিয়া পাগল

রাজ হাসে হিঃ হিঃ ॥ ভূপতি আহার দেয় লয় ভূজ পার
 ছড়াইয়ে ফেলে দিল কোপিত অন্তরে ॥ বাসায় প্রভৃতি
 পক্ষী করয়ে ভোজন। দেখিয়া মন্ত্রিতো তবে করয়ে
 নর্তন ॥ কখন কৌপীন ধারী কখন উলঙ্গ। তৈল বিনা
 খড়ি উঠে ফাটে সর্ব অঙ্গ ॥ কিন্তু মুখে এই কথা সর্ব
 ক্ষণ বলে। ধরে লয়ে যাবে ভূপে শুনহে সকলে ॥ সকলে
 পাগল বলে উপহাস করে। রাজপাত্র চরি ধীর মনে
 তে শিহরে ॥ কিজানি এ কোন জন কেমন পাগল।
 সন্ধান করিব সত্য কিবা করে ছল ॥ সারাদিন নগরে
 ফিরে ঘোরে। কার দানাপানি কভু গৃহণ না করে ॥
 এত বলি চারি জনে করিয়ে মুকতি। সজ্জেতে রহিল
 তারা সংগোপনে অতি ॥ এখানে গ্রহর নিশা হইল
 গগনে। মন্ত্রিরাজ আইল মুদির সম্মিথানে ॥ গত মাত্র
 আহারের পায় আয়োজন। করেছে লইল ভক্ষ্য বিপক্ষ
 দলন ॥ একজন দেখি ভাবে কেমন পাগল। কোথা
 হৈতে আয়োজন লইল সকল ॥ জানিতে বিশেষ তার
 কোন কর্ম করে। এত ভাবি একজন উঠে বৃক্ষোপরে ॥
 মন্ত্রি নাহি জানে পিছে আছে অরিজন। শাশানে দুর্গ
 ম স্থানে করিছে রন্ধন ॥ গাছ হৈতে সব তত্ত্ব দেখিছে
 সেজন। বলে এ বেটার হয় সকলি ভণ্ডন ॥ যেহোক
 ধরিব এরে আহারের পরে। হেন কালে মন্ত্রিরাজ উদ্ধ
 দুষ্টি করে ॥ দেখিল সন্ধনী জনে আছে বৃক্ষোপরে।

বিধাতা না দিল আজি আহার আমারে ॥ এত বলি
উঠিমস্তি করিয়া গজ্ঞান। উচ্চৈঃস্বরে বলে বেটা পাপিষ্ঠ
রক্ষন ॥ বকর করে গালি দিতেছ আমারে। আজিসে
পাঠাব তোমায় বমের নগরে ॥ অতঃপরে কাষ্ঠধরে
মারিল হাঁরিতে। সর্ব ভূষ্ট নষ্ট হয় কাষ্ঠের আাতে ॥
কহিতে যেমন গালি দিল তার কল। উপযুক্ত বলে
গুন হামে খলং ॥ সে স্থান তেজিয়া পুনরায় অন্য স্থানে
নিশ্চয় পাগল এটা সেই বেটা জনে ॥ কহিল আপন
গণে শুন সমাচার। বড়ই পাগল বেটা করেনা আহার।
শুনিয়া সন্তোষ হয় তার সঙ্গিগণ। এখানে বর্গির রাজা
ভাবে মনোমন ॥ আসিল ব্যারি দেশে সাত ভিজ্ঞা লয়ে
নাহি হয় বিক্রী তার কিসের লাগিয় ॥ প্রতাপরুদ্র বিনা
চিনিতে নারিবো তাহারে খালাসকরে তরায় আনিবো ॥
শুনি জমাদার আনে ধরিয়া ভূপতি শীর্ণজীর্ণ বিশীর্ণ
মলিন দেহ অতি ॥ রাজা বলে শুনওহে নৃপবর।
তুমি নাকি জান ভাল জহরের দর ॥ আমার সহিত চল
তরায় তথায়। এত বলি দুই জনে হরষিতে যায় ॥
ক্রীশ্যাম কহিছে ক্ষিপ্ত হয়ে মস্তি রাজা এত দিনে সাধি
লেক আপনার কায ॥

প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার ও বর্গিরাজার বন্ধন।

এিপদী ॥ সঙ্কেতে লয়ে ভূপতিঃ চলিলেন নরপতি
ঘাটে দেয় বার দুই জনা। পাইয়ে রাজার সাড়াঃ চারি

দিগে লোক ধাড়াঃ প্রণাম করিছে অগণনা ॥ হেন কালে
 মন্ত্রী রাজঃ সাজিয়ে পাগল সাজঃ সেই কথা কহে পুন
 রায় । এই দেখ এরাজায়ঃ ধরেনয়ে মন্ত্রী যায়ঃ কার
 সাধ্য রাখিবে উহায় ॥ শুনি পাগলের ভাষঃ কেহ না
 করে বিশ্বাসঃ ক্রমে উত্তরিল ঘাটো ধরিয়া রাজার করে
 উঠিল তরনী পরেঃ মন্ত্রী বলে কেবা আর আঁটে ॥
 দেখাইছে জহরাৎঃ হেনকালে অকস্মাৎঃ পাগল উঠিল
 তরি পরে । গতমাত্র নিজবেশঃ ধরিল অতি সুবেশঃ
 দেখে হর্ষ হয় নৃপবরে ॥ মন্ত্রিরাজ আজ্ঞা দিলঃ দাঁড়ি
 মাঝি যারাছিলঃ প্রাণপণে বাহিতে লাগিল দেখি বড়ি
 রাজা মনেঃ ওমাদ অপনগণেঃ সত্য কথা কোথায়
 পাগল ॥ পরেতে করে কারাজঃ গুলি উড়ে যেন বাজঃ
 কেহ নাহি নিকটে আইল । পরে কত দিন গতেঃ উপ
 নীত হৃদশেতেঃ মন্ত্রিরাজ স্বকায সাধিল ॥ রাজরে
 করি ভৎসনঃ মন্ত্রী কহে কুবচনঃ শুনি রায় ধরে তার
 পায় ॥ তুমি মন্ত্রী আছ যারঃ কিসের বিপদ তারঃ
 আমি তব হইলাম দস । ১ আজ্ঞা করিবে তুমিঃ তব
 আজ্ঞাবহ আমিঃ সত্য এইতো নিষ্যস ॥ যে ইচ্ছায়
 তোমারঃ কর ভাই এইবারঃ তুমি মম তাতে সমান ।
 মন্ত্রির রমণী আসিঃ মনে হয়ে মহাখুসিঃ প্রিয় বাক্য
 প্রিয়ে করে দান ॥ তুমি পতি বৃহস্পতিঃ তব তুল্য নাহি
 মতিঃ অতি বিচক্ষণ বিবেচনা । সকল রাজার শ্রেষ্ঠঃ

মহারাজ। মহারজুঃ এরে কষ্ট আরছে দিওনা ॥ দেখিয়া
 ইহার মুখঃ বিদরে আমার বুকঃ কিঞ্চিৎ খেকরহে বকুন।
 রাখিরা রাজ সন্মানঃ লিখ লহ রাজ্য দানঃ নিষ্ক
 রেতে করের ঘোষণা ॥ যদি নাহি পরে দিবেঃ সত্যভুক্ত
 অধোবাবেঃ তব যশঃ রহিলে ঘোষণা । শুনি সেই রূপ
 করেঃ ছাড়ি দিল নৃপবরেঃ স্বদেশে সে করিল গমন ॥
 মন্ত্রী মন হরষিতেঃ রাজ্য করে আনন্দেতেঃ পাত্র হইল
 রাজন । অনলে উৎপত্তি বারঃ যেজন অধিপ তারঃ
 তাহার দুহিতা কান্ত যিনি । দ্বিজ শ্যামাচরণঃ অশা
 করে সৰ্বক্ষণঃ তাঁর রাজ্য চরণ দুখানি ॥

গোপালের মন্ত্ৰণা ।

পয়ার ॥ গোপাল কহিছে রাজা কেন বিষাদিত । মন্ত্ৰি
 গণে কহ তত্ত করিবে বিহিত ॥ রাজাবলে মন্ত্ৰি মম
 কেয়াছে এমন । কার্য্যউন বাবে দ্ব্যন ত্রিগুণ ভোজন
 তাহার মধ্যেতে গণি তোমারে প্রধান । তুমি যদি এই
 ঘোরে দেহ প্রাণ দান ॥ যাহা চাবে তাহা পাবে করি
 অঙ্গিকার । যদ্যপি রাখহ মান আমার এবার ॥ হাি রা
 গোপাল বলে এই কোন ভ'র । তিন দিন মধ্যে দ্বি
 করিব উদ্ধার ॥ কিন্তু এক কথা কহি শুনহে ঠাকুর । ন না
 রঙ্গ বস্ত্র মোরে দেওতো প্রচুর ॥ পঞ্চাশ রকম বাস গজ
 পরিমাণ । তুরায় ভূপতি মোরে করহে প্রদান ॥ তখনি
 আরতি দিল বৃষ্ণচ দ্র রায় । হরিষে বিষাদ মনে ভাঁড়

গৃহে যায় ॥ আনন্দে করয়ে চিত্তা কিসে হবে জয় ।
কোন গুহুলয়ে আমি যাইব তথায় ॥ বিদ্যা শূন্য ভট্টা
চার্য্য আমি কাব্য করি । কিকপেজিনিব সভা কি করি
চাতুরি ॥ ক্রীশ্যাম কহিছে তারেকরি উপহাস । খটাজ
পুরান আছে ভূকম্প প্রকাশ ॥

গোপালের নবাব সাহেবের নিকট যাত্রা

ও দ্বিজের উদ্ধার ।

ত্রিপদী ॥ গোপাল আসিয়া ধরেঃ মনে চিন্তা করে
কি প্রকারে রক্ষা হবে মান । কেমনে হইব পারঃ করিব
দ্বিজ উদ্ধারঃ এবার বিষম সম জ্ঞান ॥ অতি তিক্ণ মেধা
ধরেঃ মনেতে যুক্তি করেঃ ভাজে পারে খটাজের খুরা
গজাজলী দিয়া শালঃ প্রথমে বাহ্লিল ভালঃ তার পর
সাটিন টুকরা ॥ তারপরে মখমলঃ তাম্বাস শোভে
ভালঃ তদুপরে ওড়া বাগারসী । পরে সুলতনি বনাৎঃ
লেটেতে মড়ে পশ্চাৎঃ পরে ঘেরে ধূপেতারে কশী ॥
ঢাকাই রোমাল দিয়েঃ বাক্সে যতন করিয়েঃ পরে নিম্ন
দিয়া বাক্সে খুরা । ইস্তক সালের ফাড়াঃ নাগাদ পাট
নাই গড়াঃ মোড়াইল পঞ্চাশ টুকুরা ॥ আপনি পণ্ডিত
বেশঃ ধরিলেন অবশেষঃ তম্পীদার ঝাপি লয়ে যায় ।
এটেল মাটির ফোটা গলে উপবিত মোটা মুখে ঘটা
স্তবের ছটায় ॥ হেন বেশে অবশেষে যাইল যাহর বাসে
দেখিয়া সম্ভাষে সেইজন । কহিতে নাহিক প্রশ্ন উত্তর

করয়ে তিক্ত আগমন শুন যে কারণ ॥ ভূমিকম্প গনি
 বায়েছকুম আছে ছজুরে তেকারণে আমার গমন ॥
 শুনিছি পণ্ডিত গণে নাজানে কেমনে গণে আসিয়াছি
 করিতে গণন ॥ শুনিবানী হর্যহর কহে শুনি মহাশয়
 তবতুল্য নাহি অন্য গণী ॥ এতবলি বাসা তারে দল অতি
 সমাদরে আহ রের উত্তম যোগানি ॥ দধি দুধ মিষ্ট অন্ন
 চতুরস ভিন্ন পরিপূর্ণ বাসায় শাজায় ॥ উত্তম আহ র
 পেয়ে গোপাল আনন্দ হয়ে তিন দিন রহিল তথায় ॥
 সকলে করে সন্মান বলে হেন বিদ্যাবান নাহি আর
 গোঁউড় মণ্ডলে ॥ দ্বিজগণে দেখি বায়ে চলে ভাঁড় কারা
 গারেদেখে তথা নিজীবি সকলো ॥ গোপালে দেখি উত্তর
 কাহার না সরে সর আঁখি মা হু বোরে বর ॥ গোপাল
 প্রবোধ কর তোমরা ত্যজহে ভর আমি সব করিব
 উদ্ধার ॥ শুনি আসিষাদ করে গোপালেরে দ্বিজবরে তার
 পরে সেস্থান ত্যজিয়া ॥ বাসায় আরাম করে যেন কত
 রাজ্যে করে দেখে তারে নবাব আসিয়া ॥ এক দিন যাহা
 পান করিয়ে মনে মন্ত্রণা বলে বুধে আনহ ডকিয়া ॥
 বার্তানাত্র দত্ত ধায় গোপালে লইয়ে যায় যাহার
 আছেন যেবসিয়া ॥ নবাব কহিছে বাণী গণনা কর আপ
 নি কবে হবে ধরাকম্প আর ॥ যে অজ্ঞা গোপাল বলি
 আপন পুরাণ খুলি করে গুণ নিগুণ প্রচার ॥ এক পদ্য
 রাখি তার খুলিল বেবাক আর গণনার উন পঞ্চাশত ॥

পুনএকং করে বদ্বন করিল পরে রাখিল যেমন পূর্বমন্ত
 পুনশ্চ প্রকাশে সব ক্ষণে করে তিরত'ব ক্ষণে খোলে
 এক পদ্য রাখি। নবাব পুতির নাম হেরে হয় হতজ্ঞান
 আর না পালটে দুটি আখি ॥ এক বার সব খোলে
 পুন বাক্তি তাহা তুলে পুন খোলে বলে অসম্ভব। নবাব
 শুবাব যারা গণ্ডমুখ হৈল তারা পণ্ডিতের কিবা দোষ
 দিব ॥ হেন মতে দশবার এইরূপে বারে বার নবাব
 কহিছে কিবা কহ। শুনেছি আপন কাণে ভণ্ডনা না
 করো বেনে গোপাল কহিছে শুন সাহ ॥ আমি কি
 কহিতে পারি খটাজ পুরাণ ভারি সৰ্ব শাস্ত্রের সুসার
 রচন। কহিল আমারে সত্য বিষয়ে হইয়া মন্ত নবাব
 হয়েছে জ্ঞান হীন ॥ একি গণ্ডমুখ পনা নাহি কিছু বিবে
 চন। দেখে শুনে অবোধের প্রায়। হিন্দুর পণ্ডিত যত
 স্বর্গ বর্গ আছে জ্ঞাত যবন অধম অধো যায় ॥ তাহার
 কারণ শুন কহিছে মম পুরাণ এত বলি খোলে পুনরায়
 কহিছে নবাবে পরে হিন্দুর স্বজন মরে দাহকরে ধূম
 উর্দ্ধে যায়। যখন গণি আমরা কাণে কহে তারা উর্দ্ধে
 থাকি স্বর্গের খবর। যবন মরিলে পরে তাহাকে সিঁধুকে
 পুরে মাটি কুড়ে দেয়তো কবর ॥ নীচের খবর যত
 সবনে আছে বিদিত পাতাল বর্গের কথা জানে। যদি
 গণে মুসলমানে তবেবলে কাণে একপ তাদের পিতৃগণে
 মাটি টর ভিতরে থাকে মাটি টর খবর রাখে হিন্দু গণে

গণিবে কেমনে। যদি হিন্দু দিত গোর তুবতো পাইত
 ঠোর ভূমিকম্প কহিত গণনে ॥ আমার পুরানে গাঁথা
 কহিল প্রমাণ কথা ইচ্ছা যথা কর মঁহা পনা। নাহি
 কহি অনুমান মমশাস্ত্র বর্ত্তমান কথাকহে তাকিয়া
 দেখনা ॥ শুনিয়া নবাব ভাবে এইতো প্রমাণ হবে ভট্টা
 চার্যের শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ। পিতৃলোক গুণে গণে ধূমা
 গতিতো গগনে যবনের কবর বিখ্যাত ॥ পরে যত দ্বিজ
 গণে ছাড়িল বিচারি মনে নানা রত্ন ভাণ্ডে করে দান।
 যত সব দ্বিজগণ করি বেদ উচ্চারণ গোপালেরে করেন
 কল্যাণ ॥ শেষেতে যবন গণে রাজার জুজুরে আনে
 বড় কাঁজি মোল্লা ধরি। ফকির দরবেশ সাই যেখানে
 যাহারে পাই দূত গণ লয় বন্ধ করি ॥ যত নেড়ে দেখা
 পায় ধরিয়া লইয়ে যায় বলে বল ভূমিকম্প কবে।
 শুনিয়া যতক মোল্লা বলে তোবা অল্লাহ বিচমোল্লা
 চেলা কিসে হবে ॥ কেহনাহি করে শব্দ সকলে রহিল
 স্তব্ধ নবাব করিল জয় পরে। রাখিয়া যে কারাগারে
 অন্নপানি বিনা মারে সকলে কাঁদিছে উচ্ছ্বরে ॥ কত
 নেড়ে গেল মরে কেবা তার দণ্ড করে কেহ না গণিতে
 পারে কম্প। ক্রীশ্যামাচরণ বলে সেইতো পুণ্যের ফলে
 দুসাতলে গেল হেন দম্প ॥

গোপালের রাজার নিকট গমন।

পর্যায় ॥ শুনিয়া নবাব পুরুষার করে ভাণ্ডে।

নির্দোষ জানিয়া দ্বিজগণে দিল ছেড়ে ॥ সঙ্গে লয়ে রঙ্গে
 বিপ্র সমূহ গোপাল । উপনীত হৈল আসি যথা মহি
 পাল ॥ ব্রাহ্মণের কোল হল জয় ধ্বনি । শুনিয়া পুলকে
 পূর্ণ হৈল নৃপমণি ॥ দ্বিজগণে কহে রায় কহ সমাচার
 কেমনে সে ঘোর দায় পাইলে নিস্তার ॥ পণ্ডিত সকলে
 বলে নবাব পাপিষ্ঠ । কএদ রাখিয়া দুই দিল বহু কষ্ট
 ভূমিকম্প যদবধি না হতো গণন । তদবধি বন্ধকরি
 রাখিত রাজন ॥ নিশ্চয় নির্ণয় তার কেকহিতে পারে ।
 কেবল গোপাল হৈতে উদ্ধার এবারে ॥ শুনি রাজা হর
 ষিত বিশেষ বুঝিয় । শতবিঘা মহত্রাণ দিলেন নিখিয়া
 আর নানা অভরণ রতন প্রবাল । শিরপা পাইল নাল
 ঘোড়া ঘোড়া সাল ॥ দিবে তারে নিজগরে পাঠাইল
 রায় । হেনকালে অকস্মাৎ হইতে কোথায় ॥ রাজার
 বেহাই সেই সভামধ্যে যায় । পথশ্রু ক্লান্ত শান্ত শ্রম
 জল কায় ॥ দেখিয়া তাহারে সম্ভবণ করে রায় ।
 ক্রীশ্যাম কৌতুক করে বসিয়া সভায় ॥

রাজার বেহায়ের সহিত কৌতুক ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ সভায় বেহাই যায়ঃ প্রণমী রাজার
 পায়ঃ করে রায় তারে অভ্যর্থন । আইস হে মহাশয়ঃ
 বসিতে যেতাজ্ঞা হয়ঃ কোথা হইতে হইল গমন । বেহাই
 বলে বচনঃ ত্যজি নিজ নিকেতনঃ দেখিবারে তোমরে
 • এসেছি । রাজা বলে ভালঃ বা টির কুসল বলঃ দ্বিজ

বল মঙ্গল দেখেছি ॥ ভূপ কহে গুণ ধামঃ এইতো
 তোমার নাম করিতেছিলাম মনেঃ হেনকালে আগমন
 তবআরুঃ অগণনঃ শ্যাম কহে যাবল আপনে ॥ নৃপতি
 বলেন ভাইঃ বহু দিন দেখানাইঃ তেকারনে আকুল
 জাবিয়ে । গত কল্য নিশি শেষঃ দেখিয়াছি প্রত্যাদেশ
 সবিশেষ কহি বিস্তারিয়ে ॥ শুনহে বেহাই ভাইঃ তুমি
 আমি এক ঠাইঃ চলে যাই যেন পদব্রজে । নিশি যাগ
 রূপে যেনঃ অকটোলে দুইজনঃ চরণ টলয়ে পথ শুভে ॥
 হেনকালে অপক্লপঃ দেখিনু যুগল ক্লপঃ একে ক্ষীর
 অন্যে বিষ্ঠা ভরা । আমি টলে ক্ষীর হৃদেঃ পড়িলাম
 অশ্রমাদেঃ তুমি পড় নরকে নিহারা ॥ ছিছি কি কহিব
 আরঃ তব অঙ্গে বিষ্ঠা ধারঃ দেখে লোকে করয়ে উল্লার ।
 গন্ধে মার দুখ উঠেঃ কালি তুমি এশংকটেঃ পড়ি আছ
 স্বপনে আমার ॥ দেখিয়াছি যে পনঃকহিলাম বিবরণ
 ভাল মন্দ কর অবধান । বেহাই কহিছে পরেঃ কেবা য়ে
 অন্যথা করেঃ মম স্বপ্ন এইতো বিধান ॥ মহারাজা
 যা কহিলেঃ মম হৃদে সর্ব মেনেঃ দুই কূপে পড়েছি
 দুজন । আমিতো নরক কুণ্ডেঃ তুমি পরে ক্ষীর পুণ্ডেঃ
 মতঃ এ মতঃ বচন ॥ পড়ে যেন দুইজনেঃ উঠিলাম
 কতক্ষণেঃ পদব্রজে পথে চলে যাই । যেতে মহারাজঃ
 আমি চাটি তবঅঙ্গঃ সর্বক্ষেতে রসনা বুললাই ॥ তুমি
 যেন আরবারঃ চাটিনে অঙ্গ আমার বাড়ি মাত্র এই

চাটাচাটি তর অঙ্গ আশ্বাদনে আছি আমি ছুট
মনে ক্ষীরসে খাইতে পরিপাটী ॥ তুমি মম অঙ্গে যাহা
চাটি টলে কেমন তাহাঃ লাগিয়াছে বহিতে না পারি ।
শুনি সভাজন হাসেঃ রাজা ভাষে পরিতোষেঃ বলে
বেহায়ের বুদ্ধি ভারি ॥ বেহানি কেমন হয়ঃ নাহিক
দেখিলে নয়ঃ মহারাজা ভাবে মনেনমন । ক্রীশ্যামাচরণ
বলেঃ উত্তমে উত্তম মিলেঃ তেযমন দেব মেন বাহন ॥

রাজার বেহানির কৌন্তুক ।

এত ভাবি অনুচরঃ পাঠাইল নৃপবরঃ বেহাইর বাটি
তে তখন । মধুপাত্র দিয়ে করেঃ কহে তারে রাজ্যেশ্বরে
বেহানীরে বল এবচন ॥ মকরক্ক হেত্ত রায়ঃ পাঠারে
দিল আমারঃ তুরাকরি মধু দেও দান । সেই কথা শিরে
ধরেঃ গেল দূত তার ঘরেঃ দেখে তারে জিজ্ঞাসে কারণ
বেহানী কহিছে কথাঃ কিকারণ এলে হেথাঃ দূত কহে
বিশেষ তখনি । মধুর লাগিয়া মোরেঃ পাঠাইল রজ্যেশ্বরেঃ
মধুদেও ওগো ঠাকুরাণী ॥ ব্রাহ্মণী সুবোধ নারী
বৃষ্ণিল হবে চান্তরিঃ কত মধু তার পড়ে আছে ! কেবল
কৌন্তুক করেঃ জানিতে মোরে অহরেঃ কাব্যকরে দূতে
পাঠারেছে ॥ কহে দূত গেল কোথাঃ ভূপে কহ এই
কথাঃ বৃথা হেথা পাঠাইল চর । যত মধু মোর ছিলঃ
তার বেই ফুটাইলঃ খাইলেক যোড়শ বৎসর ॥ নামে
গোপ ভক্তি কঁজিঃ বিধাতা দিয়াছে বাজিঃ মধ নাই

পাত্র মাত্র আছে । যদি চাহে অধিকারীঃ 'পাত্র ধোয়া
 দিতে পারিঃ মধু বধু রাখিয়া না গেছে ॥ শুনি দ্রুত
 হাস্য মুখেঃ যায় রাজার সন্মুখেঃ রায় বলে বলবের কারণ
 পরে চর সেই কথাঃ প্রকাশ করিল তথাঃ বেহানীর যে
 রূপ বচন ॥ শুনিয়া হাস্যের রোলঃ সভা মাঝে হয় গোল
 অপ্রস্তুত হয়েন রাজন । একি বুদ্ধি সুপ্রথরঃ হাঁড়ি যগ্য
 বটে গরাঃ আর শ্যাম না কহে বচন ॥

রাজার বোধু ও কন্যার কৌতুক ।

পয়ার ॥ একদিন মহারাজা করেন ভোজন । আপনি
 করিছে রাণী পারির বেশন ॥ পাশ্বে গৃহে রাজার
 কুমারী অন্ন খায় । রাজ পুত্র বধু তারে আহার যোগায়
 শশুর আহার করে ঘরে জানি মনে । রহস্য করিছে
 রান্না নন্দীর সনে ॥ ঠাকুরঝী ভাত আর চাহি কি তো
 মার । অবুলান থামে যদি লহ তবে আর ॥ শুনিয়া
 তাহার ব্যঙ্গ রাজার নন্দিনী । ঈদ হাসিয়া তারে কহি
 তেছে বাণী ॥ রাখি নিজ ভাত আর বাড়ি যদি থাকে
 শঙ্কেত করিয়া দেয়াএ আনাকে ॥ সমোচিত বিধিত
 উত্তর ধনী পেয়ে । লাজেতে মলিন মুখ রহে হেঁট পেয়ে
 আপনার কর্ণে রাজা শুনি প্রহৃত্তর । সন্তুষ্ট হইল নৃপ
 কন্যার উপর ॥ অভরণ মণিময় তালুক খেরাজ । দান
 পাত্র লিখি তারে দিল মহারাজ ॥ কন্যার এনন কথা
 নাতিনী কেনন । জানিবারে ভূপতির হইল মনন ॥

ক্রীশ্যমাচরণ বলে কৌতুক বিলাসে । এবার উত্তর
ভূপ পাবে অনায়াসে ॥

রাজার নাতিনীর সহিত কৌতুক ।

নবীন। যৌবনী ধনী বোড়শী রূপসী । তার কাছে
গিয়া রাজা কহে হাসিহ ॥ কহ দেখি বিধু মুখী কোন
রোগ ভাল । শুনি ধনী বলে বাণী শুন মহি পাল ॥
বিহিতে অতিতো কথা বৃথা যোগ্য নয় । স্থান বুঝ
টাক যদি পড়ে মহাশয় ॥ ইহা বিনা খল গণে কারে
ভাল কব । যখন যাহার ভোগ তার প্রাদুর্ভাব ॥ এহেন
বচন শুনি হসে রাজেশ্বর । শ্যাম কহে সমুচিত
বিহিত উত্তর ॥

রানীর সহিত কৌতুক ।

তাহারে অনেক মুদ্রা দিয়া অলঙ্কার । রানীর সঙ্কেতে
রক্ত করে আর বার ॥ আশারে তোমার পিতা দিয়া
ছিল বিয়া । এত সুখ ভুঞ্জ তুমি তাহার লাগিয়া ॥ স্বর্ণ
ময় অলঙ্কার জড়িয়া জড়িত । সৰ্ব্বাঙ্গেতে গজমতি
হয়েছে ভূষিত ॥ নানাবিধ বস্ত্র পর কেবা হেন পায় ।
কত আর দান কর যাহা ইচ্ছা যায় ॥ অন্যবরে হৈলে
পরে হৈত কত দুঃখ । শুনি বাণী কহে রানী করিয়া
কৌতুক ॥ গণ্ডমুখ পিতা মোর নাহি ছিল জ্ঞান । নব
বের ঘরে মোরে নাহি দিল দান ॥ তোমার নিকটে স্বর্ণ
মল নাহি পায় । সেহলে দে মাধ মোর পুরাইত রার ॥

ধনে মানে কুলে শীলে সমভাব দেখি । কেবল সোণার
 মলে হইলাম ফাঁকি ॥ বুঝিল আভাসে রাজ্য কটুভাষা
 বলে । কেবল ধনের মান্য কুলে নাহি মিলে ॥ কেশর
 কোণীয় গালি যবনান্ত তায় । ব্যঙ্গকরি পাঠরাণী কহিল
 আমায় ॥ সত্য কথা মিথ্যা নহে কি বলিবে তারে ।
 অধো মুখে মহারাজ চলিল বাহিরে ॥ শ্রীশ্যাম কৌন্তক
 করে নৃপতিরে কহে । নারীর এমন কথা শ্রাণেনহিসহে
 সদ্যফল চুচড়া মিষ্টি ।

পয়ার ॥ করিতে আশীর্ষে বন্ধি সাজায় কুঞ্জর । তাহার
 ঠুপরে বৈসে রাজ্যের ঈশ্বর ॥ চালায় কুঞ্জর বেগে আগে
 ডকা যায় । হেন কালে অপকণ দেখে তথা রায় ॥ সরো
 বরে ধীবর ধরিছে মৎস্যগণ । সেই কালে তথা এক
 আসিল ব্রাহ্মণ ॥ দর্শিত সুন্দর ছান্দ নটুয়ার বেশ ।
 গলে উপবীত মোটা পেনসেট কেশ ॥ কালাপাড়ি
 ধৃতি পরা হাতে হেম ছড়ি । পায়েতে সাঁজা নাগরা
 টেঁকে শোভে ঘড়ি ॥ রক্ত চন্দনের ফোঁটা ভালে সুশোভন
 সরোবর তিরে আসি কহিছে সেজন ॥ তিনদিন অনশন
 আছি উপবাসি । কিছু মৎস্য দেও যদি তবে করি
 আশি ॥ একথা শুনিয়া কুচ হৃষ্ট মন হয়ে । চিল চিম
 দিল তারে সম্ভাষ করিয়ে ॥ ধরত দ্বিজবর এই দিতে
 পারি । শুনি হস্তপাতে বিপ্র তার বরাবরি ॥ করেছে
 লইয়া মৎস্য হয়ে হৃষ্ট মন অকাতরে অম্বননে করিছে



প্রতারিণী ব্রাহ্মণী-

চর্ষণ ॥ সদ্যকলচুচড়া মিষ্টি আশা না রাখিব । প্রাপ্ত
মাত্রে যাইউক ভোজন করিব ॥ আশার আশায় করে
সেইতো অসার । এত বলি সেসকলি করিল আহার ॥
আপন নরনে নৃপ দেখি হেন কায । বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ
হয় ভাবে মহারাজ ॥ এমত অদ্ভুত কৰ্ম্ম জন্মিয়া নাহেরি
ইহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে না পারি ॥ এত বলি অঁাখি
ঠারে কোতয়াল পরে । লয়ে চল দ্বিজবরে আমার
হুজুরে ॥ আজ্ঞা মাত্র কোটাল ধরিয়া লয়ে যায় । এখানে
বেগেতে রাজা কুঞ্জর চালায় ॥ আসিয়া বসিল রাজা
দিয়ে রায়বার । পাত্র মিত্র ভৃত্য আদি আইল সভায়
রাজা বলে সকলেরে শুনহ কারণ । বড়ই অদ্ভুত আজি
করেছি দর্শন ॥ ধরিয়া ছিঙ্গড়ি মাচ এক দ্বিজবর ।
অপাকে ভোজন করে পুলক অন্তর ॥ দেখিয়া তাহার
কার্য্য ইতবুদ্ধি আমি । পাগল না হবে বিপ্র জ্ঞান হয়
কামী ॥ আসিতে আদেশ আছে আমার সভায় ।
বিশেষ বৃত্তান্ত ভ্রুস্ত জিজ্ঞাসিবে তায় ॥ কহিতে কথ্য
হাজির হুজুরে । সভাসদে নৃপতি দেখান অঁাখি ঠেলে
ক্রীশ্যামাচরণ তণে শুন মাহারাজ । আসার সুসার হেতু
দ্বিজের এ কায ॥

রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

ত্রিপদী ॥ ভূপতি সম্ভাষ করেঃ কহে সেই দ্বিজবরেঃ
হাস্য মুখে অপাজ নিহারে । কিজাতি কাহার সুতঃ

কোথায় কর বসত সত্য তত্ত্ব কহে আমারে ॥ কিকা
 রণে মীনগণঃ অপাকে কর ভক্ষণঃ ইহার কারণ হে
 কহিবা । শুন সেই দ্বিজবরঃ কহে মৃদু স্বরঃ উত্তর
 তাহার আর কিবা ॥ রসপুরে মম ধামঃ রসিক আমার
 নামঃ রসরাজ দ্বিজের নন্দন । রসময় জাতি কুলঃ বিভূ
 ষণ রসকুলঃ রসরঞ্জ অঙ্গ অভরণ ॥ রসনাট রসপাটঃ
 মোর দেশে রস হাটঃ রসনায় সরস বচন । রস সরসীর
 বারিঃ স্নান পান রস করিঃ চারিরস রসজ ভোজন ।
 রস শয্যাতে শয়নঃ রস আশা সর্বক্ষণঃ রসের বালিশ
 শিরতলে । রসিকার প্রাণধনঃ অরসিকে বিষ হেনঃ
 বিরসে পাঠাই রসাতলে ॥ রসবাক্য রস পানঃ মুখে
 জপি রস নামঃ প্রেমরস আমার জীবন । রসছাড়া নাহি
 থাকিঃ রসিকা স্বপনে দেখিঃ রসা ভাসে সদা মোর মন
 সুজন রসিক হলেঃ তারসঙ্গে মন মিলেঃ নীরসে নিরাস
 সর্বক্ষণ ॥ ভূমিতো রসিক জনঃ রস তত্ত্বেতে প্রবীণঃ
 শ্যামরসে প্রধান রাজন । রাজা কহে ভালঃ বিস্তার
 করিয়া বলঃ চর্য রস রস কিপ্রার । ক্রীশ্যাম কৌতুক
 ছলেঃ রাজারে বিশেষ বলেঃ যেহেতুক এই দশা তার
 নারীর রূপ বর্ণনা ।

পর্যায় ॥ ব্রাহ্মণ কহেন রাজা শুনহ ভারতি । যে
 কারণ আমার ঘটিল এদুর্গতি ॥ লম্পট স্বভাব মোর
 ভূমি নানা স্থানে । বিজ্ঞগামে এক নারী দেখিনু নয়নে

কক্ষেতে গাগরি করি বারির কারণ । সরোবর কুলে
 আসি দিল দরশন ॥ কিঞ্চপ হেরিল আঁখি সেইতো
 সমর । অপাঙ্গ ইষদ ভঙ্গ অনঙ্গ দহয় ॥ প্রফুল্লকমল মুখ
 দশন কেশর । অলকা ভ্রুগরা তাহে বৈসে নিরাতুর ॥
 মৃদুভাষি মুখে হাসি যেন জ্যোৎস্না জ্ঞান । অনিবারে
 সুখা করে চকরের প্রাণ ॥ ফুল ধনু সম তনু ভুরু যুগ
 খানি । সনোহন পাঞ্চবাণ নয়ন বাখনি ॥ আকর্ণ
 টঙ্কার তাহে বিষম কটাক্ষে । সুরে জরে যারে হেরে
 তারে নাহিরক্ষে ॥ খগওষ্ঠ নহে শ্রেষ্ঠ জিনি তিল কুল ।
 সিন্দুর বিন্দু শোভা সে আভা অতুল ॥ শোণিত দলিত
 ওষ্ঠ কোথাঃ বিশ্ব কল । তড়িত যড়িত বর্ণ সেবর্নের ডল
 কুমদ ঘুচিলা মদ কর্ণ তার হেরে । দিবশে অবশে থাকে
 মদিয়া অরে ॥ করিকর নহে কর উপমা গুণালে ।
 দেখি কর পেয়ে এর লুকাইল জলে ॥ পয়োধর কিবা
 তার ভলনা নাহয় । দাড়িম্ব কদম্ব কাটে শিহরিয়ে রস
 মেকশূঙ্গ হয় ভঙ্গ অনেক অতুল । জীফল যদ্যপি বন
 সেও নহে তুল ॥ কাম রূপ সুধাকূপ নাভির গহ্বর । সুরা
 সুরে দ্বন্দ্ব করে যাহে নিরতুর ॥ ত্রিবলি কিবলি রঞ্জ
 কামের আসন । যাহে খর নিরাতুর আছেন নগন ॥
 কিবাকিট পরিপাটী অতি কীণ তার । পশুরাদ
 পায় লাজ হেরিয়ে নাথার ॥ বনুকু কহিল গুরু মন্য
 শব্দ হেরে । লজ্জাতরে হরকরে পলায় সত্বর ॥ পরাশর

সুবিস্তার নিতম্ব তাহার । কুম্ব পৃষ্ঠ হৈতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট
 আকার ॥ রক্তাতরু সঙ্গে উক্ত উপমা না হয় । পদাঙ্গুলি
 যেন কলি চাঁপাফুল ময় ॥ পদতদ বলমল তরুন অরুন ।
 দেখি সাজ দ্বিজরাজ ভাবি মনেমন ॥ নথপরে নিশা
 করে দশ খণ্ড হয় । অগুণ্ডে কলঙ্ক রাখি রয়ে যে
 লুকায়ে ॥ চলন বারণ হেরি কাননে পলায় । রাজহংস
 সহবংশ দেখিয়া তাহার । লাজ পেয়ে দহে ছয়ে স্থান
 মাহি পায় ॥ সলিলে প্রবেশ করে গায়ের জলয় ।
 দেখিলে অখিলে তার ধর্য্য দূরে যায় । দ্বিজশ্যামে
 দহে কামে কে বাঁচিবে তায় ॥

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণীর পালায়ন ।

পয়ার ॥ সরোবরে সেই ধনী একাকিনী চলে । মনো
 হরা মনহরে অপাঙ্গের ছলে ॥ দেখামাত্র মন প্রাণ
 আমার হরিল । কটাক্ষ আমার পক্ষে বিপাক্ষ হইল ॥
 অচেতন করে মোরে বোবা সন রই । চলিতে না চলে
 পদ কথা নাহি কোই ॥ কতক্ষণে কহিলম তুমি থাক
 কোথা । উত্তর করিল মোরে কেন কহবুথা ॥ নিরুত্তর
 করি মোরে রামা গেল য় । এখানেতে আমি হই
 অন্তরে অঃর ॥ আহাঃ আস নিদ্রা ভাল নাহি লাগে
 কেবল তাহার রূপ মনে জাগে ॥ এই মনে অভিলাষ
 কিসে পাব তারে । সে রজনী গত হয় শুন তার পরে ॥
 প্রাতঃকালে আমিগিয়া বসি সেই ঘাটো সেজানে কেবল

জ্বালা যে পড়ে সঙ্কটে ॥ প্রহর প্রহরী হয়ে সেই বাটে
 থাকি। শেষে সেই ধনী এসে দূর হৈতে দেখি ॥ যেমন
 চাতকগণ দেখি মেঘ রাজ। হৃষ্টমন হয় তার সিদ্ধহেতু
 কায ॥ কতমত কথা কহি করিয়া চাতুরী। কোনমতে
 বর্গ নাহি মানে সেই নারী ॥ ভয় মৈত্র শর্ততায় করিয়ে
 প্রকাশ। তারপরে কপটে কামিনী দিল আশ ॥ কহি
 ল নিতান্ত যদি না ছাড়িবে মোরে। তবে আজি নিশি
 শেষে যাবে মম ঘরে ॥ বহি কিছু সঙ্কেত করহ অবধান
 করতালি দিও গিয়ে যথা মমস্থান ॥ আমার হইল মন
 তব ভাব যেনে। দিবসেতে এই খানে ছেড়ে দেহবোনে
 লোকেতে দেখিবে শেষে হইবে প্রকাশ। ইতোভ্রুট
 স্ততোনকঃ ন। পুরিবে আশ ॥ ইহা বলি হাস্য করে
 নয়ন অপাঙ্গে। হরিল আমার মন কুমতি কুসঙ্গে ॥
 বিশ্বাস করিয়া আশ ছাড়িলাম আমি। কহিল অবশ্য
 অদ্য রাত্রে যাবে তুমি ॥ এখানে আমার আর বিলম্ব
 নাসয়। তৃষ্ণিতাগ্রেতে কোথা বল বারি ধায় ॥ হইল
 সঙ্ক্যার কাল অঙ্গ অদর্শন। তাহার কানাছে আমি
 রহিঁয়ে গোপন ॥ মশা ডাঁশে দংশে তাহা মারিতে না
 পারি। পাছে সন্ধ্য হয় ভাবি গৃহে রূপে সারি ॥ হাঁচি
 কাশী পাইলে যে বিষম যন্ত্রণা। বদনে বসন দিয়ে করি
 হে সান্তনা ॥ হেন কালে সেই নারী কহে পতি পাশে।
 আধ মিক্ট মূদুহরে মন্দ ভাবে ॥ শুনহ ঠাকুর আমার

নিবেদন । এক বেটা মোনা কাটা করে জ্বালাতন ॥
 আমার আশয়ে ফিরে ধরে কত বার । কান্ধি দিয়ে
 আসিয়াছি গোচরে তাহার ॥ বড়ই দুরন্ত সেই লম্পট
 ব্রাহ্মণ ॥ আজি অর্দ্ধ রাত্রে তার হবে আগমন । শুনিয়া
 ব্রাহ্মণ কহে কেমন প্রকার । নারী বলে তাহারে ছাড়ান
 অতি ভার ॥ যদি মোরে যোরে ধরে করে বল ৭ কার ।
 কেমনে ধরম মম রক্ষা হবে আর । আমরা দুজন বিনে
 নাহি প্রতিবাসী । দেখিবে যখন হবে অর্দ্ধ নিশি আসি
 সেইতো লম্পট শঠ ব্রাহ্মণ গোওয়ার । আমি পলা
 ইতে পাবে তোমায় ব্যাপার ॥ কামেতে আকুল তার
 কিবা ভালমন্দ । বুঝিয়া করহ কন্ম ইথে নাহি মন্দ ॥
 শুন শিহরিয়া দ্বিজ বলে কিবা করি । নারী বলে চল
 যাই ত্যজি এই পুরী ॥ এই বেলা দ্রুত চল যেন সে না
 জানে । ইহা বলি দুইজনে চল অন্য স্থানে ॥ নারীর
 করেছে বারি পায় মাত্র রয় । ব্রাহ্মণের শিরে বোঝা
 মোট বিপর্যয় ॥ দ্রুতগতি চলে তারা ত্যজি নিজ দেশ
 পশ্চ ৭ চলিলু আমি জানি সবিশেষ ॥ মনে ভ বি
 তার সটতার গুণ । হৃদে কালি মুখে ভালি এমন বিগুণ
 যাহকু কোথায় যায় করিব নিশ্চয় । পরেতে হইল যাহা
 শুন রসময় ॥ দুই তিন ক্রোশ পথ করিয়া গমন । দ্বি
 জের বাহ্যের বেগ ঘটিল তখন ॥ বসিল শৌচেতে
 বিপ্র পগারের আড়ে । এ ছলে সেই মোট আমি লই .

যাড়ে ॥ পরে রায় বেগে আগে চলে যাই আমি । নারী
 বলে ধিরে চল ওহে স্ত্রী ॥ সুপথ ত্যজিয়া বন পথে
 আমি বাই । যেই মনে তার সনে দেখা নাহি পাই ॥
 ক্রমে নিশীশেষ হইল যখন । উভয়ে উভয় জন্ম করি
 নিরীক্ষণ ॥ হাসিয়া তাহারে আমি কহিনু বচন । যার
 তরে ত্যজ দেশ এই সেই জন ॥ দেখিয়া আমারে ধনী
 অন্তরে শিহরে । মুখেতে রাখিয়া মান সমাদর করে ॥
 সেইখানে শূঙ্করের উপক্রম করি । অধরে অধর চাপি
 গলদেশ ধরি ॥ নারী কহে কেন আর কর পর হেন ।
 এখন তোমার আমি হৈনু চিরদিন ॥ উতলায় কিবা
 সুখ হইবে সম্ভব । বাসা নিকপণ কর তথা দৌহে রব ॥
 পুরাইব অভিলাষ তথা দুই জনে । স্ত্রী মম স্বামী
 লোকে ইহা যেন জানে ॥ এত বলি ভুলাইল মানস
 আমার । কহিলাম কোন গ্রামে বল যাবে আর ॥ নারী
 কহে যে দেশে না আছে জাতিজন । সেই দেশে অন্য
 নামে রব সৰ্বক্ষণ ॥ শুনি কহি নানা গ্রাম চল সেই
 খানে । নারী বলে সৰ্বত্রেতে অত্ন সন্ধান ॥ পরে তার
 পিতৃধাম ছিল যেই দেশে । আমার পোড়ার মুখ
 বাহিরায় শেষে ॥ শুনি ধনী বলে বাণী কিনাম কহিলে
 জন্মিয়া না শুনি এসো তথা যাই চলে ॥ এত বলি মোট
 মোর মস্তকে চাপায় । মরাল জিনিয়া ধনী আগু২ যার
 পাঁহ ছিয়া সেই দেশে কহি তারে আমি । এই মনোঃম

স্থান কোথা রবে শুনি ॥ ধনীকহে উত্তম আবাসে গিয়া
 রব। আর কিছু দূরতর অগুসর হব ॥ কহিতে কথা
 পিতৃবাসে যায়। আমার মন্তক হৈতে বোঝাটা নামায়
 বসায় বাহিরে মোরে গেল অন্তঃপুরে। পিতা মাতা
 তাহারে যে সম্ভাষণা করে। ধনী বলে পতি সঙ্গে করিয়া
 কোন্দল। আসিয়াছি হেতাকারে সকল মঙ্গল ॥ অমেক
 ক্ষণের পর দাস একজন। আসিয়া কহিল বেটা নিষ্ঠুর
 বচন ॥ বলে উঠ মুটে যাও নিজ ঘরে। বেতন ত্রিপণ
 কড়ি গণে লহ করে ॥ তবে বলে মুটে শুনিতে বিষাদ
 সাধেতে ঘটিল রাজা এমন প্রমাদ ॥ নিশ্চয় জনিনু
 মনে বিষম চাতুরি। কখন নাহিরি শুনি হেন দুর্জনা
 নারী ॥ আমারে ভুলায়ে ধনী রাখিল গুমান। রমন
 করিলে আর নাপাইত ত্রাণ ॥ কতক চাতুরি করি
 আমারে বঞ্চিল। আশার আশায় রাখা সে আশা
 বিফল ॥ উদয় হইলে আশা করিবে পুরণ। গহরি ক
 রিলে হরি করেন কঞ্চন ॥ প্রাপ্তিমাত্রণ ভোক্তব্যঃ এই
 কথা সার। আশার আশা কভু না রাখিব আর ॥
 আশার আশয়ে মধু মক্ষিকার গণ। কত শূন্যে সঞ্চে
 মধু করিয়ে যতন ॥ নৈরাশ করয়ে অন্যে যে করে হরণ
 শূণ্যের ধনুর্গুণ যেমন ভোজন। কেবল আশার আশে
 নরীচিকা জলে। আকাশ ফুলের ন্যায় শাস্ত্রে ইহা
 বলে ॥ তাহার কারণ এই শুন মহারাজ। কাঁচা মাচ

খাইতোছ নাহি ঘুনা লাজ ॥ কিজানি রাখিলে যদি
অন্য কেহ খায় । তবেতো নাহবে ভোগ বিরোগ
আশায় ॥ তে কারণ আশার সুসার এই সার । আশার
আশয়ে রয় সেই দুরাচার ॥ ক্রীশ্যাম কহেন আশা
কন্ঠের বন্ধন । অশাত্যাগী অনুরাগী জীবন মোচন ॥

দশ চক্রে ভগবান ভূত ।

ত্রিপদী ॥ শুনিয়া তাহার বোলঃ সবে করে হাস্য
রোলঃ গণ্ডগোল কোলাহল হয় । কেহ মৃদু হাস্য করেঃ
কেহ কারে আঁখি ঠারেঃ কেহ বলে ভাল নাহাশয় ॥
কেহ বলে এসংসারেঃ নাহি দেখি আর কারেঃ তোমা
সম জ্ঞানের সাগরে । অন্যে কহে ভাগ্য ভঞ্জন দরশন
তব সঙ্গেঃ অপাঙ্গে হরজে রঞ্জকরে ॥ শুনি সেই রসময়ঃ
রসান্বিত ভাবে কয়ঃ দশ চক্রে ভগবান ভূত । দশমুখে
যশোধর্মঃ একের নহে সেকন্মঃ দশে হিত করে বিপ
রীত ॥ শুনি রাজা কহে বাণীঃ কহ দেখি সে কাহিনিঃ
ভগবান ভূত কি প্রকারে । এতেক বচন শুনিঃ ক্রীশ্যাম
কহিছে বাণীঃ শুনে রাজা হরিষ অন্তরে ॥ উষনা নগরে
ধামঃ ভীষণ রাজন নামঃ মহারাজ অতি ভগ্য ধর ।
উপমা নাহি উচিতঃ স্বর্গে রাজা পুরোহিতঃ মর্ত্যে সেও
তাহার সোসুর ॥ পাত্র মিত্র সভাজন ভূত্যাদি অগ
ণনঃ দানে রাজা দখিচি যেমন । ভগবান নামে তারঃ
অছিল খেজমতগারঃ শুন তার রহস্য কখন ॥ রাজা

অতি ভাল বাসেঃ রোষে তোষে পরিতোষেঃ অনায়াসে
 বিপদে নিরুত্তি । সভাস্থজনের কথাঃ ভূপতি করে
 অন্যথাঃ নহে বৃথা ভগার ভারতী ॥ সভাজনে যদি বলে
 অশ্চ চারি পদে চলেঃ ভগবান তিন যদি কয় । রাজা
 বলে তিন হবেঃ ভগা নাহি মিথ্যা কবেঃ সভাস্থের
 সত্যে অপ্রত্যয় ॥ সভাজনে যদি কয় দেখ চক্রে মহা
 শয়ঃ হয় হয় চতুঃখুর ধারি । রাজা বলে আর কেনঃ কর
 মোরে জ্বালাতনঃ ভগবান না জানে চাস্তুরী ॥ এই কপ
 ভগবানঃ রাজার স্বরূপ জ্ঞানঃ যাহা করে রাজারে তা হয়
 পাত্র মিত্র দেখে রক্তঃ ছাড়াইতে তার সঙ্গঃ মনে
 করিল নিশ্চয় ॥ বান্দুরে জনার কপিঃ যাহা বলে তাহা
 জপিঃ রাজা ভগবানের তেমন । যদি কৃপা করে কালি
 ইহার বিহিত কালীঃ চুন কালী করাব ভূষণ ॥ কহিতে
 ভাবিতে ভঃঃ অস্ত হৈল যে মার্ত্তণ্ডঃ ভগবান নিকেতন
 চলে । পরে পাত্র মন্ত্ৰিগণঃ দ্বারিকে করে বারণঃ রাজ
 আজ্ঞা শুনরে সকলে ॥ ভগবান চুরীকরেঃ গিয়াছে আ
 পন ঘরেঃ রাজা তারে হয়ে ক্রোধমন । দরিদ্র বলিয়া
 তারেঃ দোষ দণ্ড মাপ করেঃ আসিবারে হুজুরে বারণ ।
 যদি কেহ তারে ছাড়ঃ দমনে ভাঙ্গিবে ছাড়ঃ শিরচ্ছেদ
 তখন তাহার । শুনি তাহা সত্য জ্ঞানেঃ সেই বাক্য
 শিরে মানেঃ ভগা নাহি জানে সমাচার ॥ নিশি শেষ
 প্রত্যঃকালেঃ ভগবান দ্রুত চলেঃ দ্বারপালে দিল দরশন ।

দ্বারিগণ তারে বলেঃ আজি পুন কেন এলেঃ তোমারে
 হে ছাড়িতে বারণ ॥ ব্যঙ্গ বোধ ভগবানঃ কটক ভিতরে
 যানঃ দ্বারপাল কহিছে তখন । আরে২ দুরাচারঃ কথা
 না মান আগারঃ যাইবারে না পাবে কখন ॥ যদি যাও
 জোর করেঃ কেবা আর মানে তোরেঃ যার মানে মানি
 তার মানা । একপদ বাড়াইলেঃ তবেতো গুমান কোলে
 গলে ঠেলে কেলিবে দুজন ॥ শুনি ভয়ে ভগা কাপেঃ
 একথা না জানে ভূপেঃ আমলার অতুল মহনা । যদি
 আমি কোন রূপেঃ দেখাদিতে পারি নূপেঃ না হইলে
 কেবল যন্ত্রণা ॥ এত ভাবি ভগবানঃ বিবাদেতে গৃহে
 যানঃ এখানেতে শুন বিবরণ । দিবা হৈল অবসানঃ না
 আইল ভগবানঃ বারে২ সুধান রাজন ॥ পাত্র মিত্র কহে
 রায়ঃ বুদ্ধি ভগবান রায়ঃ হইয়াছে অসুস্থ বিষম । কালি
 রাত্র ভেদ তারঃ হয়েছিল বারোবারঃ বমন তাহার
 বার সম ॥ ক্ষীণ নাড়ি শ্বাস ঘনঃ আছে কি হৈল নিধন
 লোক পাঠাইয়া তত্ত লহ । শুনি রাজা শোক করে
 বৈদ্য রাজ তার ২রেঃ পাঠাইল জানিয়া দুসহ ॥ রাজা
 বলে যেবাতারেঃ সুস্থ করাইতে পারেঃ দিব তারে আমি
 নানা ধন । এখানেতে বৈদ্যপতিঃ হয়ে হর্যাক্ত
 অতিঃ শিবি কায় করিছে গমন ॥ পাত্র মিত্র তারে
 কয়ঃ কোথা যাই মহাশয়ঃ আমাদের রাখই জীবন
 .শুনি বৈদ্যরাজ করঃ কহ দেখি কি আশয়ঃ শুন ভয়

হয় যে কখন ॥ পাত্র বলে ভগবান ঘুচান্ন সভার মান
 আমাদের রাজা তুচ্ছ করে । একারণেতে মন্ত্ৰণাঃ করি
 যা করিচি মানাঃ আসিবারে রাজার ছজুরে ॥ বিশেষ
 অশেষ রূপেঃ কত কহে চুপেঃ খেদ করি তাহার
 সাক্ষাতে । আর বলে শুন কথাঃ কহিবে রাজন বৃথা
 যাইলাম তোমার আজ্ঞাতে ॥ ভগবান মরিয়ছেঃ খড়
 ছেড়ে প্রাণ গেছেঃ পড়ে আছে বিকট বদন । লক্ষমুদ্রা
 লহ করেঃ কহ ইহা নৃপতিরেঃ লোভে বৈদ্য হৈল ছফ্ট
 মন ॥ এক লক্ষ মুদ্রা লয়েঃ রাজার নিকটে গিয়েঃ মি
 থ্যাকথাকহে অদ্ব্যষ্টক । মিথ্যাকথা সত্য আসেঃ
 বৈদ্যরাজ যাহা ভাষেঃ সাক্ষি হয় যত সভা লোক ॥
 স্বরূপে কহিতে বোলঃ উত্তরিল গগুগোল ভাবানের
 তনয় আইল । গলায় জড়ান কাচা মলিন বদন বাছা
 সভামাঝে কান্দিতে লাগিল ॥ ছলকরে বলে রায়
 পিতা গেল যমালয় কিছুনাই শুদ্ধ হব কিসে । শূনি
 রাজা খেদকরে শত মুদ্রা দিল তারে শুদ্ধ হেত্ত তাহার
 উদ্দেশে ॥ তক্ষা লয়ে সেই জন গেল নিজ নিকেতন
 তার পরে হেথা ভগবান । হইল অনেক দিবা নাহিকরে
 রাজ সেবা মনেভাবে আকাশ সমান ॥ কি করিব কিবা
 হবে রাজারে কে জানাইবে কেবা আছে সুহৃদ এমন
 যদি আমি কোন ছলে দেখা পাই মহীপালে তবে
 শালে দিব অভাজন ॥ এতেক যুক্তি করে শঙ্করি

ত্রিধাম পরেঃ উঠে ভগা করিছে গমন । রাজ অন্তঃপুর
 পরেঃ প্রস্তর রচিত ঘরেঃ পাইখানা রাজার কারণ ॥
 তদুপরি বটতরুঃ নামনা লামিছে গুরুঃ সুচারু সে অবনী
 অবন ॥ ভগবান সেই গাছেঃ নিশিযোগে বৈসে আছেঃ
 নিশি শেষে ভীষন ভূপাল । কিকর সুবর্ণ ঝারিঃ সঙ্কে
 লয়ে সারিঃ দিশা হেতু চলে মহীপাল ॥ গিয়া সেই
 স্বৈদখানেঃ বসিছে আপন মনেঃ নিরুদ্ধেগে বেগেতে
 মগন । সেই কালে ভগবানঃ রাজার সমীপে যানঃ বৃক্ষ
 হইতে নামিয়া তখন ॥ নৃপ বলে ভগবানঃ মরে কি
 পাইলে প্রাণঃ একি অসম্ভব তব দেখি । শুনি বাণী ভগা
 কয়ঃ সর্ব মিথ্যা মহাশয়ঃ সভাজনে দিয়াছে যে কাকি
 শুনিয়া ভগার কথাঃ সকলে আইল তথাঃ পাত্র মিত্র
 অমাত্য সুহৃৎ । রাজারে বঝায় তারাঃ হলে কি পাগল
 পায়াঃ মনে মনে আছ কি বিস্মৃত ॥ ভগবান মরিয়াছে
 ভূতহরে এই গাছেঃ আছে তবে মোরা দেখি নাই ।
 আপনি দেখিছ তারেঃ কথাকহ বারেঃ কার সঙ্কে দে
 খিতে নাপাই ॥ রাজা বলে সে কি এইঃ পারিষদে বলে
 কইঃ কিছুই না পাই দেখিবারে । কি ভাবিছ নরপতিঃ
 আইস হে দ্রুতগতিঃ নহে ভূত চাপিবে তোমারে ॥ না
 জান রাজা কারণঃ মরিয়াছে যেইজনঃ ভূতদান । তাহার
 গণন । একেলা আসিলে রায়ঃ পাইত আদি তোমায়ঃ
 তঁরা করি কর পলায়ন ॥ কেহ বলে রামঃ কেহ কহে

হরি নামঃ পড়ে উঠে বেগে কেহ যায়। কেহ গিয়া ভূত
 বলেঃ মারে তারে ডেলা ফেলেঃ কেহ নূপে লোহা যে
 ছোঁয়ার ॥ ভূত হইল গোলঃ রাজার না। স্বরে বোলঃ
 জনচারি ধরিল রাজায়। ক্রোড়ে করি নৃপতিরঃ রাখা
 লয়ে অন্তঃপুরেঃ শবের সমান হয় রায় ॥ ভয় পেয়ে
 নৃপরায়ঃ দশনে কবাটী খায়ঃ হয়ে আছে জ্ঞানে অচে
 তন। আদরক দিয়ে আরঃ করে তারে প্রতীকারঃ পরে
 হয় চেতন রাজন। রাজা বলে হরিঃ এমন নাহিক হেরি
 ভূত গত হৈল ভগবান। তু। করি গয়া যাওঃ বিষ্ণুপদে
 পিণ্ড দেওঃ না হইলে নাহি পরিত্রাণ ॥ দ্বিজ কবি কহে
 ভূপঃ দশচক্রে এই কপঃ ভূতদশ। হয় খানশামা।
 দশে যাহা মনে করেঃ তাহাই করিতে পারেঃ দশে নৃপ
 না হয় উপমা ॥ দশচক্রে ভগবানঃ ভূত তার এপ্রমাণ
 ভ।বানে কে ভুলাতে পারে। জগত নির্মিত যারঃ কিবা
 অসম্প্রীতি তারঃ তারে ভূত করে কে সংসারে ॥ সেজন
 অখিল কর্তাঃ ত্রিগুণের হতা কর্তাঃ তার পদে প্রণমিয়া
 শ্যাম। কহে গুহু পূর্ণ করঃ এদিনের প্রতি হেরঃ অঃ
 দিও রাজা পদে ধাম ॥

শুনিয়া তখনঃ কহেন রাজনঃ শুনহে রসিক রাজ।
 মনোরম বাণীঃ তবমুখে শুনঃ কথাত তোমার কা ॥
 এমন বচনঃ নাকরি শ্রবণঃ কখন কাহার ঠাঞ। না
 ৯ র অন্যথাঃ অন্য এক কথাঃ কহ হে শুনিতে চাই ॥

রাজার কথনঃ শুনি দ্বিজ কনঃ কিঞ্চিত বিলম্ব কর ।
সবুরেতে মেওয়াঃ ফল যায় পাওয়াঃ কহে ইহা পূৰ্বাপন্ন
নৃপ কহে হাসিঃ তোমাতে জিজ্ঞাসিঃ সবুরেতে মেওয়া
ফলে । তাহার কারণঃ করিব শুবণঃ সভাজন ঐ সকলে
শ্রীশ্যাম রাজারঃ বিশেষ বুঝায়ঃ বিস্তার করিয়া তন্ত ।
বনমালী দ্বিজঃ ত্যজি অন্য কাষঃ শুবণে হইল মত্ত ।

সবুরে মেওয়া ফলে ।

পয়ার । তৈলঙ্গ নগরে ধাম এক দ্বিজবর । রামানন্দ
নাম তার দুঃখিত অহর ॥ আপনি ব্রাহ্মণী মাত্র এই
পরিজন । ভিক্ষার উপর তার উদর পোষণ ॥ সদা নিরা
নন্দ মনে অর্থের বিহীনে । নারীর গঞ্জনা তাহে দহে
স্তম্বাণ্ডনো ॥ সদাই লাঞ্ছনা তারে করে সিমন্তিনী । আশু
নাদ পরমাদ বিবাদ বাদিনী ॥ বলয়ে থাকিতে পতি
হয়েছি বিধবা । লৌহ খাড় হাতেদে আয়ত্ন রাখে কেবা
হেটে কানি অভাগিনী পেটে অন্ন নাই ভাল মন্দ কোন
দ্রব্য জনিয়া না খাই ॥ কাল মুখ লৌকে দেয় চুন
কালি গালে । এমন অভাগা পতি আমার কপালে ॥
ভিক্ষাকরে ধারে২ দিবা অবসানে । আসিবা মাত্রেতে
দ্বিজ আপন সদনে পাদ্য আদি দূরে থাক সে কথা কে
ধরে । অবিরত কটুভাষে তির আর করে ॥ ঠিশ মিশ
অর্চনিশি বিমরিষ মন । লাঞ্ছনা করয়ে রামা সদাসর্ব
ক্ষণ । পিপাসায় যদি চায় দ্বিজবর বারি । কখন সম্মুখে

নাহি দেয় তার মারী ॥ আপনার দুঃখ বিপ্র যদি তারে
 কর। মারিতে তাহারে উঠে হেন জ্ঞান হয় ॥ এইরূপ
 হৃদয়সদা কপালের ফলে। অভাগার সুখ নাহি কোন
 কালে বলে ॥ সদা হৃদয় দেখি বিপ্র করে অনুমান। নি
 শ্চয় ভাবিল মনে না রাখিব প্রাণ ॥ একে মরি মনো
 দুঃখে ভিক্ষায় নির্ভর। নারীর বচন খাঁড়া মড়ার উপর
 গলে রজু দিয়ে আমি হইব বিরতি। নহিলে এদুঃখে
 মম নাহিক নিকৃতি ॥ এত ভাবি রজু হস্তে যাইয়া
 কাননে ॥ তরুতে বান্ধিল ফাঁস আপনার মনে। হরিরে
 সুরণ করি বিপ্র অবশেষে। ফাঁস করে ধরে দেয় নিজ
 গলদেশে ॥ হেমকালে মনে ভাবে বিপ্রের তনয়। সবু
 রেতে মেওয়া ফলে সর্বলোকে কর ॥ মরণ অধিক মন্দ
 কি আছে সংসারে। দেখিব কেমন মেওয়া ফলয়ে আ
 মারে ॥ অনেক বিলম্ব মনে সবুর তখন। সে বন ছাড়া
 রে বিপ্র যায় অন্যবন ॥ ব্যাঘ্র ভল্লূকের ভয় তিলেক
 নরয়। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ যেই কাল হয় ॥ সে বনে
 বিপ্রের সুত মরিবারে চায়। মরিতে না পারে ভাবে
 সবুর কোথায় ॥ এইতো অনেক কাল অতীত হইল ॥
 এখন সবুর গাছে ফল নাকলিল ॥ আর কিছু কাল আমি
 করিব সবুর। এত ভাবি অন্য বনে চলে দিগবর। ক্রমে
 নানা বন আক্রম করিয়া। সবুরের আশে দ্বিজ রহিল
 বসিয়া ॥ হেন কালে এক নারী অতি কদাচার। কিন্তু

নামা অলঙ্কার অঙ্গে শোভে তার ॥ হিরা নাম চুনি মণি
 সে ধনীর অঙ্গে । একাকিনী কামিনী যে কেহ নাহি সঙ্গে
 তাহারে দেখিয়া দ্বিজ বনেতে লুকায় । দেখিবে মানস
 তার কিকরে হেথায় ॥ সেই স্থানে কাম্যকূপ দ্বিজ নাহি
 জানে । কেবল বিষাদ ভাবে আপনার মনে ॥ কাম্যকূপ
 তত্ত নারী জানিয়া কারণ । আসিয়াছে কাম আশে
 ত্যজিতে জীবন ॥ কূপের নিকটে গিয়া খেদে রামা
 কয় । শুনঃ কাম্যকূপ মোর পরিচয় ॥ আনিতো
 রাজার নারী কুমারী রাজার । আমা সমা কদাকার
 নাহি হয় আর ॥ একারণ সর্ব সুখ থাকিতে বঞ্চনা ।
 অভাগীর প্রতি পতি সদা করে ঘৃণা ॥ সতিনী গণের
 সঙ্গে রঞ্জে রাজা রয় । আমারে দেখিলে কভু কথাটি
 না কয় । কোন দোষ নাহি মোর কেবল কুপা । ধর্ম্মময়
 কাম্যকূপ মোরে কর কূপা ॥ কাম্যকূপ বিবরণ শুন
 সর্বজন । একটি মানস জীবের করেন পূরণ ॥ দুই
 আশা বলে ভাষা যদি পড়ে তার । ইতোনকুন্ততো
 ভুক্তঃ অধঃপাতে যায় ॥ একারণ অক বাক্য অকরাধি
 চিতে । কহিতে নাগিল ধনী ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥ ভুবন
 মোহিনী হব যুবতী সদাই । আমার কটাক্ষে রক্ষা দেব
 যক্ষ নাহি ॥ এতবলি কাম্যকূপে পড়িল কামিনী ।
 উঠিল হীরার অশি অদ্ভুত কাহিনী ॥ এক চোটে ধড়ে
 মুণ্ডে দুই খান তার । দ্বিজবলে সবুরেতে মেওয়ার

প্রচার ॥ সবুর করি নু যেই তাহার কারণ। সুলভ্য
 কাম্যের কূপ হইল দরশন ॥ এত ভাবি দ্বিজবর কামনা
 অন্তরে। চলিল কাম্যের কূপে পড়িবার তরে ॥ তথা
 পি ভাবিছে মনে ক্রণেক সবুর। কিঞ্চল বিস্তার হয়
 ইহার উপর ॥ কিঞ্চিৎ সবুর করি পরেতে মরিব। ভরসা
 হয়েছে মনে সুগতি পাইব ॥ কহিতে কথা আর এক
 নারী। উপনীত হইল আসি দ্বিজ বরাবরি ॥ দেখিতে
 সুন্দরী অতি দুঃখিনীর বেশ। কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ করে
 অবশেষ ॥ পরে কহে উচ্ছ্বসে ধর্ম্ম সাক্ষি থাক।
 কাম্যকূপে ত্যজি গ্রাণ অন্তরীক্ষে দেখ ॥ এমন কূপশী
 আমি ষোড়শী যৌবনী। দরিদ্র আমার কান্ত আমি সে
 দুঃখিনী ॥ অন্ন বিনা ছন্ন প্রায় বস্ত্র নাহি দেহে। এমন
 দাক্ষণ দুঃখ পরাণে না নহে ॥ অতএব বলি ধর্ম্ম সাক্ষি
 থাক শুনি। সপ্তদ্বীপ রাজা যেন হয় মোর স্বামী ॥
 এতবলি সেই ধনী ত্যজিল পরাণ। দেখাদেখি দ্বিজবর
 মরিবারে যান ॥ তথাপি সবুর গাছে আর মেওয়া চায়
 ক্রণেক সবুর করি বনেতে লুকায় ॥ পরে এক রসবতী
 আসি উপনীত। বদন শরদ ইন্দু ভূষণে ভূষিত ॥ আসি
 ধর্ম্ম সাক্ষি করে সেও ত্যজে গ্রাণ। বলে কাম্যকূপ
 মোরে কূপাকর দান ॥ চির রোগী ছিল পতি সেহ না
 রহিল। অভাগির াণে আর নাহি কিছু ফল ॥ এবার
 জন্মান্তে পতি হবে যেই জন। অজর অমর হবে এই .

মোর মন ॥ এত বলি সেই নারী ত্যজিল জীবন । তথা
 পি সবুর দ্বিজ ভাবে মনে মন ॥ নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ
 নাহিক সংশয় । ক্ষণেক সবুরে দেখি কিবা মোর হয়
 এত ভাবি হৃষ্ট মনে রহে দ্বিজ বর । আর এক নারী যার
 বনের ভিতর ॥ আসি ধনী কাম্যকূপে কাম আশে
 পড়ে । বলে এ কামনা যেন মোর না বাহড়ে ॥ রসিকা
 বালিকা আমি কত বাক্য জানি । গণ্ডমুখ পতি মোর
 তাপে দহে প্রাণি ॥ এবার আমার পতি হবে যেই জন
 বিচারে জিনিবে সেই এ তিন ভুবন ॥ এত বলি কাম্য
 কূপে ত্যজিল পরাণ । দেখি বিপ্র আর বার মরিবারে
 যান ॥ তথাপি সবুর ফল করিয়া আশয় । বনে বসি
 সংগোনে রহিল তথায় ॥ হেন কালে আর এক নারী
 উপনিত । কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ বরিষে ত্বরিত ॥ বলে
 মনোদুঃখে মরি পতির কারণ । দেখিতে কুৎসিত পতি
 অতি কুগঠন ॥ সতির নাহলে পতি মনের মতন । সদাই
 অসুখ তাহে জীবনে মরণ । ভয়েতে রমণ মন কখন না
 চায় । আঁখি সুদি রোগি বেন পাচন না খায় ॥ অন্য
 জনে মনে সতী না করে বরণ । কেমনে পরের সঙ্গে
 করিবে রমণ ॥ অতএব কাম্যকূপে ত্যজিছে পরাণ ।
 এবার হইবে পতি মদন সমান ॥ এত বলি সেই নারী
 ত্যজিল জীবন । অতঃপর দ্বিজের ভাব মনে মন ॥
 দেখিল নয়নে দ্বিজ সবুরের ফল । একে দেখি পঞ্চ

হইল প্রবল ॥ দ্বিজ বলে একটি মানস পূর্ণ করে। ইহার
 অধিক আর মেওয়া কোথা ধরে ॥ ধর্ম্ম সাক্ষি করি দ্বিজ
 বলিছে তখন। পাইয়াছি বহু দুঃখ যাবত জীবন ॥
 এইসে সমর মোর শুন ধর্ম্মেশ্বর। দিনহীনে করি কৃপা
 আশা পূর্ণ কর ॥ পড়িল যে সারিঃ এই পঞ্চ নারী।
 জন্মান্তে ইহারা হবে রমণী আমারি ॥ এই অভিলাষ
 এক অন্য নাহি সাদ। কৃপাকরি ধর্ম্মরাজ করহে প্রসাদ
 এতবলি পতন হইল সেই বারে। কিবা রূপ মেওয়াফল
 সবুরে প্রচারে ॥ সবুরে হইল মেওয়া মরণ সময়। গলে
 রত্ন দিলে পরে অধোগতি হয় ॥ সবুর করিয়া বনে
 শাসিল সেজন। তথাপি সবুর করি যায় অন্য বন।
 সেবনে না ত্যজি প্রাণ যার বনান্তরে। সবুর করিয়া
 বিঘ্ন কাম্যকূপ হেরে ॥ এক দুই তিন চারি তথাপি
 সবুর। পাইয়া পঞ্চম মেওয়া ফলিল প্রচুর ॥ ইহার
 অধিক মেওয়া আর কারে বলে। মরণ সবুর মেওয়া
 বিধের কপালে ॥ রতি যিনি পত্নী আর সপ্তদ্বীপে
 রাজ।। অজর অমর হবে বলে মহাতেজা ॥ ত্রিভুবন
 জিনি বিদ্যা পণ্ডিত হইবে। মদন অধিক রূপ জন্মান্তে
 পাইবে ॥ সবুরেতে মেওয়া ফলে লোকে সাত্ত বলে।
 তাহার বৃত্তান্ত এই শুনহ সকলে ॥ সবুরেতে মেওয়া
 ফলে সর্বলোকে ভাবে। প্রকাশ করিল শ্যাম কৌতুক
 বিলাসে ॥

ত্রিপদী । শুদিল্ল তাহার বাণীঃ হরষিত নৃপমণি
 বিপ্রবরে করে ধন্য বাদ । রাজা বলে তব কথাঃ শ্রুণে
 মনের ব্যথাঃ দুরে যায় সকল বিষাদ ॥ যাহা তব ইচ্ছা
 হয়ঃ সন্তু কহ রসময়ঃ দিব দান করি অঙ্গীকার । বিপ্র
 বলে ধন জনঃ নাহি মম প্রয়োজনঃ মরিলে সকল অঙ্ক
 কার ॥ কার নিধি অভিমানঃ কার নিধি কেবা পান
 আশামাত্র মরীচিকা সার । যখন পঞ্চতৃহবেঃ এ সকল
 পড়ে রবেঃ সব হবে ভবে কেবাকার ॥ কোনজন বহু
 ধনেঃ কৃপণতা করিকনেঃ এক বট স্বার্থ নাহি ছাড়ে ।
 নাহিকরে হীন জ্ঞানঃ সুদিলে পরে নয়নঃ স্বজন স্বধন
 থাকে পড়ে ॥ লক্ষমুদ্রা নিজ ঘরেঃ রাখি কেহ দুঃখে
 মরেঃ প্রাণাতে না করে বিতরণ । কোন জন পর ধনে
 প্রভুত করি আনেঃ অনায়াসে দান করে ধন ॥ যার ধন
 তারনইঃ নেতো ধুবী মারেদইঃ শুন কই তাহার বিশেষ
 রাজা বলে বল বলঃ শুনিতে অতি রসালঃ কহ দেখি
 তাহার উদ্দেশ ॥ একথা কেমন আরঃ কহ দেখি পূর্বা
 পর নাহি জানি কিরূপ প্রচার । রাজার বচন শুন
 দ্বিজ শ্যাম ছুটে মনে বিবরণ কহেন তাহার ॥

যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই ।

পন্ন্যার । আসান নগরে ছিল এক দ্বিজবর । অপনি
 রমণী মাত্র ধন বহুতর ॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা সুদ পায় প্রতি
 দিনে । এক পাই নাহি খায় সঞ্চয়ে যতনে ॥ যদ্যপি

রমণী তার কিছু সুন্দর । তাহাতে লাঞ্ছনা করে দ্বিজ
 মহাশয় ॥ এমন কৃপণ জন ভুবনে না থাকে । অন্ন নাহি
 হয় প্রাতে হেরে যে তাহাকে ॥ রন্ধন চাপায় যেরা তার
 নাম করে । আরণ লাভেতে তার তসলা বিদরে ॥ জেলে
 কাচা পরিধান খান বুকড়ী অন্ন । এক কড়া মাতা
 পিতা সর্বত্রতে দৈন্য ॥ এইরূপ কতকাল গতায়াত
 করে । বাতিক উর্ধ্বন রোগ ঘটে তার পরে ॥ খড় কড়
 করে খড় সদাই দাহন । কবিরাজ নাহি দেখে জানিয়া
 কৃপণ ॥ পিপাসায় প্রাণ যায় ওষ্ঠাগত প্রায় । তহার
 রমণী কান্দে বলে বলে হায় ॥ পরেতে সুসিদ্ধ হেতু
 আনিয়া শর্করা । গজাজলে ভিজাইল দুঃখিত অনুরা ॥
 পাত্রিতে লইয়া তাহা পতিরে যোগায় । বদনে পরশ
 মাত্র আড় চক্ষে চায় ॥ অখি নাড়ি তাড়াতাড়ি বলে
 উছর । আমারে খায়ালি কেন এমুচির গু ॥ আহা মরি
 মরে যাই তোর দুঃখ তরে । বিধবা হইলে কেবা অন্ন
 দিবে তোরে ॥ ব্রাহ্মণী বলেন পান করহ এখন । সাত
 জন রাজা হয় রেখেছ যে ধন ॥ জম্বাবধি সঞ্চয় করেছ
 মহাশয় । দেব দ্বিজ পিতৃজনে নাহি মভু ব্যয় ॥ উদর
 পুরিয়া অন্ন কভু না খাইলে । ক্ষুধা হবে বলে দিগা
 নিরাশা করিলে ॥ অন্তে দন্তে নাহি দিলে বল কার তরে
 শত কোটি মুদ্রা রাখি যাও যোমপুরে ॥ অতএব কপা
 লেতে ভোগা ভোগ হয় । বুঝিলাম তব নহে তার যার

ব্যয় ॥ এখন কি কর আর সঙ্গে কেবা যাবে । পান কর
 গজোদক সুগতি পাইবে ॥ দ্বিজবর সেই কথা শুনিতে
 না পার । কেমনে পাইলে চিনি তাহারে সুধায় । কাজা
 লেতে কর দিলে কিঞ্চিৎ নিহারে । দিয়ে গালি বলে
 শালি মজালি আমারে ॥ তবিল ভাজিয়া চিচি কিরি
 আনিয়াছ । একি সর্বনাশ হয় কি কর্ম করেছে ॥ শত
 হস্ত মাটী তুমি করলো খনন । এক কড়া না মিলিলে
 শুন কদাচন ॥ এক আনা চিনি কেনা ঘচিল সকল ।
 গড়াইলে কোথা থাকে কলসের জল ॥ হানিয়া রমণী
 বলে তবিলের নয় । এইতো সুদের সুদ তার ব্যাজ হয়
 এমন কেমন করি করিল বিধাতা । জমায় খরচ শুনি
 দ্বিজ পায় ব্যথা ॥ এইতো সুদের সুদ এক আনা হলে ।
 আর পঞ্চ দশ দিনে এক তক্কা মিলে ॥ হয় কি করিলি
 বলি করিয়ে ঝঙ্কার । ফেলিল চিনির জল বহু সুবিস্তার
 হাত পাচ সাত পরে ছিল কণ্ঠতরু । পাত্রেই সহিত
 জল ফেলে বণ গুরু ॥ তথায় শিবের লিঙ্গ আবির্ভাব
 ছিল । গজাজল স্পর্শ মাত্রে বরদ হইল ॥ বর লই বলি
 হয় ডাকেন সত্বর । তাহার ব্রাহ্মণী পরে করিল উত্তর ॥
 সকল ইন্দ্রের ভূমি ব্যাপ্ত চরাচর । তোমার কুপায় ধন
 আছয়ে বিস্তর ॥ অভাব কিছুই নাই পতির কপাল ।
 অষ্টরত্ন ভোগ যোগে বিষম জঞ্জাল ॥ এত নিধি দিয়ে
 • বিধি হইল বন্ধন এক টুকু চিনি মাত্র ভেদিল জীবন

অতএব যক্ষ সম থকিলে কি হবে । চিনিই বলদ গ্রাস
 বৃথা আশা ভবে ॥ এই বর দেহ হর আমার বচনে ।
 ভোগ করে যেন পতি আপনার ধনে ॥ হর কন এই বর
 দিতে না পারিব । বরঞ্চ লহ যে বর অন্য ধন দিব ॥ যার
 ধন সেই বিনা কেবা করে ব্যয় । যক্ষ সম রক্ষা করে
 কত দুরাশয় ॥ দেখ পূর্বে কৃপণ আছিল যত জন ॥
 নানা পন্থা করি ধন কৈল উপার্জন । অসংখ্য রাখিয়া
 মুদ্রা না মরিল ব্যয় । মরণ কালেতে শুদ্ধ ভাবিল
 বিস্ময় ॥ যক্ষের মध्येতে তারে করি যে গণনা । সেধন
 তাহার নয় ভাবে যায় জানা ॥ সেই বংশে জন্মে তাহা
 যে করিল ব্যয় । সেধন তাহার হয় নাহিক সংশয় ॥
 রাখিলে কি হবে নিধি না হইলে তার । ব্যয় করি বারে
 পারে সাধ্য আছে কার ॥ অতএব এখনেই যক্ষ মাত্র
 স্তমি । অন্য অধিকারি আছে সত্য কহি আমি ॥ বিপ্র
 বলে সে কেমন শুনি ইতিহাস । স্বোপার্জিত ধন মোর
 সর্বত্র একাশ ॥ দেব বিপ্র নাহি সেবে করেছি সঞ্চয় ।
 কেমনে করহ আশ্রয় মোর ধন নয় ॥ হর কহে নেতো
 নামে রজক রমণী । এখন সকল তার আমি ভাল জানি
 সে যদি বরণ করে তোরে কিছু দেয় । হর কি না হয়
 ভোগ তাহাতে সংশয় ॥ শুনি বিপ্র পঞ্চামনে বলে
 ক্রোধে বাণী । স্বহানে প্রস্থান এবে কর শূনপানি ॥
 অদর্শন হৈল শিব বিপ্র কোপ মন । আরণ্য হইল মাত্র ।

পেয়ে দরশন ॥ আশ্রয় ভাবিছে হর ভাজ্যেতে নিপুণ।
আমার আপন ধন ভোগী অন্য জন ॥ আপন অর্জিত
ধনে জ্ঞাতি অংশ নাই ॥ ধোবানী কেমনে পাবে শুনি
তে বালাই ॥ কেমনে ধোবানী পায় দেখিব কারণ।
এত ভাবি দ্বিজবর ভাবে মনে মন ॥ দ্বিজেরে ত্রিশ্রাম
বলে চিনির বাহিকা। আশা মাত্র সার তার জলে মরী
চিকা ॥

সমুদ্রে দ্বিজের সকল ধন লুকায়ে রাখন
ও নেতোর প্রাপ্তি।

ত্রিপদী। শিবের শুনিয়া বাণীঃ ক্রোধে সেই গণ্ড
মুনিঃ মনে করিল বিচার। যত আছে মুদ্রাগণঃ বিক্রি
করি ততক্ষণঃ হীরামতি কিনিল অপার ॥ করি জহরাৎ
ময়ঃ মনে ভয় হয়ঃ পাছে মাগী চুরি করি লয়া তাহার
কারণ দ্বিজঃ আনিয়ে ভাকুর রাজঃ তার কাছে কহে
পরিচয় ॥ আমার বচন ধরঃ প্রস্তুত খনন করঃ যেন বহু
ধন তাতে থাকে। আড়ে দীর্ঘে চোহসারিঃ কর দেখি
কারিগরিঃ শত মুদ্রা দিবহে তোমাকো ॥ শুনেসে সন্তোষ
হয়েঃ করেতে কারন্দ লয়েঃ নির্মাণ করিল পরিপাটী।
তার মধ্যে রাখে ধনঃ যথা সর্বদ্ব আপনঃ সমান প্রস্তুত
মুখ আঁটী ॥ নির্জর সিংহর জলেঃ নিশি শেষে দিল
ফেলেঃ নাহি তাহা দেখে অন্যজন। আপনি তীরেতে
আসিঃ হইলেন তীর্থবাসীঃ রহে করি কুঠির বন্ধন ॥ ধন

শোকে দ্বিজবরঃ নাহি যায় স্থানান্তরঃ অইর্নিশ বসি
 থাকে তথা। আহার নিত্রা যথা কালেঃ সলক নাহিক
 কেলঃ শিব বাক্য করিতে অন্যথা ॥ পরে শুন বিবরণ
 সেই দেশের রাজনঃ বাণিজ্য কারণ করে যাত্রা। গ্রাম
 বাসী নারীগণঃ আইল সুহৃত জনঃ গমনের শুনিয়া
 সুবার্তা ॥ প্রত্যেকতে জনেঃ কিবা সাধ কার মনেঃ
 সকলে সুধান মহীপাল। যার যে কাসনা ছিলঃ আনিতে
 ভূপে কহিলঃ শেবে নেতো কহিল রসাল ॥ রাজা বলে
 ধোপাঝীঃ তোমার বাসনা কিঃ নেতো এত শূনি বাণী
 কহে যদি মোরে দয়া করঃ নয়নে প্রসূর হেরঃ পাট আড়
 দীর্ঘ সম রহে ॥ দেখিবে যেখানে তুমিঃ আনিবে কহি
 যে আমিঃ এই মোর মন অভিলাষ। সেই কথা রাখি
 মনেঃ চলে ভূপতি পাটনেঃ বাণিজ্য করিয়া এসে বাস।
 আসিতেঃ জলেঃ তরি তার নাহি চলেঃ চড়ায় লাগিল
 ইদব কলে। নাশ্বিয়া নাবিক গণঃ ঠেলাঠেলি কতকণঃ
 করে পরে সে তরণী চলে ॥ ভাঁড়ি মাঁঝি জন পদে
 সেইত প্রসূর বাঁদেঃ দ্বিজ তাহা দেখে রুষ্ট মন। কি
 আছে জলেতে বলেঃ জন দশ বারো মিলেঃ তুলে শিলা
 অতি সুগঠন ॥ ব্রাহ্মণ দেখি নয়নেঃ শিরে করাঘাত
 হানেঃ রাজা কহে আনরে তরিতে। নেতো ধোপানির
 তরেঃ বিধি এই দিল মোরেঃ দিব তারে বসন কাচিতে
 এত বলি তরি লয়েঃ চলে যায় হৃষ্ট হয়েঃ ধারেঃ চলিল

ব্রাহ্মণ । যথী সে নেতো ধোপানীঃ খারে বোলে কাচে
 কানীঃ সেই ঘাটে যাইয়া রাজন ॥ এই লহ বলি তারে
 প্রস্তর জলের ধারেঃ ফেলি রাজা যায় নিকেতন । যাইয়া
 আপন ঘাটেঃ হজন সহিত উঠেঃ জয়রব হইল তখন ॥
 ব্রাহ্মণ তথায় থাকেঃ ভাবে পড়িনু বিপাকেঃ এই সেই
 ধোপানী গন্তানী । কহিতে নাহিক পারেঃ রাজা দান
 দিল তারেঃ মরেদ্বিজ মনেতে গুমানি ॥ পাঠ লয়ে
 নেতো রাঁড়িঃ কাচে তাতে ধুতি সাড়িঃ কতদিন পরে
 শুন রজ্জ । খুলিল যোড়ন কলঃ আছাড় বারির বল
 আঁটা সাঁটা মোপাটায় ভঙ্গ ॥ ঝরঝরে নিধিঃ নেতো
 বলে আজি বিধি হইয়াছে আমায় সদয় । তাড়াতাড়ি
 ভরি ঝুড়িঃ আর খার বোল ঠাঁড়িঃ লয়ে যায় আপন
 আলয় । দ্বিজদেখে কোপ মনেঃ বারি বহে দুন্নয়নেঃ বলে
 বিধি একি বিড়হন । ধোপানী ভাবিছে দ্বিজঃ বহুদিন
 করে পূজঃ এই স্থানে করিয়ে আসন । প্রকার করিয়া
 তারেঃ অর্থগ্ৰাহি করিবারে নেতো রাঁড়ি ভাবে মনে
 মন । বলে কিছু হীরা মতিঃ দ্বিজেরে করি ভকতি আজি
 আমি দিব এইক্ষণ ॥ ক্রীশ্যমাচরণ ভণেঃ বৃথা যাবে
 অকারণেঃ নেতো রাঁড়ি না জান কারণ । দ্বিজের বিভব
 সবঃ বঞ্চিত হইয়ে শবঃ প্রায় আছে হতেছে দহন ॥

নেতোর দধিভোজন ।

পর্যায় । এক শত গজমতি লইয়া ধোপানী । বিশেষ

সম্মুখে রাখে করি ঘোড় পাণি ॥ প্রণাম করিয়া তারে
 হাস্যমুখে কর । গরিবের প্রতি কৃপা কর মহাশয় ॥
 জ্বালার উপরে জ্বালা কাটা যায় লুণ । জ্ঞেয়ে কটুভাবে
 বিপ্র জ্বলন্ত আগুন ॥ বলে শালি দূর পাপি দুরাচার
 পুনশ্চ কহিলে শাস্তি হইবে তোমার ॥ আর নানা কটু
 ভাষে করিল ভৎসন । বিশেষ না জানে নেতো ভাবে
 মনে মন ॥ অপমান ভয়ে রামা কিরে ঘরে যায় । কে
 মনে ব্রাহ্মণে দিবে ভাবিছে উপায় ॥ ব্রাহ্মণের নামে
 আমি রাখিয়াছি ধন । পুনশ্চ হরিব তাহা করিয়া কে
 মন । ভাবিতে তথা গোপ এক জন । দধির পসরা
 মাথে দিল দরশন ॥ নেতো কহে শুন ঘোষ বচন
 আমার । যদি এই দ্বিজবরে দধি দিতে পার ॥ এক
 শত মতি দিব দধির ভিতর । রাখিয়া আইস তুমি
 বিপ্রের গোচর ॥ তোমার দধির মূল্য এক তকা লহ ।
 আমার মাথার কিরে কাহারে না কহ ॥ শুনিয়া গোয়া
 লা দধি লইয়ে পসরা । বিপ্রের নিকট গিয়া উত্তরিল
 তুরা ॥ বলে আমি অভাজন নাহি পূণ্য লেশ । কিদিয়ে
 তরিব ভবে না জানি বিশেষ ॥ ব্রাহ্মণ জগত গুরু কল্প
 তরু ময় । কিঞ্চিৎ সুরস দধি লহ মহাশয় ॥ এত ভাবি
 দধিরাখি সে করে গমন । আহার করিবে বিপ্র হইয়াছে
 মন ॥ হেন কালে বর্গিরাজ নরুর আইল । সম্মুখে দেখিয়া
 দধি তুলিয়া লইল ॥ ভয়েতে ব্রাহ্মণ কিছু বলিতে না

পারে । মনে আর্জুনাদ বিথের কুমারে ॥ কাপড় কাচি
ছে নেতো হরষিত মনে হেন কালে সিপাই আইল সন্নি
ধানে ॥ কহে রেণ্ডীমেরা কাপড়া জলদী সাপ কিজ ।
শুনি নেতো কহে মহারাজ আবদিজ । তুরায় বসন
পরিষ্কার করে নেতো । দেখিয়া নন্দর হয় অতি হরষিত
বলে রেণ্ডী মেরাপাশ আগুর কুচনাই । বলিয়া দহিঠো
লিজো চলিল সিপাই ॥ হইল অধিক বেলা গগনে উদয়
দখিলয়ে আহার করিতে নেতো যায় ॥ চালিতে পাথ
রে দধি খট মট করে । কি আছে ভিতরে বলি নয়নে
নেহারে ॥ পড়িল অনেক মতি শরের সহিতে । দেখিয়া
ধোপানী তবে লাগিল ভাবিতে ॥ ক্রমে শতমতি পা
ইল বখন । নিশ্চয় আপন দধি জানিল তখন ॥ ইন্ধরে
প্রশংসা করি রজকিনী বলে । কার সাধ্য কেবা পায়
শুনি নাহি দিলে ॥ আমি অগ্রে দিলাম যে করিয়ে
ভকতি । না লইয়া কষ্ট বিপ্র হইল মোর প্রতি ॥ প্রকার
করিয়া পুন দিলাম তাহারে । পুনশ্চ আইল কিরে আ
পনার দ্বারে ॥ তবেতো এখন মোর নাহিক সংশয় । এত
বলি মতি ভলি দধি অন্ন খায় ॥ হাপড়ে চোপড়ে খায়
গায় হরি গুণ । পুলকে পুরিল অঙ্গ পেয়ে বহুধন । তদ
বধি পূর্যাপর ছোট বড় জন । কথার তুলনা দেয় না
জানে কারণ ॥ শ্যাম কহে একথার সার অর্থ এই ।
যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই ॥

মথুরেশ ভট্টাচার্য্যের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। নগদ্বীপ গ্রামে বাসঃ নামে দ্বিজ কৃতিবাস
 বিদ্যবান সদা জ্ঞানানন্দ। মুখাগ্রে সাহিত্যসূতিঃ বে
 দান্তে পণ্ডিত অতিঃ জ্যোতির্ন্যায় শাস্ত্রে হীন দ্বন্দ্ব ॥
 পুরাণেতে সুপণ্ডিতঃ বুদ্ধে আজিরস জিতঃ সর্ববিদ্যা
 সাগর সমান। একারণ নরপতিঃ দিলেন তার আখ্যা
 তিঃ বিদ্যানিধি সাগর আখ্যান ॥ রাজার সভাপণ্ডিতঃ
 বিচারে ভুবন জিতঃ বচনে তোষয়ে নৃপবরে। রাজদত্ত
 ভূঞ্জে ভূমিঃ শত বিঘা শূনাঙ্গমিঃ শালি শত বিঘা
 ভোগ করে ॥ এক পুত্র পণ্ডিতেরঃ কেমন কপাল ফেরঃ
 অন্ধ প্রায় থাকিতে লোচন। বয়স বৎসর শোলঃ করে
 মাত্র গণ্ড গোলঃ নাহি করে সুসঙ্গে ভ্রমণ ॥ দ্বিজ ধর্ম্মদেব
 সেবাঃ করিতে কহয়ে যেবাঃ গালি দিয়ে তাহার করে
 থ। ডাণ্ডা গুলি সদা খেলেঃ লইয়ে ইতর ছেলেঃ লিখি
 তে না পারয়ে কভু ক ॥ দেখিয়া তাহার তাতঃ মনে
 হলে শোকাধিতঃ বলে হারে শুনরে অধম। কেশরির
 সূত হয়েঃ শূণ্যালের প্রায় রয়েঃ গেলি বয়ে বিদ্যাতে
 বিরোধ ॥ এখন বলি রে আমিঃ বিদ্যা শিক্ষা কর ভূমি
 না হইলে নাহি প্রয়োজন। আমার তনয় মুখঃ মরমে
 রহিল দুঃখঃ নাহি তোর দেখিব বদন ॥ এতবলি নিজ
 কন্ডেঃ গেল দ্বিজ গৃহ ধর্ম্মেঃ কিরে আসি না দেখি তনয়
 বলে কোথা মথুরেশঃ রমণী কহিল শোবঃ কুসঙ্কেতে

কপাটী খেলার ॥ স্নেহেতে ব্রাহ্মণী বলেঃ আর কি হবে
 कहিলেঃ খেলাইতে গিয়াছে আবার । শুনি দ্বিজ ক্রোধ
 করেঃ कहিছে নারীর তরেঃ শুন বচন আমার ॥ আমার
 মাথাটী খাওঃ যদি ধর্ম পথ চাওঃ গুরুদ্বিজ দেবের
 কথিরে । ভক্ষণ করিবে ভূমিঃ শপথ দিলাম আমিঃ
 অন্ন আজি দিলেরে তাহারে ॥ গোবধ ব্রাহ্মণ লক্ষঃ
 পাপি হবে দিলে ভক্ষ্যঃ সেই হেতু कहিরে তোমারে ।
 অন্ন যদি চাহে তবেঃ ভস্ম রাশি তারে দিবেঃ এমন
 সম্ভানে কিবা করে ॥ মৃত্যু করাইয়ে পুনঃ করয়ে দ্বিজ
 গমনঃ যথাস্থানে আছে প্রয়োজন । ব্রাহ্মণী আসিয়া
 ঘরেঃ অত্রে রোদন করেঃ কুপুত্রেতে মাতা জ্বালাতন ॥
 দিবা হইল অবশেষঃ এখানেতে মথুরেশঃ অন্ন আশে
 আসিল বাসায় । অন্ন দে মা ইহা বলেঃ ঘরের ভিতরে
 চলেঃ ব্রাহ্মণী বিসম ভাবে দায় ॥ না হয়ে সম্ভানে অন্নঃ
 না দিলে কে দেবে অন্নঃ স্বামি আজ্ঞা তাহাতে লংঘন ।
 তাহাতে শপথ পতিঃ দিয়াছে আমারে অতিঃ এত
 ভাবি হয়ে বিচক্ষণ ॥ উভয় বয়স রাখিঃ তাহার উপায়
 দেখিঃ দিল অন্ন সুদৃশ্য সুরস । নানা উপহার পরেঃ
 ভস্ম মুঠা রাখে ধারেঃ মনে হয়ে অত্যন্ত বিরস ॥ হেন
 নিদারুণ পতিঃ শুনি তাহার ভারতীঃ ছাইদিনু শোনার
 বাছার । তনয় গণ্ডুষ করেঃ পঞ্চগাঙ্গ করে ধরেঃ শেষে
 হেরে ভস্মরাশি তার ॥ হেরে জননীয়ে বলেঃ জাই কেন

অম্নে দিলেঃ শুনি রামা বলে বিবরণ । পণ্ডিতের সুত
 ইম্নেঃ নীচ লোক সঙ্গে লয়েঃ সদা স্তম্ভি কররে ভ্রমণ ॥
 একারণ তব তাতঃ শপথ দিল নির্ঘাতঃ তাই ছাই
 দিলাম তোমারে । জননীৰ বাণী শুনে অত্যন্ত বিবেক
 মনেঃ উঠি সুত নমস্কার করে ॥ কান্দিয়া তনয় কহেঃ
 এই অন্ন শিরে রহেঃ অম্নে মোর সহশু প্রণাম । নাখাইব
 না ছুইবঃ এদেশে নাহিক রবঃ মাতা পিতা কার হেন
 বাম ॥ কুপুত্র যদিপি হয়ঃ কুমাতা কখন নয়ঃ লোক
 শাস্ত্রে এই কথা কহে । সে কথা হইল বৃথাঃ এমন না
 দেখি কোথাঃ কার মাতা পিতা হেন রহে ॥ কহিতে
 বিদরে বুকঃ কারে না দেখাব মুখঃ আশে গুসে ছাই
 দিল মায় । এত ভাবি জননীরেঃ তখনি প্রণাম করেঃ
 বিবেকেতে বনে চলে যায় ॥ ক্রীশণাম কহেন সত্যঃ
 বিবেক বিরহে তত্তঃ বস্ত নাহি কোন জন পায় । যথায়
 বিবেক বৰ্ত্তেঃ সেই নর ধন্য মৰ্ত্ত্যঃ নমস্কার কোটি
 তার পার ॥

মথুরেশের প্রবাস গমন ও জন্তুদ মুনির
 সহিত মিলন ।

পয়ার । মনে বিবেক বাসনা করি সুত । নিজদেশ
 ছাড়াইয়া বাইল ত্বরিত ॥ একবস্ত্র পরিধান দ্বিতীয়
 রহিত । সরোবর নীরে তার আহার বিহিত ॥ পত্র কল
 কুল আদি যখন যা মিলে । জীবন ধারণ হেতু ভঞ্জে

অকৌশলে ॥ চলিল নিবিড় বন নাহি তার ত্রাস । নি
 স্তর ত্যজিবে প্রাণ জীবনে নিরাশ ॥ অতিব কানন
 মধ্যে ক্রমে যায় । কেবল অরণ্য তথা দেখে ভয় পায় ।
 বনচর নিরন্তর করে উচ্ছ রব । শুনিয়া দ্বিজের সূত
 শ্রবণে মাধব ॥ অস্থি চন্ম অবশেষ নাহি দেহে বল ।
 চলিতে চরণ পথে হইল অচল ॥ ক্রমে পড়ে ক্রমে উঠে
 ক্রমে ধরাতলে । শয়ন করিয়া কান্দে ক্ষুধা দুঃখানলে ।
 এই মত গত হয় এক সম্বৎসর । প্রভাশে উত্তরে পরে
 শীর্ণ কলেবর ॥ দেখে তথা এক খানি আছরে কুটীর ।
 অপূর্ব নিয়মাণ স্থান মুনির মন্দির ॥ আস্ত পত্রের চাল
 আর খুটী ভেরেণ্ডার । লতা রজ্জু দিয়ে বান্ধা নহে সুবি
 স্তার ॥ শূন্যের দ্বিজবর দেখিয়া তখন । অচল হইয়া
 তথা করিল শয়ন ॥ হেনকালে অন্তর্গিরি গেল দিবাকর
 আসিল কুটীরে পরে সেই মুনিবর ॥ নর দেখি মুনি
 কহে ভ্রমি কোন জন । সত্য বাক্য কহ মোরে না কর
 ভণ্ডন ॥ মিথ্যা বাক্য যদি কহ করে প্রতারণ । তবেত
 বরিব ভঙ্গ্য দেখিবে তখন ॥ শূনি মৃদু বানী কহে মধু
 রেশ । অদ্য অন্ত সমুদর করিয়া বিশেষ । জননীর হেন
 কন্ম শূনি মুনিবর । কৃপাদৃষ্টে চাহিলেন তাহার উপর
 মা কান্দে বিপ্র কহে বারেবার । তোমার সকল দুঃখ
 করিব সংহার ॥ যে বিদ্যা যে ধনে তব আছে অভিলাষ
 অবশ্য তোমার আমি পুরাইব আশ ॥ জিন্যাম

তাহারে বলে কি ভাবনা আর । সক্ষম পাইলে এবে
ভবে হবে পার ॥

মথুরেশের মন্ত্র সিদ্ধি ও নবদ্বীপ যাত্রা ।

পন্ন্যাস । মুনি কহে এক কথা সুধাই এখন । দীক্ষা
শিক্ষা হইরাছে কি আছ বঞ্চন ॥ মথুরেশ বলে প্রভু
কিছুই না জানি । আমার সমান আর না আছে অজ্ঞানি
শুনি শুক মুনিরাজ বলে ভাল বটে । স্নান করি আইস
অত আমার নিকটে ॥ আজি তবে সংস্কার করিব তো
মার । শুনি স্নান করি পুন আইল কুমার । এখানেতে
কম্পতরু হয়ে ঋষি রয় । দিবে যে অমূল্য ধন যাহা
ভাগ্যে হয় ॥ বাহ্য কার্য শূন্য হয় জ্ঞানেতে বিভোর ।
হেন কালে মথুরেশ আসিল গোচর ॥ স্বস্তি বলি নিজ
মন্ত্র তারে করে দান । পুন হায়ং করে পেয়ে বাহ্য জ্ঞান
কুমার কহিছে কেন হইল বিবাদ । ঋষি বলে আজি মম
ঘটিল প্রমাদ ॥ সকল দৈবের বশ কি দোষ কাহার ।
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু আজিরে আমার ॥ মথুরেশ সব
শেষ না জানি কারণ । যেই মহামন্ত্রে দীক্ষা মুনির
মনন ॥ সেইতো স্ববীজ মন্ত্র দিল দ্বিজ সুতে । কত পরি
শ্রম কৈল চেতন করিতে ॥ বনে বসি রাশিঃ মন্ত্র জপ
করি । শতঃ পুরণ্যঃ তাহাতে প্রচারি ॥ আপনার
মন্ত্র পরে করিলে প্রদান । কখন নাহিক রয় সাধকের
প্রাণ ॥ দিয়া বীজ মন্ত্র তেজোহীন হইল মুনি । প্রকাশ

হইলে তাহা নাহি' রহে প্রাণি ॥ দুঃখানলে রজনীতে
 মুনি নিদ্রা যায়। কালি কালশপ' ক্রপে দংশিল তাহার
 বিবের বিবন জ্বালা ত্যজে মুনি প্রাণ। বিপরিত দেখি
 সুত হত হয় জ্ঞান ॥ বলে চিরদিন দুঃখে ভূমি বনেবন
 দৈবেতে সদগুরু যদি হইলে মিলন ॥ অভাগার কর্ম
 দোষে সেহ নারহিল। আমার জীবনে আর নাহি কোন
 ফল ॥ দরিদ্র বৈকুণ্ঠে গেলে তথায় অসুখ। আর কারে
 না দেখাব আমার এমুখ ॥ ভেবেছি নু বড় আশা হইল
 নিম্নল। হেলে নে যায় হাল বিধির হাতে তুল ॥ ভাস্কর
 কপাল ভাজে এমনি প্রাক্তনি। পোড়ার চরণ খালে
 পড়ে ভাল জানি ॥ এইরূপ কত শত খেদ করে নানা।
 বলে নিদারুন বিধি মোরে দিল হান। ॥ আইলাম ভব
 ছাটে ছাটে বাঙ্কা তরি। ব্যাপার করিল মনে বড়
 আশা করি ॥ আচম্বিতে মর্কনাশ কূলে তরিডুবে।
 পবন ভক্ষ্য নিদারুন ভবে ॥ সকল করমেকরে কপালে
 বিকল। অরণ্য ত্রিন্দন বৃথা নাহি' কোন ফল ॥ বা
 হুউক গতিকরি আশুস্ত্যচরণ। অগতি হইলে হয় অধস্তে
 পতন ॥ কিন্তু ভাবি রোগের ঔষধ বিনা গতি। অক
 র্ভব্য হয় ইহা পিতার ভারতী ॥ অতএব সংপ্রতি করিব
 প্রতিকার। এরোগের মহৌষধ কি করি বিচার। রোগ
 যোগ্য মহৌষধি কিবা মন্ত্র আর। কিছুই নাহিক জানি
 আমি দুরাচার ॥ দেবজ গুরুর মন্ত্র যাহা কৈল দান।

ইহা বিনা আর কিছু নাজানি সজ্জান ॥ এত ভাবি সেই
 মন্ত্র গুরু চরণে মনে তিনবার করিয়ে স্মরণ ॥ আপদ
 মন্তকাবধি ফুক দিয়ে সুত । অন্তরে বিরস নেত্রে অশ্রু
 জল যুত ॥ আচম্বিতে উঠে বৈসে মুনি মহাশয় । নাধু
 পুত্র ধনি বলি জ্বোরে তারে লয় ॥ কহিল সমুদ্রে আমি
 হয়েছি তোমায় । আর এক মন্ত্র শিখা কররে তনয় ॥
 বুঝিয়া কুমার বলে কি কহিলে গুরু । কিফল বিফল
 বল যথা কল্পতরু ॥ অবোধের প্রায় নাথ কেন গো
 ভুলোও । নয়নে দেখায়ে পুনঃ শুনাইতে চাও । যেধন
 দিয়াছ প্রভু করিয়ে কঙ্কণা শিবতু পাইলে তায় নাহিক
 বাসনা । আতাসে বুঝিল মুনি পাইয়াছে তত্ত্ব ॥ সক
 রূপে তার প্রতি কহে অত্ন বত্ন ॥ বাও বাছা যথা ইচ্ছা
 হইলে সুসিদ্ধ । ইন্দ্রাদি দেবতগণ করিবে আরাধ্য ॥
 গুরু শিষ্য নাহি পাট আনন্দের হাটে । হৃদয়ে ও পদ
 রাখি প্রণমিয়া উঠে । মনে কৃপা রেখ গুরু ভূমি পরাৎ
 পর ॥ স্মরিবে আমারে যবে আসিব গোচর ॥ এতবলি
 মনের সম্বোধে দ্বিজচলো বিমানে গমন অশ্বপবন শবলে
 ছয় দণ্ডে নবদ্বীপে আমি উপনীত । দেখিতে জনম
 স্থান হইল বাড়িত ॥ ত্রিশগুন কহেন পরে নামিয়া
 তথায় । সন্ন্যাসির বেশে মথুরেশ চলে যায় ॥

রাজার কালিকা পূজন ও প্রতিমা প্রত্যক্ষ ।

ত্রিপদী । আপনার জন্ম স্থান করি তাহে দৃষ্টি

দানঃ চলে যায় সন্ন্যাসির বেশে । পথে চলে মধুরেশ
 জট। জুটে লব্ধ কেশঃ অঙ্গে ছাই কৃষ্টি কটি দেশে ॥
 গলায় রুদ্রাক মালাঃ করেছে ত্রিশূল ভালাঃ খড়্গন লোচন
 চুলঃ । হতাশন সম প্রভাঃ রজনী রঞ্জক শোভাঃ আসি
 রাজ পাটে প্রবেশিল ॥ সুখ রাত্রি শ্যামা পূজাঃ সেই
 দিন রাজে রাজাঃ করিছেন জায়ে পুরোহিত । প্রতিমা
 স্বরূপ করেঃ আবাহন করি পরেঃ নানা উপহারেতে
 পূজিত ॥ সেই কালেতে সন্ন্যাসীঃ গাজে তার তনুরাশি
 অসি তথা আসন করিল । পাতিয়া ব্যাঘের ছালঃ সম্মু
 খে বসিল ভালাঃ চতুর্দিক প্রকাশ হইল ॥ সন্ন্যাসীর রূপ
 হেরিঃ সবে বলে মরিংঃ কি মাধুরি এনহে যে নর ॥
 ছলিতে রাজার মনঃ হেন করি অনুমানঃ বিধি বিমু কি
 আইল হর । রাজা মুখ রূপ দেখিঃ পালটে নাহিক
 আঁখিঃ বলে একি তেজস্বী সন্ন্যাসী । বয়স কিশোর
 অতিঃ শশি রাশি সম জ্যোতিঃ বসিয়াছে তিমির
 বিনাশি ॥ মহা ভক্তি করি ব্রায়ঃ সম্মুখে তারে বসায়
 কালীর পূজন দেখে যোগি । নানা বিধ উপহারেঃ পূজা
 করে কালিকারেঃ শোষেতে উদ্দেশী বলি মাগি ॥
 ধরিয়া মহিষ বলেঃ হাড়িকাটে দেয় কেলোঃ থাণ হেত
 সে করে চিৎকার । মধুরেশ ক্রোধানন্ডে তখন উঠিয়া
 বলেঃ রাজা যায় সংহতি তাহার ॥ নৃপতি কহেন কেন
 এতু করিছ গমনঃ রোষে অধি বলিল তখন । হইয়ে

সুবোধদ্বারাঃ হইলে অবোধ প্রায়ঃ জীব হিংসা করুক
 কারণ ॥ কোম স্থানে কিছু নাইঃ কেবল দেখিতে পাই
 জীবগণ নাশ অগণন। তোমাতে যে জন আছেঃ সেই
 মিথি পশু কাছেঃ কর্মহেতু জনম ধারণ ॥ সুকর্ম যেজন
 করেঃ শুভ জন্ম প্রাপ্তি তারেঃ পশু জন্ম পাপের কারণ।
 কিন্তু এক আত্মা হয়ঃ অনন্ত ব্রহ্মাওময়ঃ সর্বভূতে আছে
 সে জীবন ॥ মায়া বশে ভ্রমে জীবঃ ত্রিভুবন ময় শিব
 অহংকার ত্যজহ রাজান। রাজা বলে মহাশয়ঃ তবে
 বেদ ব্যর্থ হয়ঃ এই শুন বেদের বচন ॥ যজ্ঞার্থে পশবঃ
 সুক্টাঃ ইত্যাদি বেদের নিষ্ঠাঃ শূনি যোগিবর কহে বাণী
 যদি যজ্ঞ পূর্ণ হয়ঃ তবে তাহে পাপ নয়ঃ না হইলে নরক
 মিশানি ॥ প্রতিমায় আসি তবঃ যদি থাকে আবির্ভাব
 লইতো কালিকা সর্বেশ্বরী। তবেতো সকল পুণ্য
 নহিলে কে করে মান্যঃ মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি ধরি ॥
 প্রত্যক্ষ দেখাও মোরেঃ রণস্থলে যে প্রকারেঃ দুলেছি
 লেন হেরিব সে রূপ। কিম্বা স্থানান্তর যাবেঃ কটাক্ষে
 অপাঙ্গে চাবেঃ না হইলে কেবল বিদ্রপ ॥ শূনি কুল
 পুরোহিতঃ সেই সে তাহার প্রীতঃ ক্রোধিত হইয়া তারে
 কর। এই মন্ত্রে ভূত শুদ্ধিঃ করিয়াছি কিবা ঋদ্ধিঃ এই
 মন্ত্রে আসন শোধয় ॥ অঙ্গন্যাস করন্যাস এই মন্ত্রে
 জীবন্যাসঃ এই মন্ত্রে মূত্রা বিরচন। এই যে পটল কণ্ঠা
 প্রদাকরি যথঃ প্রথাঃ বেদে শেষ করি নিরূপন ॥ অন্ন

ভক্ত কোন স্থানেঃ কহ নন বিদ্যমানঃ যোগী বলে কর
 বর্তমান । দেখেছে নয়নে যেইঃ বচনে বিশ্বাস সেই
 কদাচ না করয়ে সূক্তান ॥ শুনি ক্রোধে বলে তারে
 তুমি পারো দেখাবারেঃ যোগী বলে ইহা কোন ভার ।
 এত বলি পূজা স্থানঃ গজাজলে প্রক্ষালনঃ করে বারি
 দিয়া শত ভার ॥ ছিল যত উপহারঃ না লইয়ে কিছু
 তারঃ সকল সামগ্ৰী পুন লয়ে । মনের মানস মতে
 পূজা করি এক চিতেঃ পরে কহে উঠিয়া দাঙারে ॥
 হেরঁ মরপতি বলেঃ যে রূপ রণের স্থলেঃ দুলে ছিলেন
 দেখেছে স্বচক্ষে । দেখাও জননী বলেঃ ততক্ষণে হেলে
 দুলেঃ প্রতিমার হইয়ে প্রত্যক্ষে ॥ পুরোহিত দ্বিজ মান
 রাখিতে যতন পামঃ বলে ইহা নাহয় প্রত্যয় । চালন
 মন্ত্রের গুণেঃ বুঝি দুলাইতে জানেঃ শুনি ক্রোধে দিগা
 হ্বর কয় ॥ হয়ে যোগী হুতশেনঃ বলে তবে এতক্ষণ
 পশুশূন্য হইল আমার । এত বলি কোশা লয়েঃ কালির
 সম্মুখে গিয়েঃ কহে যোগী করি ছহকার ॥ দেখ২ ছারে
 খারেঃ পাঠালি পৃথিবীদরেঃ আর নাহি মঙ্গল হইবে ।
 হই বলি ক্রোধাবেশেঃ প্রতিমার কক্ষদেশেঃ কোশার
 আঘাত করে তবে ॥ দর২ বহে ধারাঃ দেখিয়া কম্পিত
 তারাঃ যোগী বলে ধর ব্রহ্ম সবে । ভূতলে পয়ে যদি
 রাজ্য ঘাবে অদ্যাবধিঃ বিধি রাম আজি সে জানিবে ॥
 শুনে তমুকুণ্ড লয়েঃ কধির ধরিছে ভয়েঃ ছাপাইয়া ভক্ত

লে পড়িল । হাহাকার করি রায়ঃ ধরিল। তাহার পায়
সকরণে কান্দিতে লাগিল ॥ দ্বিজ ক্রীণ্যমাচরণঃ দেখি
য়া তার রোদনঃ প্রবোধ বচনে ভূপে কয়ঃ । না করো
রাজ্য ক্রন্দনঃ বিধির যাহা লিখনঃ দৈব দোষে অবশ্য
তা হয় ॥

রাজার খেদ ও সন্ন্যাসীকে স্তব :

লঘুত্বিপদী । সন্ন্যাসীর পদ ধরি বহু খেদ করিয়ে
কান্দয়ে রাজা । বলে প্রভু তুমি সর্বান্তর যামি তপন
সঙ্গ তেজা ॥ সকল বিজ্ঞান আছে তব স্থান বলহে
কি দোশ মম । তোমাতে বিশ্বাস আমার নির্যাস
পুরোহিত সে অধম ॥ না করে বিশ্বাস মোর সর্বনাশ
করিল পাপিষ্ঠ মূঢ় । পরের দোষেতে কি এই দৈবেতে
ঘটিল যন্ত্রনা দূঢ় ॥ যেমন রাবণ করিল হরণ ক্রীণামচ
স্তেরনারী । দেখ তার দোষে বদ্ধ হয় রোষে অবণ জলাধা
কারী ॥ কহি যে স্বরূপ আমারে সে রূপ ঘটিল একে
দিনে । না দেখি উপায় ধরি তুরা পার কৃপাকর হীন
হীনে ॥ ষড়ৈশ্বর্য যুত তুমিহে শাস্ত্রত সিদ্ধি সিদ্ধে
ভেদ কিবে । শরণ তোমার লয়েছি এয়ার তুমি গুরু
সার ভবে ॥ সাবুজ্য পদবী তুমি জল ভুবি অনল অনিল
ময় । তুমি বেগুন তম সত্য পরাক্রম হাবর জঙ্গম জয়
তুমি কনাদম অনুল বিক্রম মেধা ধৃতি কীর্তি তুমি
বাক্য বিদ্যা আদি অনন্ত অনাদি তুমি সর্বান্তর যামি-

তব পদদ্বয় চিৎকানন্দ ময় মায়া হীন তব বপু । নাহি
 তব ভ্রান্তি তুমি শান্ত শান্তি কান্তি যে ইন্দ্রিয় রিপু ॥
 তুমি সনাতন ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ইচ্ছাময় ইচ্ছাকায়া ।
 দেবতা গন্ধর্ব তব অংশ সর্ব তুমি নাথ বিদ্যা মায়া ॥
 সদা বর্ত্ত মান করি অনুমান জগত তোর ছায়া । পুরুষ
 প্রকৃতি গতি মতি জ্যোতি ভূতগণ তব জায়া ॥ তুমি
 স্থল সূক্ষ্ম চতুর্বিধ মোক্ষ রক্ষ সত্তাজনে । জীবনের
 জীব বেদের প্রনব সমুদয় সর্বজনে ॥ তুমি হর্তা কর্ত্তা
 বিধির বিধাতা পরমাত্মা রূপ বিভূ । তুমি যজ্ঞ ফল
 মঙ্গলা মঙ্গল দৈববল তুমি প্রভু ॥ অনন্ত ভুবন তোমার
 আসন তুমি মন প্রাণ জীবে । গুণের আকার তুমি গুণ
 হর নিরাকার রূপ ভবে ॥ তুমি বিশ্বকর্মা শম্য ব্রহ্ম
 ধর্ম্য মর্ম্য তব কেবা পায় । তুংহি হিতাহিত সকল
 অতিত তোমাতে সর্ব বর্ত্তায় ॥ প্রবর্ত্তি নিবর্ত্তি তুমি
 শুভ কীর্ত্তি কালাকাল তুমি প্রভু । নিম্ম দাহকার
 তুমি সূলাধার শক্তি মুক্তি উক্তি কভু ॥ তুমি মিত্য
 নন্দ সদা হীন দ্বন্দ্ব চৈতন্য সকল দেহে । আদিত্য আ
 কার অন্য নাহি আর প্রতি স্মৃতি এই কহে ॥ জ্ঞান
 তত্ত্ব ময় তুমিহে বিস্ময় মোহ মায়া রূপে ভবে । তুমি
 হে নিষ্কাম আর নানা কাম আত্মা রাম সর্ব জীবে ॥
 ভাল আর মন্দ তুমি হে নিবন্ধ কাল কর্ম্য পরমায়ু ।
 হর্ষ মিত্য সুখ রোগ ভোগ দুঃখ তুমিতো অখল বায়ু

তুমি বীজ তরু শাখা পত্র চারু তুমি, গুরু তার কল ।
 তুমি কল ভোক্তা প্রয়োগের পক্ষা তুমি নাথ এসকল ॥
 তব মায়া জীবে কেমনে জানিবে মনন অতিত তুমি ।
 অন্তরে অন্তর বেদে অগোচর ভগ্নে কহে সর্বগামি ॥ অতি
 সুন্দর মনে দেখে বিজ্ঞ জনে অদূর অন্তর নয় । অতিশয়
 দূরে মূঢ় নরে হেরে তুমিতো স্বরূপ নয় ॥ তোমার
 মহিমা নাহি হয় মীমা সারদা না পান পার ॥ দেবতা
 কিম্বরে নাহি জানে নরে আমি নরাত্মন নর ছার ॥
 বচনের পার মহিমা তোমার কিসাধ্য আমার কহি ।
 দিগে পদ ছায়া নিজগুণে দয়া কর প্রভু চাহি এই ॥
 তুমি কালকালী স্তবে তব গালি করাকর আবিভূত ।
 ঘটে পটে মান্য সে সকল জন্য গীতার আছে প্রতীত ।
 অনুম্য সর্বশ কহে ছষীকেশ যেমানুষ নাথ তুমি । করে
 কৃপাদান কর পরিব্রাজন কি আর কহিব আমি ॥ এতেক
 স্তবন শুনিয়া তখন তুচ্ছ হইল মথুরেশ । বলে ভয়
 ভয়ঙ্কর, ওহে মহারাজ দূর হবে ভব ক্লেশ ॥ ক্রীণামাক্ষর
 হইবে হৈক মন পূর্ব বিবরণ কহে । শুনিয়া রাজন পায়
 দিব্য জ্ঞান মোহ হীন হয় দেহে ॥

পদ্মাবলির উপক্রম ।

প্রয়ার । তব শুনি তুচ্ছ হইবে কহে দিগম্বর । মুক্তান
 পাইবে তুমি দিলাম এ বর ॥ সর্বনাশ হইয়াছে প্রথমে
 তোমার । যখন কহিল আবিভাব নহে নার ॥ আর

রক্ষা নাই রাজ্যে রাহ্য হবে নষ্ট । ধন মান যাবে প্রাণ
পাবে বহু কষ্ট ॥ আমার অসাধ্য তাহা বিধির লিখন
শ্রীঅঙ্গে বধির ধারা হয়েছে পতন ॥ ভয় পেয়ে নরপতি
কহে দরাময় । কি গতি হইবে মম কহ মহাশয় ॥
নিতান্ত নরকে যাব কিবা পাব প্রাণ । কহিয়া শীতল
কর উদ্ভাপিত প্রাণ ॥ মথুরেশ বলে যুক্তি ভাল মহী
পাল । উত্তম কহিলে দেখি তব পরকাল ॥ তবে পত্রা
বলী মোরে করিবারে হয় । নয়নে না হেরে কোথা কে
করে প্রত্যয় ॥ আদ্য অন্ত সবৃত্তান্ত সব জানা যাবে ।
বার যে মানস ফল সাক্ষাতে পাইবে ॥ একথা শুনিয়া
ভূপ মন্ত্রিপানে চায় । বেদমত উপহার তখনি যোগেশ্বর
যেই রূপ পূর্বের যে আছিল লিখন । অঙ্গ ভঙ্গ নাহি
করে সকলি মিলন ॥ পরে যোগাসনে বসি দ্বিজ মুখ
রেশ । ধ্যানে পত্রপঙ্ক্তি করে জানিতে বিশেষ ॥ দ্বিজ
শ্যাম যোগীকরে করে নিবেদন । শীপে ভুক্ত অত্যপার
হইল রাজন ॥

পত্রাবলী ও রাজার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ।

ত্রিপদী । রাজার আদেশ পায় শতং ভূত্য যার
পত্রাবলী করে আয়োজন । প্রথমোক্তে যোগীবর পূজা
করে লম্বোদর হয়ে অতি সচকিত মন ॥ গুহমান
আশাকরে পূজিলেন গুহের স্বরে বসুগণে তোলে ভক্তি
ভাবে । পরশু প্রভৃতি বাণ সংসৃদ্ধি পাইল জ্ঞান অঙ্গ

ভক্ত সুসঙ্গে প্রভাবে ॥ শোভাদি ইন্দ্রিয়গণে রাখি যথা
যজ্ঞস্থানে শেষে চক্রগণে ভেদ করে। পিণ্ড করি অবা
হন পদ সহ সংমিলন সুখা ধারা সেকি তার পরে ॥
সদা নিষ্ঠা মন করে গুরুর পদ অন্তরে বিধাদেতে ভাবি
ছে ভূপতি। একে রাজা শুদ্ধাবাস তাহে মোহে কল্য
মান ভয় যথা তথায় ভকতি ॥ বিপদে বিষম আর
যে পড়ে অত্যন্ত তার দেবতার প্রতি ভক্তি হয়। রাজা
য্যারে এক মনে সেই কালে যোগাশনে যোগীবর বসি
হাসি কর ॥ কিছমানিতে ইচ্ছাচিতে বল রাজা প্রথ
মেতে সত্যবাক্য মন প্রতি কহ। রাজা বলে মহাশয়
যুচাও মন আমার দীনজনে করি অমুগুহ ॥ আজন্ম
অবধি আমি নহি কুসঙ্গ কুগামী চিরকাল পূজি কালি
কালে। দেখে মোর প্রতিবাসী কিবা গৃহি কি উদাসী
হরেৎ পুণ্ড্র শ্যামা যারে ॥ যার নাহি ধন কড়ী হইতে
আমার বীড়ী উপহার তাহারে যোগায়। অন্য দেব
নাহি জানি বিশেষে সে ভব ভবানী তেকারণ দিচ্ছাসি
তোমায় ॥ এই দেখে পদ্মাবতীর জ্ঞাত কি অজ্ঞাত
মোরে সগত জননী মর্মেখরি। যোগী করয়ে প্রত্যক্ষ
কাহাতে হইল লক্ষ ভূমি কিট মণনায় ধরি ॥ শুনি
রাজা সেই বাণী আনন্দে উঠি আপনি প্রেমাবেশে সদা
নৃত্য করে। আমি কিষ্ট মধ্যে হই জ্ঞানেন তা ব্রহ্মময়ী
যার আর সেহ চরে মোরে ॥ কহ দেখি গুণমনি আমার

পূর্বকাহিনীঃ আছিলাম আমি কোন জনা কিয়া পাপে
 কোথা স্থানঃ কবে হইবে পরিত্রাণঃ কহ কৃপা করি
 বিলোকন ॥ কহিল সে সব বোলঃ পূর্ব উক্ত যে সকল
 ব্রহ্মার শাপের বিবরণ । নিজ পুরবাচ আখ্যঃ ভূপতি
 পাইল দিক্কাঃ কিন্তু মোহে আছে বিস্মরণ ॥ দেখিয়া
 তাহার মুখঃ নাহি সহি পর দুঃখঃ মথুরেশ অঙ্গস্পর্শে
 তার । হৃদয়েতে কর দেয় রাজা দিব্য জ্ঞান পায়ঃ নিজ
 স্থান দেখিল প্রচার ॥ বলে রাজা সত্যগুরুঃ বাঞ্ছারূপ
 কম্পতরুঃ আসিয়াছ তারিতে আমারে । একি ঘোর
 পরমাদঃ রাজার ঘুচে বিবাদঃ সে সাধ বিবাদ রাজ্য
 ভারে ॥ জন্যরূপ বিন্দু মায়াঃ স্বরূপ তাহার ছায়াঃ বিন্দু
 বারি বাসনা বিশেষ । জ্ঞান দিয়ে নৃপবরেঃ যোগীবর
 স্থানাতুরেঃ চলে রাজা দেখিলে তখন । রাজা বলে
 কোথাকারেঃ ত্যজেয়ে যাই আমারেঃ দয়া নাহি দেখে
 দীনজন ॥ যদবধি স্বর্গবাসঃ নাহি যায় তব দাসঃ তদ
 বধি গুরু ভূমি রহ । আপনি যাইলে পরেঃ বল যাব কি
 প্রকারেঃ নিজ গুণে সজ্জ করি লই ॥ ছার রাজ্য মর্ত্য
 লোকঃ কেবল বিকার শোকঃ ব্রহ্মলোক কিহিল আমার
 পিতা মাতা পরিজনঃ হইল অনেক দিনঃ দেখি নাই
 আছে কি প্রকার ॥ যোগী বলে ইহা তব কথা অতি
 অসম্ভব এই দেহে যাবে স্বর্গবাস । লইয়া নরের বপু
 কেমনে যাইবে বাপু কহ দেখি এ কেমন আশ ॥ দেখি

লে তোমার জন তোমাকে হবে বর্জন স্থূলদেহ মোই
সদা তাহে । ছিছি ঘৃণা নাহি হয় কায় রক্ত শুক্রময়
মল মূত্র পূর্ণ রহে যাহে ॥ দেবের অঙ্গশ্য যাহা ব্রহ্ম
পূরে লয়ে গ্রাহ্য যাইতে বাসনা কর চিন্তে । একি ভ্রান্তি
ব্রহ্ম দূত এখন আছে বিস্মৃত জাননা ত্রিভূত দেব
ক্ষেত্রে ॥ রাজা বলে কহ তুমি কিকর্ম করিব আমি
যোগী বলে ত্যজ কলেবর । পুত্রে দিয়া রাজ্য দান আ
পনি কর গ্রন্থান ব্রহ্মলোকে চল নৃপবর ॥ এত বলি মথু
রেশ কৃপা দৃষ্টে চাহে শেষ রাজা ত্যজে দেহ অভিমান
কৃপাকরিয়ে সন্ন্যাসী তার কর্ম ফাঁশ নাশি তিন দিন
রহে সেই স্থান ॥ কুলের মুখটী খ্যাতি স্বভাবে প্রধান
অতি রাম নারায়ন দ্বিজ নাম । তাহার অঙ্গজাজ
রচিল ক্রীশ্যাম দ্বিজ কৌত্তক বিলাস পরিণাম ॥

কৃত্তিবাস বিদ্যাসাগরের নাইকা সাধন ও

মথুরেশের পরিচয় ॥

•ত্রিপদী । রাজা জ্ঞানবান হয়ঃ সন্ন্যাসির সহ রয়ঃ
পুরোহিতে আনিতে বারন । বলে অবিশ্বাসী জনঃ নাহি
মম প্রয়োজনঃ সর্বনাশ করিল সে জন ॥ কোতাল
তোরৈ বলিঃ তারে দিবে নর বলিঃ যদি বেটা আইসে
এখানে । প্রান ভয়ে দ্বিজবরঃ হয়ে থাকে অগোচরঃ বি
ষাদিত সদা অপমানে ॥ বলে প্রাণ রাখা আরঃ উচিত
নহে আমারঃ যোগী বলে ত্যজিব জীবন । এই বেটা

কোন জনঃ জানিতে নারি কারণঃ অভাগার হইল শমন
 আমিতো নাইকা সেবিঃ ভুবন বিজয়ী কবিঃ এই ভূমি
 নখেতে দর্পণ । দিয়াছে আমারে বরঃ জিনিবে সকল
 নরঃ বাদী না রহিবে কোন জন ॥ সে কথা অন্যথা হব
 এখন নহিল ক্ষয়ঃ ভণ্ড যোগী কিসের কারণ । জানিতে
 যাহার তত্ত্বঃ চিহ্নে করি শুদ্ধ সত্ত্বঃ নায়িকার করিল
 সাধন ॥ বারে২ জপে নামঃ সিদ্ধ হেতু তার কামঃ নায়ি
 কার হইল গমন । দিখি তারে স্তুতি করেঃ কহে পরে
 মৃদুহরেঃ দ্বিজবর করিয়া রোদন ॥ সকলি জ্ঞান গো
 ভুমিঃ কি আর কহিব আমিঃ মিথ্যা হৈল তোমার বচন
 কৃপা করি বর দিলেঃ তব শত্রু ভূমণ্ডলেঃ না রহিষ্যে
 শুনরে নন্দন ॥ সে কথা দূরেতে গেলঃ কাল প্রায় শত্রু
 এলোঃ যোগীবেশে আমার শমন ॥ কিবা বিদ্যা কি
 বিচারেঃ গুণসে নিগুণ করেঃ অপমানে পরাণে বিষাদ
 শুনিয়া নায়িকা বলে পাগলের ঐয় হলে কার সঙ্গে
 করিয়াছ বাদ ॥ আমরা কিঙ্করী যার সেহ দাসীতো
 যাহার সেধনী উহার পদ সেবে । সূদা আমাদের মন
 আবাক্ষা করি দশন ভূমি ছার তার কি করিবে ॥
 রাজার কতেক পুণ্য সংখ্যায় না হয় গণ্য দরশন পায়
 সেই ফলে । যে পদ হৃদয়ে ধরি শব রূপ দ্বিপুত্রারি
 সে পদ পায়েছে দৈব বলে ॥ ভূমি কিবা বাঁট তায়
 ব্রহ্মানহে গণনায় হেন জন সেই মহাশয় । আমার

প্রণাম তাঁরে সব সে জানিতে পারে যার মন যেই মত
 হয় ॥ তুমি গুরু অন্তর্যামী কিছুই না জানি আমি অপ
 রাধ না লবে আমার । শুনি দ্বিজ দ্রাস পায় ধরি নাগ্নি
 কার পায় কহিতে লাগিল আরবার ॥ কহ যোগী কার
 সূত কোথায় পূর্য রসত সুসিদ্ধি হইল কি প্রাকারে ।
 দ্বিজ ক্রীশ্যামাচরণ কহে পূর্য বিবরণ শুনি বিপ্র ভাষে
 অঙ্গনীরে ॥

রাজার কম্পতরু হওন ও পুত্রকে রাজ্যদান ॥

পয়ার । হইলেন জীব মুক্ত রাজা মহাশয় । তিলেক
 রহিতে ইচ্ছা ভুতলে নাহয় ॥ মনে ভাবিলেন বহুপুত্র
 গাম । সবারে বিভাগ রাজ্য দিলে পর সম ॥ তবেত না
 রবে হবে শীঘ্র সর্কনাশ । একত্রে রহিলে অঙ্গ বাহন্য
 প্রকাশ ॥ পূর্ণ কুন্ত বারি পঞ্চ বারি নৈলে তার । শূন্য
 কুন্ত রহে হবে তেমন ভাণ্ডার ॥ এত বলি মন্ত্রণা করিল
 বিচক্ষণ । এক পুত্রে রাজ্য দিব যে আছে সুজন ॥
 সর্কল হইতে শ্রেষ্ঠ সুহ জ্যেষ্ঠ প্রতি । গোপনে তাহার
 স্থানে কহেন ভূপতি ॥ কালি প্রাতে হব বাছা কম্প
 তরু আমি । সেই কালে রাজ্য দান মাগি লবে তুমি ॥
 অন্য জনে দিব যে যাহা চাহিবে । তোমারে কহিনু
 বাছা ভনি তাহা লবে ॥ পরে আরোজন শুম্নে রজনী
 রঞ্জন । প্রাতঃকালে কম্পতরু হইল রাজন ॥ আসিতে
 যারণ শূরে কেহ না আসিবে । প্রাণ যদি চাহে দুই

তাহা দিতে হবে ॥ বার্তীর ভিতর ছিল যত পরিজন ।
 অন্য জন গণ আসিতে বারণ ॥ জমাদ্দার ভৈরব সিং
 ভৈরব আকার । কার সাধ্য হয় তার কাছে আগুসার ॥
 যোগী গুরু পাত্র মিত্র আর কয় জন । লইয়ে সংকল্প
 করে বসেছে রাজন ॥ কুশ করে কলপতরু চারি ফল
 ধরে । নারীগণ শুনি আইসে রাজার গোচরে ॥ রাজার
 কুমার আর কুটম্বের গণ । যার যে বসনা ছিল দিলেন
 রাজন ॥ যে জন কহিল চাহি আমি এই ধন । অকপটে
 রাজা তারে করে বিতরণ ॥ সকলের সব সাধ পূরাইলে
 পরে । শিব চন্দ্র রায় যায় রাজার গোচরে ॥ যইরা
 প্রণাম করে জনকের পায় । বর চাহ বলে রাজা হাঁ
 মুখে চায় ॥ কুমার কহিল পিতা কিবা দিবে আর ।
 অম্ অভিনাষ দেহ রাজ্য সুবিস্তার ॥ ছত্র দণ্ড আশা
 করি কর মোরে দান । অংশ ধ্বংস করি দেহ ভূপতি
 প্রধান ॥ তথাস্ত বজিল ভূপ যোগী মন্ত্র পঠে । অন্য
 পুত্রগণ শুনি চমকিয়া উঠে ॥ দ্বিজ শ্যাম বলে দেব
 তাহার কারণ । সমুদয় বাজ্য পায় প্রধান নন্দন ॥

রাজার স্বর্গবাস ।

ত্রিপদী ॥ পুণ্ড্র দিয়া রাজ্য ভারঃ পরে চিন্তে আপ
 নারঃ পরকাল ভূপাল রাখিতে । জল বিষ্মু প্রায় ক্ষিতি
 কেমন মায়ার রিতিঃ দেখে শুনে না পারে বুঝিতে ॥
 কার রাজ্য ধন জনঃ কার মান অপমানঃ অভিমানে

কিসের কারণ। কার সঙ্গে সুসম্বন্ধঃ কেবা ভাল কেবামন্দ
 এই হৃদবন্দ ত্রিভূন ॥ ক্ষণে আছে ক্ষণে নাইঃ এদন্তের
 মুখে ছাই বিষম বালাই আশা দাসে। সত্য চিদানন্দ
 বিভূ জীব ভূত সেই প্রভূ ভুমানুক হন মারা ফাঁসে।
 চিন্তাদি ইন্দ্রিয়গণ কন্ঠের করি সাধন অনায়াশে
 জীবেরে ভুলায়। তিনি চরং নিরাময় দেহেতে করি
 আশুর দেহ গুণে মানে আপনায় ॥ গুড় পুষ্প সন্নি
 ধানে যদি শ্বেত পুষ্প আনে দেখ তারে করিয়ে যতন।
 তার শ্বেত আভা দুরে রাখি রক্ত বর্ণ করে সঙ্গদোষে
 তথা সনাতন ॥ শুদ্ধ সত্য বস্তু হয়ে অবিদ্যা আশুর
 কুর কৰ্মভোগী একি বিড়ম্বন। এতেক বলিয়া রায়
 এতেকে বিদায় চায় জনে২ যে ছিল নিকটে। সঙ্গে
 লয়ে যোগীবর আর দ্বিজ বহুতর উত্তরিল জাহ্নবীর
 তটে ॥ গিয়া তথা নিয়মেতে আরাম করিল গিহে রামা
 য়ণ তথা ভাগবত। পুরাণাদি তন্ত্রগণ চণ্ডী পড়ে কত
 জন নাম। বিধ যার যেই মত ॥ বেদান্ত আদি দর্শন
 পাঠ হয় সৰ্বক্ষণ সংকীৰ্ত্তন হয় হরিনাম। এক পক্ষ্য
 এই মত গঙ্গাতীরে হয় গত পরে যোগী নৃপতিরে বলে
 আজি শুভ দিন রায় যোগী গণে স্বগে যায় হেনদীন
 নাহি আর মিলে ॥ শুনি তাহার বচন যোগেতে বৈসে
 রাজন তৃতীয়ে প্রহর দিব। শেষ। সেই কালে নৃপবর
 জিলেন কলেবর হাহাকার করে সবে শেষ ॥ যোগী

হয় অন্তর্ধানঃ রাজ্য দিব্য মূর্তি পানঃ আনন্দে চলিল
 ব্রহ্মপুরে । রাজ পুত্রগণ আসিঃ হইয়ে মনে উদাসী
 বিধি মতে দাহ আদি করে ॥ শূদ্ধ শাস্তি তার পরে
 করে সাস্ত্র অনু সারেঃ কোন রূপে ত্রুটি তাহে নহে ।
 শিবচন্দ্র রাজ্য পেয়েঃ আনন্দে বান্ধব লয়েঃ বিজ্ঞভাবে
 সিংহাসনে রহে ॥ পিতার যেমন রীতিঃ পুণে পায়
 সেই নীতিঃ এই কথা পূর্বা পরে ভনে । পুত্রসম শিক্কে
 পালে দুষ্কের কি করে কালেঃ মহাকাল তাহার রাজনে
 দান্ত শান্ত প্রিয় ভাষীঃ সকল গুণের রাশিঃ রাজনীতে
 পরম পণ্ডিত । পিতৃসম সর্ব অংশেঃ এমন নাহি সে
 বংশেঃ অহিতে করেন যে বিহিত ॥ দেশ দেশান্তর
 সবে কহে নৃপবরঃ হেন আর গোড়ে নাহি হয় । দরিদ্র
 দুঃখিত জনেঃ দান করে হৃদ মনেঃ দেব দ্বিজে অত্যন্ত
 প্রত্যয় ॥ পিতৃ ভল্য মান্য হয়েঃ সহত : গণ লয়েঃ
 করে রাজ্য প্রজার পালন । গুহু শেষ অতঃপর মহা
 রাজ রাজেশ্বরঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূপের কখন ॥ ইত্যবধি
 শেষঃ পরে কহি সবিশেষঃ আপনার নিজ বিবরণ
 পানি আড়া গ্রামে ধামঃ দ্বিজ বনমালি নাম সর্বত্রোতে
 চাটুতী প্রকাশ । বুদ্ধের সাগর প্রায়ঃ নানা বিদ্যা
 শোভে তায়ঃ ঈশ্বরেতে মদা তাঁর আশি ॥ হিংসা হীন
 তত্তজ্ঞানীঃ নহে আত্ম অভি মানী পর হিতে
 নিত । গুণ গ্রাহি গুণ দান যে চাহে তাহান

দুঃখে অতি দুঃখান্বিত ॥ নহে কারুণ্যভেদী অশেষ
 গুণের নিধি সুধা সম বচন তাহার। আদেশ আমারে
 তেঁহ দিলা করি মনে স্নেহ ভাষা গুহু করিতে প্রচার ॥
 শুনিয়া তাহার বাণী যথার্থ যে যে কাহিনী সত্য রূপ
 করিয়ে রচন। বাছল্য অনেক আছে মিথ্যা দোষ হয়
 পাছে রচিবারে নারী তে কারণ ॥ সাগর সমান গুণ
 কম্বুছন্দ্র উপাখ্যান তাতে কে হইতে পারে পার। যত
 বল তত হয় কহিলাম যে নিশ্চয় যথার্থ কৌতুক যা
 তাহার ॥ রজক রমণী সঙ্গ সেইতো বিষমরঙ্গ নবাবের
 হলনা প্রভৃতি। বিশু খাঁর ব্যবহার নানা মত কাব্য
 তার নারিলাম লিখিতে সম্পূতি ॥ পুনরুক্তি দোষ হয়
 একথা সন্তবনর মিথ্যা বোধ যদি কেহ করে। যদি জান
 কোন জন কুখিবেক মনে মন গুহু শেষ হল অতঃপরে ॥
 স্বাক্ষর প্রিয় প্রেমসীঃ যার কান্তি শক্তি রাশিঃ তার পদ
 করিয়া শরণ। কৌতুক বিলাস নামঃ গুহু হৈল পত্রি
 দুঃখ বিধি প্রিয়ামের বিরচন ॥

